নেয়। (এমতাবস্থায় যে, বালুরাশির কোন চিহ্নই থাকে না।) এমনিভাবে তারা যা কিছু কামাই করেছে, তার উপর তাদের কোন ক্ষমতাই থাকবে না। আর এটা হচ্ছে তাদের সুদূরপ্রসারী বিভ্রান্তি।" —সূরা ইবরাহীম- ৩য় রুকু।

মোটকথা তারা ধারণা করবে যে, আমাদের কর্ম দ্বারা ফায়দা পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রয়োজন মুহূর্তে তারা তা দ্বারা কোন উপকারই লাভ করবে না।

তাফসীরে 'মাযহারীর' লেখক فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا * "সুতরাং হাশরের দিন আমি তাদের জন্য মিযান স্থাপন করব না।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেছেন, "আল্লাহ তাআ'লার কাছে কাফেরদের আমলের কোন গুরুত্ব ও মূল্য থাকবে না।" হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন কিছু কিছু খুব মোটা-তাজা দেহ ও মর্যাদাবান লোক আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, যাদের ওজন ও মর্যাদা আল্লাহ তাআ'লার কাছে মশা-মাছির ওজনের সমানও হবে না। আমার একথার প্রমাণে তোমরা ইচ্ছে করলে কোরআন মজীদের فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا এ আয়াতটি পাঠ করতে পার।"

উক্ত তাফসিরকারক এ আয়াতের আর এক ব্যাখ্যায় লেখেছেন, অথবা এর অর্থ হচ্ছে- মহা বিচারের দিন কাফেরদের জন্য মিযান স্থাপন করা এবং তাদের ক্ষেত্রে পরিমাপ করার ব্যাপারটিও সংঘটিত হবে না। কেননা সেখানে তাদের পুণ্যময় কর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। অতএব তাদেরকে সরাসরি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তিনি উপরোক্ত আয়াতের তৃতীয় মর্মার্থ বর্ণনায় লেখেছেন, অথবা এর মর্ম হচ্ছে কাফেরগণ তাদের যেসব কাজকে পুণ্যময় কাজ মনে করে থাকে, মহাবিচারের দিন মিযানের পরিমাপে তার কোন ওজন পাওয়া যাবে না। কেননা সেখানে দুনিয়ার সেসব কাজই ওজনশীল হবে, যা ঈমানের ভিত্তিতে এখলাসের সাথে করা হয়েছিল। এ বক্তব্যের পর আল্লামা সুয়ুতী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, শুধু মাত্র ঈমানদারগণের আমলই ওজন করা হবে না বরং কাফেরদের আমলও পরিমাণ করা হবে। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও ওলামাদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। একদল ওলামাদের মতে, মহাবিচারের দিন শুধু ঈমানদারগণের আমলই পরিমাপ করা হবে। কেননা কাফেরদের পুণ্যময় কর্মসমূহ সেখানে বিনষ্ট হবে। সুতরাং পুণ্যের পাল্লায় যখন ওজন করার মত কিছুই পাওয়া যাবে না তখন এক পাল্লা ওজন করা অর্থহীন। এ মতের প্রবক্তাগণ উপরোক্ত আয়াতকেই দলিলরূপে পেশ করেন। দ্বিতীয় একদল ওলামার মতে কাফেরদের আমলও পরিমাপ করা হবে, কিন্তু তাতে কোন ওজন পাওয়া যাবে না। তারা কোরআন মজীদের এ আয়াতকে দলিলরূপে ব্যবহার করেন। আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ *

"যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা হচ্ছে সে লোক যারা নিজদেরকে মহা ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তারা সর্বদা জাহান্নামেই অবস্থান করবে।"

—সূরা মুমেনুন –৬ রুকু।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াতে করীমায় যাদের পাল্লা হালকা হবে, তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। এর দ্বারা জানা যায় যে, কাফেরদের আমলও পরিমাপ করা হবে। কেননা কোন মুমিন যে, চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না, সে ব্যাপারে সকলেই একমত।

এরপর তাফসীরে মাযহারীর লেখক আল্লামা কুরতুবীর অভিমত উল্লেখ করে লেখেছেন, সব মানুষের আমলই পরিমাপ করা হবে না। যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা মহাবিচারের দিন বিনা হিসাবে যাদের জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে, তাদের আমল পরিমাপ করা হবে না। এছাড়া অন্যান্য মুমিন ও কাফেরদের আমল পরিমাপ করা হবে।

অতঃপর তাফসীরে মাযহারীর লেখক বলেছেন, আল্লামা কুরতুবীর অভিমতে উভয় দলের অভিমত এবং সূরা কাহাফ ও সূরা মু'মিনুনের আয়াতদ্বয়ের মর্মএকত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

হাকীমুল উম্মত স্বীয় তাফসীর বয়ানুল কোরআনে সূরা আরাফের শুরুতে এক ভূমিকার পর বলেছেন, মিযানে ঈমান ও কুফর উভয়কেই ওজন করা হবে। এ পরিমাপে এক পাল্লা খালি থাকবে, আর অপর পাল্লায় মুমিন হলে তার ঈমানকে এবং কাফের হলে তার কুফরীকে রাখা হবে। আর এ পরিমাপ দ্বারা মুমিন ও কাফের ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হবে। অতঃপর খাস মুমিন লোকের জন্য এক পাল্লায় তাদের পুণ্যসমূহ এবং অপর পাল্লায় তাদের গুনাহসমূহ রেখে ওজন করা হবে। যেমন তাফসীরে দুররে মানছুরে উল্লেখ আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মহাবিচারের দিন মিযানে মুমিন ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা ভারি হলে তারা জান্নাত লাভ করবে। আর গুনাহের পাল্লা ভারি হলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর উভয় পাল্লা সমান হলে তারা আরাফে অবস্থান করবে। অতঃপর হয় শাস্তির পূর্বে শাফাআতের বদৌলতে অথবা শাস্তি ভোগের পর ক্ষমা লাভের ফলে জাহান্নামী মুমিন বান্দারা এবং আরাফে অবস্থানকারী বান্দারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহর করুণায় ক্ষমা লাভ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা দয়া ও করুণা ছাড়া কোন ব্যক্তি কক্ষনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। একথা শুনে উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও করুণা ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না? জবাবে নবী করীম (সঃ) স্বীয় হাত মাথায় রেখে বললেন, না, আমিও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। তবে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর করুণা ও রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করে রাখবেন। —আহমদ, আত্তারগীব অত্তারহীব।

এ হাদীসে প্রত্যেক পুণ্যবান ব্যক্তিকে বিশেষ করে যেসব আবেদ দরবেশ জাকের ও মুজাহিদ ব্যক্তিগণ সর্বদা পুণ্যময় কাজে মশগুল থাকেন, তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজদের পুণ্যময় কর্মের জন্য উল্লসিত না হয়, তারা যেন একথা না ভাবে যে, অবশ্য অবশ্যই আমরা জান্নাতের হকদার। বরং নিজের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে এবং মনে মনে এ ভয় পোষণ করবে যে, হয়তো আমার আমল কবুল না-ও হতে পারে।

মহা শক্তিমান আল্লাহ তাআ'লা যদি আমল কবুল না করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে কারোর কিছু করার ক্ষমতা আছে কি ? যারা পুণ্যময় কাজ করে, তাদের সে কাজ কবুল করে প্রতিদানে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও অনুগ্রহ। সারা জীবনের আমল দ্বারা তার কিঞ্চিৎকর নেয়ামতের তুলনা করা যায় না। যেমন– নেয়ামতসমূহের জিজ্ঞাসাবাদের আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কোন লোকই আল্লাহ তাআ'লার রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। একথা শুনে সাহাবীগণ ভাবলেন, নবী করীম (সঃ) তো আল্লাহ তাআ'লার হুকুম পুরোপুরিভাবে আমল করেন। তিনি এবাদত বন্দেগী ও তাবলীগের জন্য কঠিন হতে কঠিনতর পরিশ্রম করেন। তার কোন আমলেই কিঞ্চিৎমাত্র খুঁত নেই। সুতরাং তিনি আমলের বলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন কি না তারা সে ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি আল্লাহ তাআ'লার রহমতের মুখাপেক্ষী, তার রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না।

আর কেনই বা তিনি আল্লাহর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হবেন না, তিনিও তো আল্লাহ পাকের একজন বান্দা। সাহাবীদের প্রতি আল্লাহ তাআ'লা অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যারা নবী করীম (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে অনাগত ভবিষ্যতের লোকদের জন্য আল্লাহর দ্বীন ভালভাবে বুঝবার ও উপলব্ধি করার পথ রচনা করে দিয়েছেন। আর পরবর্তী কালের লোকদের জন্য হাদীস বর্ণনা করে তাদেরকে

সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, যারা নবী করীম (সঃ)-কে আল্লাহ তাআ'লার ক্ষমতা দান করে বলে থাকে, যা অর্জনের তা মুহাম্মদ (সঃ) থেকেই নেব, তাদের এ হাদীসের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

মহাবিচারের দিন প্রত্যেকেই অনুতপ্ত হবে

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবী উমাইয়াহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লার বন্দেগীতে সেজদাবনত হয়ে পড়ে থাকে, তবু সে তার এত বিপুল পরিমাণ আমলকে কেয়ামতের দিন অতি তুচ্ছ মনে করবে। আর সে তখন এ আশা পোষণ করতে থাকবে যে, হায়! আমাকে যদি দুনিয়ায় ফেরত পাঠান হত, তাহলে আমি বেশি বেশি আমল করে বিপুল পরিমাণে পুণ্যলাভ করতে পারতাম।

—আহমদ, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারই মৃত্যু ঘটে, সে-ই নিজে নিজে লজ্জিত হয়। সাহাবী (রাঃ)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি কারণে সে লজ্জিত হয় ? নবী করীম (সঃ) বললেন, সে ব্যক্তি যদি ভাল কাজ করে থাকে, তাহলে এই ভেবে লজ্জিত হবে যে, আমি কেন আরও ভাল কাজ করলাম না! আর যদি সে খারাপ কাজ করে থাকে তখন সে এ অনুশোচনা করে লজ্জিত হবে যে, হায়! আমি কেন খারাপ কাজ থেকে নিজকে রক্ষা করলাম না! —তিরমিযী, মেশকাত।

শাফাআ'তের বিবরণ

মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা নবী, রাসূল, শহীদ ও হক্কানী ওলামাগণকে শাফাআ'ত করার অনুমতি প্রদান করবেন এবং তাদের শাফাআ'ত কবুল করবেন। ফলে অনেক গুনাহগার ঈমানদার লোক তাদের শাফাআ'ত দ্বারা উপকৃত হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন তিন শ্রেণীর লোকেরা শাফাআ'ত করার অনুমতি লাভ করবেন। তারা হলেন– (১) নবী রাসূলগণ (২) হক্কানী ওলামায়ে কেরাম (৩) এবং শহীদগণ। —ইবনে মাজা, মেশকাত।

শাফাআতের অনুমতি প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِه *

"এমন কে আছে যে, আল্লাহ তাআ'লার অনুমতি ছাড়া, তাঁর কাছে শাফাআ'ত করতে পারে?"

সূরা তাহাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا *

"সেদিন কারো সুপারিশ দ্বারা কারো কোন উপকার হবে না, কিন্তু দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথা পছন্দ করবেন (তার শাফাআ'ত দ্বারাই উপকার হবে)। —সূরা তাহা- ৬ রুকু।

মোট কথা, মহা বিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে যাকে শাফাআ'ত করার অনুমতি দেয়া হবে, তিনিই শাফাআ'ত করতে পারবেন। আর যার জন্য শাফাআ'ত করার অনুমতি দেয়া হবে, কেবল তার ক্ষেত্রেই শাফাআ'তকারী শাফাআ'ত করার জন্য সাহসী হবেন। কাফের মুশরেকদের ব্যাপারে শাফাআ'ত করার অনুমতি দেয়া হবে না। আর সেদিন তাদের কোন বন্ধু বা সুপারিশকারীও পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ *

"জালেম (কাফের মুশরেক) লোকদের সেদিন কোন বন্ধু-বান্ধব থাকবে না এবং এমন কোন সুপারিশকারীও হবে না যার কথা মানা যায়।

—সূরা মুমিন- ২য় রুকু।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র) তদ্বীয় মেরকাত শরহে মেশকাত গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেয়ামতের দিন পাঁচবারে শাফাআ'ত হবে। সর্বাগ্রে শাফাআ'ত হবে হাশর ময়দানে জমায়েত হওয়ার পর হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য। তখন সমস্ত নবী রাসূলগণ আল্লাহ তাআ'লার কাছে শাফাআ'ত করতে অস্বীকার করবেন। তখন আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আগের পরের সমস্ত মুসলমান ও কাফেরদের হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ তাআ'লার কাছে সুপারিশ করবেন।

দ্বিতীয় বার শাফাআ'ত হবে অগণিত মুমিন বান্দাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য। এ শাফাআ'তও করবেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।

তৃতীয় বার শাফাআ'ত হবে সেসব ঈমানদারদের জন্য, যারা নিজেদের খারাপ আমলের কারণে জাহান্নামে যাওয়ার পাত্র হবে। এ শাফাআ'তও করবেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং অন্যান্য ওলামা ও শহীদগণ।

চতুর্থবার শাফাআ'ত হবে সেসব গুনাহগার ঈমানদারদের জন্য, যারা গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। তাদের জাহান্নাম হতে বের করার জন্য নবী-রাসূলগণ, ফেরেশতা, ওলামা ও শহীদগণ শাফাআ'ত করবেন।

আর পঞ্চমবার শাফাআ'ত হবে, জান্নাতী লোকদের মরতবা বৃদ্ধির জন্য।

—শরহে মুসলিম, নববী।

হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন দূত এসে আমাকে এ সংবাদ জানিয়েছেন যে, আমার উম্মতের অর্ধেক উম্মতকে (বিনা হিসাব ও শাস্তিতে) জান্নাতে প্রবেশ করাবার এখতিয়ার আমাকে দেয়া হয়েছে। অথবা আমার উম্মতের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে হয় তার জন্য শাফাআ'ত করার এখতিয়ারকে আমি গ্রহণ করেছি। আমার শাফাআ'ত হবে সেসব লোকদের জন্য যারা আল্লাহ তাআ'লার সাথে কাউকে শরীক করেনি। —তিরমিযী, ইবনে মাজা, মেশকাত।

যেহেতু নবী করীম (সঃ) প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে শাফাআ'ত করার মধ্যেই উম্মতের জন্য বেশি ফায়দা লক্ষ্য করেছেন, তাই তিনি শাফাআতের এখতিয়ারকেই গ্রহণ করেছেন। —আততারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তাঁর একটি দাবী গ্রহণ করার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক নবী দুনিয়াতেই সে দাবীর জন্য দোয়া করে তা কবুল করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি সে দাবী দুনিয়ায় দোয়া করেই শেষ করিনি, বরং সে দোয়াকে আমি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত গোপন করে রেখেছি। আর সেদিন আমি সে দোয়া উম্মতের শাফাআতের কাজে ব্যবহার করব। সুতরাং আমার শাফাআ'ত অবশ্যই আমার সেসব উম্মতের জন্য হবে, যাদের মৃত্যু হয়েছে আল্লাহ তাআ'লার সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায়। —মুসলিম।

এ হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তাআ'লা পক্ষ থেকে বিশেষভাবে একটি এখতিয়ার দান করা হয়েছে। তা হচ্ছে তাঁরা বিশেষ কোন ব্যাপারে দোয়া করলে আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের দোয়া কবুল করবেন– সে দোয়া যে জন্যই হোক না কেন। নবী-রাসূলগণের এমন মর্যাদা আল্লাহ তাআ'লা দান করেছেন যে, তাঁদের যেকোন দোয়াই কবুল হয়। তারপরও তাঁদের বিশেষ মর্যাদার জন্য আলাহ তাআ'লা প্রত্যেক নবীকেই এখতিয়ার দিয়েছেন যে, তোমরা একবার বিশেষভাবে যা ইচ্ছে হয় দাবী করতে পার, তোমাদের সে বিশেষ দাবী পূরণ করা হবে। নবী করীম (সঃ) বলেন, সে বিশেষ দাবী প্রত্যেক নবী-ই দুনিয়ার জীবনে চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি দুনিয়ায় সে দাবী চাইনি, বরং আমি আমার সে বিশেষ দাবী শেষ বিচারের দিনের জন্য রেখে দিয়েছি। সে দাবীকে আমি আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য ব্যবহার করব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমাদের এ কেবলা স্বীকারকারীদের মধ্য হতে এত বিপুল পরিমাণ লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই জ্ঞাত। তারা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার নাফরমানী করা এবং গুনাহের কাজ করে বীরত্ব দেখান এবং আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করা।

সুতরাং আমাকে শাফাআ'ত করার অনুমতি প্রদান করা হলে আমি সেজদায় গিয়ে আল্লাহর প্রশংসায় মশগুল থাকব। যেমন দণ্ডায়মান হয়ে তার প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করে থাকি। তারপর আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে এ নির্দেশ হবে যে, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন কর, তোমার যা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। তোমার দাবী ও প্রার্থনা পূরণ করা হবে। তুমি শাফাআ'ত করলে তোমার শাফাআ'ত গ্রহণ করা হবে। —আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য শাফাআ'ত করতে থাকব এবং আল্লাহ তাআ'লাও আমার শাফাআ'ত কবুল করতে থাকবেন। অবশেষে আমার প্রতিপালক আমার নিকট জিজ্ঞেস করবেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কি সন্তুষ্ট হতে পেরেছ ? আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

—আত্তারগীব অত্তারহীব, তাবারানী, আল বাযার।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন নবী-রাসূলদের জন্য নূরের মিম্বর হবে এবং তাতে তাঁরা উপবিষ্টও হবেন। কিন্তু আমার মিম্বরটি খালি থাকবে। আমি তাতে বসব না। কারণ আমি বসলে আমাকে তৎক্ষণাৎ জান্নাতে প্রেরণ করা হয় নাকি এবং আমার অবর্তমানে আমার উম্মতগণ আমার শাফাআ'ত হতে বঞ্চিত থাকে নাকি এ আশংকায় আমি বসব না। আমি নিবেদন করব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের কি অবস্থা হবে, আমার উম্মতের কি অবস্থা হবে? তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে আমার কাছে কি চাও ? আমি বলব, আপনি তাদের হিসাব-নিকাশ দ্রুত করুন। অতঃপর আমার উম্মতকে ডেকে তাদের হিসাব-নিকাশের কাজ শুরু হবে। ফলে তাদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন তাদের জন্য অতিরিক্ত কোন সুপারিশের প্রয়োজন হবে না। আর কিছু লোক আমার শাফাআতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি কেবল সুপারিশ করতেই থাকব। অবশেষে আমার উম্মতের মধ্যে যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাদেরকে বের করার জন্য আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে আমার কাছে তাদের নামের একটি তালিকা প্রদান করা হবে। অবশেষে জাহান্নামের প্রধান কর্মকর্তা ফেরেশতা মালেক আমাকে বলবেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়েছিল তাদের সবাইকেই আপনি বের করে নিলেন, কাউকেই আর আল্লাহর ক্রোধানলে রাখলেন না।

—তাবরানী, বায়হাকী, আত্তারগীব অত্তারহীব।

মহাবিচারের দিন নবী করীম (সঃ) তাঁর উম্মতকে অবশ্যই শাফাআ'ত করবেন, এ বিষয়ে হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য ও সঠিক। কিন্তু শাফাআ'ত লাভের ভরসায় নেক আমল না করা এবং গুনাহের কাজে নিমগ্ন

থাকা খুবই অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার কাজ। পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, এ উম্মতের বিপুল সংখ্যক লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং যুগ যুগ ধরে শাস্তি ভোগের পর অবশেষে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। সুতরাং কোন গুনাহগার ব্যক্তি বা নেক আমল না করা কোন ব্যক্তি কি দাবী করে বলতে পারে যে, আমি কখনো জাহান্নামে যাব না, হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করব? কোন লোকই এ দাবী করতে পারে না। সুতরাং গুনাহের কাজের জন্য আস্ফালন করা এবং নেক আমলশূন্য হওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

ইতিপূর্বে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমাদের কেবলা মান্যকারীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কিন্তু তাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই জ্ঞাত। আর তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ হল গুনাহের কাজ করে আস্ফালন করা এবং আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করা।

মুমিনগণের শাফাআ'তের মর্যাদা লাভ ঃ

মহানবী (সঃ)-এর শাফাআ'ত হচ্ছে উম্মতের জন্য এক বিরাট রহমত বিশেষ। তাঁরই বদৌলতে তাঁর উম্মতের বহু গুণী ব্যক্তি মহাবিচারের দিন শাফাআ'ত করার গৌরবময় সম্মান লাভ করবেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক বিরাট বিরাট দলের জন্য শাফাআ'তকারী হবে। কিছু কিছু লোক শাফাআ'ত করবে কেবল একটি মাত্র গোত্রের জন্য। আর কিছু কিছু লোক শাফাআ'ত করবে এক উসবা বা ক্ষুদ্রকায় দলের লোকদের জন্য। (দশ থেকে চল্লিশ জনের দলকে উসবা বলা হয়।) আর কিছু কিছু লোক মাত্র এক ব্যক্তির জন্য শাফাআ'ত করবে। অবশেষে আমার সমগ্র উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির শাফাআতের ফলে বনী তামীম গোত্রের লোকদের চেয়েও অধিকসংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজা, মেশকাত।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (জান্নাতীদের পথে) জাহান্নামী লোকেরা কাতারবন্দী হয়ে দণ্ডায়মান থাকবে। ঐ সময় জনৈক জান্নাতী ব্যক্তির ঐ পথে গমন ঘটবে। তখন জাহান্নামীদের কাতার হতে এক ব্যক্তি ঐ জান্নাতীকে বলবে, হে ভাই! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না ? পার্থিব জীবনে আমি আপনাকে একবার পানি পান করিয়েছিলাম। (সুতরাং অনুগ্রহ করে আমার জন্য শাফাআ'ত করুন)। আর জাহান্নামীদের এ কাতার হতে আর

একজন এসে উক্ত জান্নাতীকে বলবে, আমি আপনাকে অযুর পানি এনে দিয়েছিলাম। (অনুগ্রহ করে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন) তখন ঐ জান্নাতী ব্যক্তি তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

—মুসলিম, মেশকাত।

অভিশাপকারীগণ শাফাআ'ত করার মর্যাদা হতে বঞ্চিত হবে ঃ

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যাদের অভিশাপ করার অভ্যাস রয়েছে, তারা কেয়ামতের দিন কোন সাক্ষী হবে না এবং তারা শাফাআ'ত করার মর্যাদাও লাভ করবে না। অর্থাৎ এ বদঅভ্যাসের কারণে তাদেরকে সাক্ষী হওয়া ও শাফাআতের পদমর্যাদা হতে বঞ্চিত করা হবে।

—তিরমিযী, ইবনে মাজা, মেশকাত।

মুজাহিদগণের শাফাআ'ত ঃ

তিরমিযী শরীফে এক দীর্ঘকায় হাদীস রয়েছে, যার বর্ণনাকারী হচ্ছেন– হযরত মেকদাম ইবনে মায়াদি ইয়াকরাব (রা)। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) শহীদগণের মহত্ত্ব ও ফজিলত বর্ণনায় বলেছেন, "সত্তর জন আত্মীয়ের ব্যাপারে তাদের শাফাআ'ত গ্রহণ করা হবে।" —তিরমিযী, ইবনেমাজা।

পিতা-মাতার জন্য নাবালেগ মৃত সন্তানের শাফাআ'ত ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তিনটি নাবালেগ সন্তানকে পূর্বেই পরকালে পাঠায়, অর্থাৎ নাবালক অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়। তাহলে সে তিন শিশু তাকে (নারী বা পুরুষ হোক) জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার জন্য সুদৃঢ় দুর্গের ন্যায় জাহান্নামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একথা শুনে হযরত আবু যার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো শুধুমাত্র দু'টি শিশুকে পাঠিয়েছি। (আমার সম্পর্কে কি বলেন?) তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, দু' শিশুর ব্যাপারেও এ একই কথা প্রযোজ্য। হযরত উবাই ইবনে কাআ'ব (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো একটি শিশুকে পাঠিয়েছি। (অর্থাৎ আমার একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আমার ব্যাপারে কি বলেন?) তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, একটি শিশুর ব্যাপারেও এ একই কথা। অর্থাৎ সে-ও পিতা-মাতার জন্য শাফাআ'তকারী হবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজা।

পরকালে প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, পিতা-মাতা বা তাদের কোন একজনের বর্তমানে কোন শিশুর মৃত্যু হওয়া। সন্তানের বিয়োগ ব্যথায় পিতা-মাতা যে দুঃখ-কষ্ট পায়, সে দুঃখ-কষ্টের প্রতিদানে আল্লাহ তাআ'লা তাদের খুশীর জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন যে, পরকালে উক্ত শিশুরা পিতা-মাতার ক্ষমার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। এমনকি গর্ভপাতেও যদি কোন সন্তানের মৃত্যু ঘটে থাকে, তাহলে সে শিশুও পিতা-মাতার ক্ষমার জন্য পরকালে কর্মতৎপর হবে।

হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, গর্ভপাতে মৃত শিশুও মহাবিচারের দিন পিতা-মাতার মুক্তির জন্য স্বীয় প্রতিপালকের কাছে শাফাআ'ত করবে, যখন তার পিতা-মাতাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান হবে। তার জোরদার সুপারিশের কারণে তাকে বলা হবে, হে গর্ভপাতের শিশু, তুমি তোমার পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন সে শিশু তার নাভী দ্বারা ঠেলে ঠেলে তার পিতা-মাতা উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

—ইবনে মাজাহ, মেশকাত।

কোরআনের হাফেজগণের শাফাআ'ত ঃ

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সমস্ত কোরআন মজীদ মুখস্থ করেছে এবং তা পুরোপুরিভাবে স্মরণে রেখেছে, আর কোরআন মজীদে যেসব জিনিস ও কর্মকে হালাল বলেছে, তাকে সে স্বীয় আকিদ্বা বিশ্বাস ও কর্মে হালাল রেখেছে, আর যেসব বস্তুকে হারাম বলেছে, তাকে সে বিশ্বাস ও কর্মে হারাম রেখেছে, তাকে আলাহ তাআ'লা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তার পরিবারের মধ্যে এমন দশজন লোকের জন্য তার শাফাআ'ত কবুল করবেন, যাদের খারাপ কর্মের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করা অবধারিত হয়ে গেছে। —তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী।

বিশেষ সতর্ক বাণী ঃ

উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ কোরআন মজীদ মুখস্থ করলে এবং তার বিধানসমূহ মেনে চললে আল্লাহ তাআ'লা তার পরিবারের দশজন জাহান্নামী লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে শুধু মুখস্থ করলেই হবে না, বরং কোরআনের দাবীসমূহ পূরণ করতে হবে এবং তার বিধি-বিধানসমূহ বাস্তব জীবনে পালন করতে হবে। কিন্তু তার দাবী ও বিধানসমূহ বাস্তবায়িত না করলে উল্টো কোরআন মজীদই তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। অনেক লোক গুনাহের পর গুনাহের কাজ করে যাচ্ছে, নেক আমলের ধারে কাছেও যায় না। উপদেশ দিলে বলে, ভাই, চুপ কর। আমার পুত্র বা আমার ভাইপো বা আমার অমুক নিকটাত্মীয় কোরআনে হাফেজ। সে পরকালে আমাদের ক্ষমা লাভের ব্যবস্থা করবে। অথচ তারা এটা লক্ষ্য করছে না যে, উক্ত হাফেজই কোরআন মাফিক আমল করছে কি-না। বর্তমান জমানায় মানুষ অন্য লোকের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে বিনা চিন্তায়, নির্ভয়ে গুনাহের কর্মে লিপ্ত থাকছে। এটা বাস্তবিকই নির্বুদ্ধিতার কাজ। নিজে গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করে ও নেক আমল করে অন্যের শাফাআতের আশা পোষণ করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। নতুবা আশার ছলনায় নিজের ক্ষতি ডেকে আনা অনিবার্য।

রোযা ও কোরআনের শাফাআ'ত ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন রোযা এবং কোরআন মজীদ (তার বাহকের জন্য) শাফাআ'ত করবে। রোযা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এ ব্যক্তিকে দিনের বেলা পানাহার থেকে বিরত রেখেছিলাম (এবং অন্যান্য চাহিদার বস্তু হতেও বিরত করেছিলাম)। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কোরআন মজীদ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এ ব্যক্তিকে রাতের বেলা নিদ্রা হতে বিরত রেখেছিলাম (কেননা রাতে সে আমাকে পাঠ করত এবং শোনত)। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন, অবশেষে উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।

—বায়হাকী, মেশকাত।

হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা কোরআন মজীদ পাঠ কর। কেননা কেয়ামতের দিন সে তার পাঠকদের পক্ষে শাফাআ'তকারী হবে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান উভয় সূরাকে পাঠ কর। এ সূরা দু'টি খুবই ফযীলতপূর্ণ। কেননা কেয়ামতের দিন এ সূরা দু'টি দু'খণ্ড মেঘ অথবা দু'টি ছায়া অথবা দু'দল পাখীর ন্যায় এসে তার পাঠকগণের পক্ষে সুপারিশ করবে। —মুসলিম, মেশকাত।

আল্লাহর কুদরতী নলার ঔজ্জ্বল্য, পুলসেরাত ও নূর বণ্টনের বিবরণ

কাফের মুশরেক ও মুনাফেকদের ভয়ংকর বিপদ ঃ

কেয়ামতের দিনটি হচ্ছে সুবিচারের দিন। সেদিন প্রত্যেক লোক নিজের আমলের ওজন স্বচক্ষে অবলোকন করে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। কারো একথা বলার সাহস হবে না যে, আমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আমি বিনা কারণে জাহান্নামে যাচ্ছি। তাই কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ *

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের পুরাপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। সে খুব ভালভাবেই জানে যে, সে কি করছে।"

আল্লাহ তাআ'লা ঈমান ও পুণ্যময় কর্মের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। আর জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন কুফর, শিরক ও অন্যান্য গুনাহের জন্য। নিজের আমল ও কর্মের পরিণতিতে এ দু'টির মধ্যে যাকে যেখানে যেতে হয়, সে সেখানেই যাবে। জান্নাতে যাওয়ার জন্য জাহান্নামের উপরিভাগ দিয়ে একটি পথ থাকবে। আর সে পথকেই হাদীসে সিরাত নামে নামকরণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে আমাদের

দেশে একে পুলসেরাত বলা হয়। আল্লাহভীরু মুমিনগণ নিজ নিজ শ্রেণী ও মর্যাদা অনুযায়ী সহীহ সালামতে এ পুল অতিক্রম করবে। কিন্তু যারা দুনিয়ার জীবনে খারাপ কাজ করেছে এবং ইসলামী বিধান মেনে চলেনি। তারা এ পুলসেরাত অতিক্রম করতে পারবে না। সে পুলের তলদেশে জাহান্নাম থেকে বিরাট লৌহ সারাশী পোতা আছে, যা অতিক্রমকারীকে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। অনেক ফাসেক ও বদ আমলদার মুসলমান হেঁচড়িয়ে ও চোতর ঘষে ঘষে অতিকষ্টে সে পুলসেরাত অতিক্রম করবে। কিন্তু যাদের জাহান্নামে যাওয়ার ফয়সালা নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে এসব সারাশী দ্বারা ধরে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তারপর দীর্ঘদিন শাস্তি ভোগের পর নিজের আমল অনুযায়ী অথবা নবী-রাসূল, ফেরেশতা ও হক্কানী ওলামাদের শাফাআতের বদৌলতে এবং আল্লাহ তাআ'লা অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে। খাঁটি মনে কালেমা পাঠকারী কোন মানুষই শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে না, শুধু মাত্র কাফের, মুশরেক ও মুনাফেকরাই চিরকাল সেথায় অবস্থান করবে মর্মস্পর্শী জ্বালাময়ী শাস্তির মধ্যে।

নূর বণ্টন ঃ

পুলসেরাত অতিক্রম করার আগে মুমিনদের মধ্যে আল্লাহর নূর বণ্টন করে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, ঈমানদার নারী ও পুরুষগণের আমল অনুযায়ী তাদের মধ্যে নূর বণ্টন করা হবে। (আর সে নূরের আলোতে তারা পুলসেরাত পার হবে)। এ নূর হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের পথ প্রদর্শনকরী। এদের মধ্যে কারো নূর হবে পাহাড়সম। কারো হবে বৃক্ষসম। যে ব্যক্তি সবচেয়ে কম নূর লাভ করবে, তার নূর আংটির মধ্যে বাতির ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। কখনো তা নিভে যাবে এবং কখনো তা জ্বলে উঠবে। —তাফসীরে দূররে মানসুর।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "সেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিনা মহিলাদেরকে দেখবেন যে, তাদের সামনে ও ডানে নূর দৌড়াচ্ছে। (আর ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে) আজ তোমাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে, যার নিম্নদেশ হতে নহর প্রবাহিত। তাতে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। আর এটাই হচ্ছে তাদের বিরাট সাফল্য। —সূরা হাদীদ– ২য় রুকু।

নূর লাভ করার পর মুমিন নর-নারীগণ পুলসেরাত পার হতে থাকবে। আর তাদের নূরের আলোতে মুনাফেক নারী-পুরুষেরা তাদের পেছনে পেছনে থাকবে। কিন্তু মুমিন নর-নরীগণ সম্মুখে অগ্রগামী হবে আর মুনাফেক নর-নারীরা পেছনে পড়ে থাকবে। তারা উচ্চৈস্বরে মুমিনগণকে বলবে, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমরাও আসছি, তোমাদের নূরের আলো দ্বারা আমাদের উপকার হচ্ছে। তখন ঈমানদারগণ বলবে, (এখানে নিজের নূরের দ্বারাই কাজ হয়।) অপরের নূর দ্বারা

এখানে উপকৃত হওয়ার কোন বিধান নেই। তোমরা পেছনে চলে যাও। যেখানে নূর বন্টন হয়, সেখানে গিয়ে নূর সন্ধান কর। সুতরাং মুনাফেক নর-নারীরা নূর লাভের আশায় পেছনে ফিরে যাবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা কিছুই পাবে না। তখন মুমিন ও মুনাফেক উভয় দলের মধ্যে একটি প্রাচীর সৃষ্টি হবে। তাতে ভেতর দিক দিয়ে একটি দরজা থাকবে। সেখানে মুসলমানরা অবস্থান করবে এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। আর প্রাচীরের বাইরে থাকবে শাস্তি, সেখানে মুনাফেকরা অবস্থান করবে। এ বিষয়ে সূরা হাদীদে আলোচিত হয়েছে ঃ

"সেদিন মুনাফেক নর-নারীরা মুমিনগণকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে আলো গ্রহণ করতে পারি। তখন মুমিনগণ বলবে, তোমরা পেছনে চলে যাও এবং সেখানে নূর সন্ধান কর। অতঃপর উভয় দলের মধ্য একটি প্রাচীর দণ্ডায়মান হবে এবং তার অভ্যন্তরীণ দিকে একটি দরজাও থাকবে। তাতে থাকবে আল্লাহর রহমত। আর তার বাইরের দিকে থাকবে শাস্তি।"
—সূরা হাদীদ- ২য় রুকু।

এহেন বিপদে নিপতিত হয়ে মুনাফেকরা তা থেকে বাঁচার কোন পথ পাবে না। ঈমানদারগণকে উচ্চৈস্বরে ডাক দিয়ে তাদেরকে অনুগ্রহ করার অনুরোধ করে বলবে, দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমাদের সাথী ছিলাম, তোমাদের সাথে একত্রে নামায আদায় করতাম এবং রোযা রাখতাম। সুতরাং আজ তোমাদের উচিত বন্ধুত্বের দাবী পূরণ করা। কোরআন মজীদে মুনাফেকদের একথাটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ *

"মুনাফেকরা মুমিনদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? প্রত্যুত্তরে মুসলমানরা বলবে, অবশ্যই ছিলে। কিন্তু তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করেছ। তোমরা (মুসলমানদের ধ্বংসের) অপেক্ষায় ছিলে। আর ইসলাম সত্য দ্বীন হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে। তোমাদেরকে নিরর্থক আশা প্রতারিত করেছে। অবশেষে আল্লাহর হুকুম তোমাদের কাছে এসেছে অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু ঘটেছে। তোমাদেরকে প্রতারক শয়তান আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারণায় নিপতিত করেছে।" —সূরা হাদীদ- ২য় রুকু।

এ কথোপকথনের পর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন- "আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের থেকেও নয়, যারা কুফরী করেছে। তোমাদের অবস্থানস্থল হচ্ছে অনল কুণ্ড এবং আগুনই হচ্ছে তোমাদের সাথী। এ প্রত্যাবর্তন স্থানটি খুবই খারাপ।" —সূরা হাদীদ- ২য় রুকু।

আল্লাহর কুদরতি নলার ঔজ্জ্বল্য ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কেয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই দেখতে পাবে। দুপুরের সময় সূর্য যখন মেঘমুক্ত থাকে, তখন কি সূর্য অবলোকন করতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় ? মেঘমুক্ত আকাশে চতুর্দশী রাতে চন্দ্র অবলোকন করতে তোমাদের কি কোন কষ্ট হয়? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! চন্দ্র দর্শনে আমাদের কোনই কষ্ট হয় না। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা এভাবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লাকে ভালভাবে দেখতে পাবে, কোন কষ্ট হবে না। যেমন চন্দ্র-সূর্য দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় না। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যে যার পূজা অর্চনা ও এবাদত-বন্দেগী করতে, সে তার সাথেই থাক। সুতরাং যারা আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত অন্য কাউকে অর্থাৎ প্রতিমা, মূর্তি, পাথর, গাছপালা ইত্যাদির পূজা-অর্চনা করত, তারা সবাই জাহান্নামে পতিত হবে। তাদের কেউই জাহান্নামে পতিত না হয়ে থাকবে না (কেননা তাদের বাতিল মাবুদরাও হবে জাহান্নামের ইন্ধন)। যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ শেষ পর্যন্ত সেসব আহলে কিতাবগণ থাকবে, যারা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার এবাদাত-বন্দেগী করত। তাদের মধ্যে নেককার-বদকার সবলোকই থাকবে। তখন ইহুদীগণকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, দুনিয়ায় তোমরা কার এবাদত করতে? জওয়াবে তারা বলবে আমরা আল্লাহ তাআ'লার পুত্র নবী উযায়ের (আঃ)-এর এবাদত বন্দেগী করতাম। এ উত্তরে তাদেরকে খুব শাসান হবে, আর বলা হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআ'লা কাউকে নিজের পুত্র বা স্ত্রী মনোনীত করেননি। অতঃপর তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি চাও? তখন তারা আরয করবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুব পিপাসিত।

আমাদেরকে পানি পান করিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করুন। এ কথায় তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, ওখানে গিয়ে কেন পান করছ না? অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে একত্রিত করা হবে। (দূর থেকে পানির ন্যায় মরীচিকা মনে হলেও) আসলে তা হচ্ছে অনলকুণ্ড। এ আগুনের শিখা ও অংশগুলো একে অপরকে জ্বালাতে থাকবে। অতঃপর তারা সে আগুনে পতিত হবে।

অতঃপর খ্রিস্টানদেরকে ডেকে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার এবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ তাআ'লার পুত্র ঈসা (আ)-এর এবাদত করতাম। এরূপ উত্তরের জন্য তাদেরকে ধিক্কারস্বরূপ বলা হবে, তোমরা তোমাদের কথায় মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআ'লা কাউকে কখনো নিজের স্ত্রী বা পুত্র আখ্যায়িত করেননি। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি চাও ? তারা আরয করবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা পিপাসাকাতর। আমাদেরকে পানি পান করান। তাদের এ কথায় জাহান্নামের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, ওখানে গিয়ে কেন পান করছ না ? অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে সমবেত করা হবে। আর দূর থেকে দেখা যাবে যে, বালুকারাশি ঝলমল করছে। (মূলত তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন) যার অংশগুলো একে অপরকে জ্বালাতে থাকবে। সুতরাং তারা সে আগুনে পতিত হবে।

মোটকথা ইহুদী-খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা শিরকে লিপ্ত ছিল, তারা সকলেই জাহান্নামে পতিত হবে। অবশেষে তারাই রয়ে যাবে, যারা আল্লাহর এবাদত করত অর্থাৎ মুসলমান। তাদের মধ্যে নেককারও থাকবে এবং বদকার লোকও থাকবে। তাদের সামনে তখন আল্লাহ তাআ'লার নূর বিকশিত হবে এবং আল্লাহ তাআ'লা জিজ্ঞেস করবেন, প্রত্যেক দল তাদের মাবুদের অনুগামী হয়েছে। তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? ঈমানদারগণ তখন বলবে, যারা যাবার তারা গিয়েছে, তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা আমাদের মাবুদের অপেক্ষায় আছি। আমাদের মাবুদ না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই অবস্থান করব। আমরা যখন আমাদের প্রতিপালকের দীদার লাভ করব, তখন তার কাছে আরজ করব যে, ইয়া পরওয়ারদেগার! দুনিয়ায় আমরা অন্যান্য দল ও জাতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলাম। অথচ তাদের সাথে থাকার অনেক প্রয়োজন ছিল। তথাপি আমরা তাদের সাথে থাকিনি। এখন আমরা কিভাবে তাদের সাথে থাকতে পারি ? তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমিই হচ্ছি তোমাদের মাবুদ ও প্রতিপালক। যেহেতু মুমিনগণ আল্লাহর কুদরতী নলার বিকশিত নূর দ্বারা আল্লাহ তাআ'লার পরিচয় লাভের ধ্যানে থাকবে, তাই আল্লাহ তাআ'লার এ নূরকে গায়রুল্লাহ মনে করে نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ (নাউযুবিল্লাহ মিনকা –তোমার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই) বলবে। তোমাকে আমরা প্রভু স্বীকার করে কি মুশরেকে পরিগণিত হব? আমরা কোন বস্তুকেই আল্লাহ তাআ'লার সাথে শরীক করতে পারি না। দু বা তিনবার তারা এ কথা বলবে।

তাদের এ জবাব শুনে আল্লাহ তাআ'লা জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের মধ্যে কি কোন নির্দিষ্ট নিদর্শন আছে, যা দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে চিনতে পার? প্রত্যুত্তরে মুমিনগণ বলবে, অবশ্যই আমাদের কাছে নিশানা রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআ'লার কুদরতী

নলার✪[১] নূর বিকশিত হবে। যারা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআ'লার সিজদারত হত, তারা সবায়ই এ নূর অবলোকন করে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর যারা দুনিয়ায় মানুষকে দেখাবার জন্য বা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মুনাফেকী করে সেজদায় লিপ্ত হত, আল্লাহ তাআ'লা তাদের সবার কোমরকে কাঠের তক্তার ন্যায় শক্ত করে দেবেন। (ফলে তারা সেজদা করতে পারবে না) তাদের মধ্যে কেউ সেজদা করার ইচ্ছা করলেও তারা অধঃমুখে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে, কিন্তু সেজদা করতে সক্ষম হবে না। অতঃপর মুমিনগণ সেজদা হতে মাথা উত্তোলন করবে। তখন যারা আল্লাহকে দেখবে, তার কুদরতী নলার বিকশিত নূর দেখতে পাবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমি হচ্ছি তোমাদের প্রতিপালক। তখন মুমিনগণ এ কথা মেনে নেবেন যে, হ্যাঁ আপনিই আমাদের প্রতিপালক।

এরপর জাহান্নামের উপরিভাগে পুলসেরাত স্থাপন করা হবে এবং সকলকে তা পার হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। এ সময় যারা শাফায়াত করার যোগ্য হবেন, তাদেরকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হবে। আর সকলে তখন বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন! নিরাপদে রাখুন!

জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! পুলসেরাত কি ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে পিছলিয়ে পড়ার স্থান। সেখানে জাহান্নাম হতে উত্থিত সাড়াশী মোতায়েন থাকবে এবং বড় বড় কাঁটাও থাকবে। এ কাঁটাগুলো দেখতে নজদের কাঁটার মত দেখাবে। এগুলোকে সুয়দান নামে নামকরণ করা হয়েছে। মুমিনগণ খুব দ্রুত গতিতে পুলসেরাত অতিক্রম করবে। তাদের এ দ্রুতগতি তাদের আমল অনুযায়ী হবে। কেউ চোখের পলকের মধ্যে, কেউ বিদ্যুতের ন্যায়, কেউ বায়ুর ন্যায়, কেউ পাখীর ন্যায়, কেউ উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায় এবং কেউ উটের পথ চলার গতিতে তা পার হয়ে যাবে। আর জাহান্নাম থেকে যেসব সাড়াশী ও কাঁটা উত্থিত হবে, সেগুলো মানুষকে টেনে ধরে জাহান্নামে পতিত করার চেষ্টা করবে। পরিণতিতে বহু লোকই নিরাপদে পুলসেরাত পার হবে, আর অনেকে চলতে চলতে বহু কষ্টে পার হবে। আর অনেক লোককে ধাক্কিয়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। কিন্তু ঈমানদারগণ জাহান্নাম হতে রক্ষা পাবেন। সে সত্ত্বার নামে শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। এ দুনিয়ায় তোমরা আল্লাহ তাআ'লার কাছে ইয়াক্বীন বা খুবই দৃঢ়তার সাথে কোন কিছু প্রার্থনা কর না। কিন্তু পুলসেরাত পার হওয়ার পর মুমিনগণ জাহান্নামে পতিত ঈমানদার ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লার কাছে খুবই দৃঢ়তার সাথে সুপারিশ করবে।

✪১. আরবী ভাষায় নলাকে সাঁকো বলা হয়। আল্লাহ তাআ'লা কোনরূপ দেহ অবয়ব হতে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং এখানে নলা দ্বারা আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা বুঝানো হয়েছে। আর এটাকেই সাঁকো বলা হয়েছে। যেমন ইয়াদুল্লাহ বা আল্লাহর হাত। অজহুল্লাহ বা আল্লাহর মুখমণ্ডল ইত্যাদি শব্দ কোরআনে ব্যবহার হয়েছে। এসবের দ্বারাও আল্লাহর বিশেষগুণের কথা বুঝান হয়েছে। তার দেহ বা অংগের কথা বুঝান হয়নি। এগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত। এগুলো নিয়ে বিতর্ক করা বা কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়া ঠিক নয়। এর আসল মর্ম মানুষের বোধ জ্ঞানের অতীত। সুতরাং যেভাবে আছে সেভাবেই এর প্রতি ঈমান রাখতে হবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এ ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) বলেছেন, দুনিয়ায় কারো কাছে কিছু পাওনা থাকলে যেমন কঠোরতার সাথে তা দাবী করা হয়, অনুরূপভাবে সেদিন ঈমানদারগণও তাদের জাহান্নামী ভাইদের জন্য আল্লাহ তাআ'লার কাছে খুব জোরাল দাবী জানাবেন। আর পার্থিব দাবীর চেয়ে সে দাবী খুবই জোরাল হবে। ঈমানদারগণ যখন দেখবে যে, আমরা নাজাত লাভ করেছি, তখন আল্লাহ তাআ'লার কাছে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যারা গুনাহের কারণে জাহান্নামে পতিত হয়েছে, তারা আমাদের সাথে নামায আদায় করত, রোযা পালন করত এবং তারা হজ্জও পালন করত। (এখন তাদেরকে আপনি আমাদের সাথে জান্নাতে দাখেল করুন) তখন আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হবে, তোমরা যাকে যাকে চেন, তাকে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। অন্তর তারা সেই পরিচিত লোকদেরকে বের করার জন্য অগ্রসর হবেন। এ সময় তাদের দেহ জাহান্নামের আগুনে ভস্ম হওয়া নিষিদ্ধ করা হবে। সুতরাং জাহান্নাম থেকে তারা বিপুল সংখ্যক লোক বের করে আনবেন। এসব জাহান্নামী লোকদের কাউকে আগুন অর্ধনলা পর্যন্ত জ্বালিয়েছে, কাউকে হাঁটু পর্যন্ত জ্বালিয়েছে।

অতঃপর ঈমানদারগণ আল্লাহ তাআ'লার কাছে নিবেদন করবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যাদেরকে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কেউ-ই এখন জাহান্নামে নেই। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমরা পুনরায় জাহান্নামে প্রবেশ করে দেখ যে, যাদের অন্তরে একটি দিনার পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। একথার পর মুমিনগণ বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম হতে বের করে আনবেন। অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যাদেরকে বের করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের সবাইকেই আমরা বের করেছি। এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করে দেখ, যাদের অন্তরে আধাদিনার পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে আন। সুতরাং মুমিনগণ বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম হতে বের করবে আর বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তাদের কাউকেই জাহান্নামে রাখিনি, যাদেরকে বের করে আনার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, যাদের অন্তরে অণু পরমাণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান আছে, তোমরা তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যাদের অন্তরে অণু পরমাণু পরিমাণও ঈমান রয়েছে তাদের কাউকেই আমরা জাহান্নামে রাখিনি, সকলকেই বের করে এনেছি।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ফেরেশতাগণ শাফায়াত করেছে, নবী-রাসূলগণ শাফায়াত করেছেন, ঈমানদারগণও শাফায়াত করেছেন, এখন কেবল আরহামুর রাহিমীনই বাকী আছেন। একথা বলার পর আল্লাহ তাআ'লা

জাহান্নাম হতে তার কুদরতী হাত দ্বারা এক মুঠো লোক গ্রহণ করবেন। এদের মধ্যে এমন সব লোক হবে যারা কখনো কোন ভাল ও কল্যাণকর কাজ করেনি। (তাদের কাছে কেবলমাত্র ঈমানই ছিল গোপন সম্পদ) এরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে কয়লা সাদৃশ্য হবে। তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতের প্রথমাংশে প্রবাহিত একটি নহরে ফেলবেন। এ নহরটির নাম হলো নাহরুল হায়াত। (এ নহরে পড়ার পর তাদের দেহের রূপ-রং পরিবর্তন হয়ে যাবে। তারা এ নহর থেকে এমন অবস্থায় বের হবে যেন? একটি মোতি। তাদের কাঁধে একটি চিহ্ন থাকবে, যা দেখে জান্নাতীগণ বুঝবে যে, এরা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহে মুক্তিপ্রাপ্ত। এদেরকে আল্লাহ তাআ'লা কোন নেক আমল ছাড়া এবং পরকালের জন্য কোন কল্যাণমূলক কাজ করা ছাড়াই জান্নাত দান করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে বলবেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। সেখানে যত জায়গা তোমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, তা সবই তোমাদের জন্য। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা দুনিয়ার কোন লোককেই দান করেননি। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমাদের জন্য আমার কাছে এর চেয়েও অনেক উত্তম নেয়ামত আছে। তখন তারা আরজ করবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়েও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কি হতে পারে ? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে আমার সন্তুষ্টি। সুতরাং এখন থেকে তোমাদের প্রতি আমি আর কখনই অসন্তুষ্ট হব না।

—বোখারী, মুসলিম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

এ দীর্ঘকায় হাদীসে বলা হয়েছে যে, কুদরতী নলার নূর বিকশিত হওয়ার পর পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নলার নূর বিকশিত হওয়া এবং পুলসেরাত অতিক্রম করার মধ্যবর্তী সময় নূর বণ্টন হবে। কেননা, পুলসেরাত অতিক্রম করার জন্য নূর বণ্টন করা হবে। কিন্তু ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য নূর বিকশিত হওয়ার পূর্বেই নূর বণ্টনের কথা বর্ণনা করেছি।

এ হাদীস দ্বারা পুলসেরাত এবং তা অতিক্রমকারীদের অবস্থাটি পুরাপুরিভাবে অবগত হওয়া যায়। অন্যান্য বর্ণনায় এর চেয়েও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আর এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বাগ্রে আমিই আমার উম্মতসহ পুলসেরাত পার হব। সেদিন নবী রাসূলগণ ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। সেদিন নবী রাসূলদের কথা হবে শুধু– اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ –হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন! নিরাপদে রাখুন!

—বোখারী, মুসলিম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, জাহান্নামের উপর পুলসেরাত স্থাপন করা হবে, যা ধারাল তলোয়ারের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং পিচ্ছিল হবে।

—তারগীব তারহীব।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, মানুষ আপন আপন আমলসহ পুলসেরাত অতিক্রম করবে। যার যেমন আমল হবে, সে অনুযায়ী তার চলার গতিও হবে অনুরূপ দ্রুত বা ধীর। ধীরগতির লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছবে যে, কিছু সংখ্যক অতিক্রমকারী চোতর ঘষতে ঘষতে পথ চলবে।

—মুসলিম।

আর এক বর্ণনায় আছে, জাহান্নাম থেকে যেসব সাড়াশী উত্থিত হবে, তার এক একটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং তার আক্রমণ করার অবস্থা এমন হবে যে, একবারের আক্রমনে সে রাবীআ'হ ও মুদার গোত্রদ্বয়ের লোকদের চেয়েও বেশি লোক ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। —বায়হাকী, আত্তারগীব অত্তারহীব।

বিশ্বনবী (সঃ) সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলাবেন

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সমস্ত নবীদের উম্মতের তুলনায় আমার উম্মত এবং আমার তরীকা অনুসারীগণের সংখ্যা হবে সর্বাধিক। আর আমিই জান্নাতের দরজা খোলার জন্য প্রথম কড়া নাড়ব। —মুসলিম।

তিনি আরও বলেন, কেয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। জান্নাতের প্রহরী জিজ্ঞেস করবে, আপনি কে ? উত্তরে আমি বলব, আমি মুহাম্মদ (সঃ), তখন সে বলবে, আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরজা শুধু আপনার জন্য খোলব, আপনার পূর্বে আর কারো জন্য দরজা খোলব না। —মুসলিম।

নবী করীম (সঃ) আরও বলেছেন, আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের প্রহরীগণকে ডাকব। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা আমার জন্য জান্নাতের দরজা খোলে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমার সাথে থাকবে গরীব মুমিনগণ। আমি এটা গৌরব করার জন্য বলছি না। আমি আগের-পরের সমস্ত মানুষের চেয়ে আল্লাহ তাআ'লার নিকট অতিশয় সম্মানিত ও প্রিয় পাত্র। আমি এটা গৌরব প্রকাশের জন্য বলছি না। —তিরমিযী, দারেমী, মেশকাত।

মানুষ দলে দলে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে

জাহান্নামীগণকে ভর্ৎসনা করা এবং জান্নাতীগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

জাহান্নামের দরজাগুলো জেলখানার দরজার ন্যায় পূর্ব থেকেই বন্ধ থাকবে। আর জান্নাতের দরজাগুলো থাকবে পূর্ব হতেই উম্মুক্ত। কাফের মুশরেকগণকে ধাক্কিয়ে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে। যেহেতু কাফের-মুশরেকদের প্রকার ও শ্রেণী হবে বহুবিধ। তাই প্রত্যেক প্রকার ও শ্রেণীকে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করা হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন—

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا *

"যারা অবিশ্বাসী (শেষ বিচারের দিন) তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।" —সূরা যুমার- ৮ম রুকু।

কাফেরগণ জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে সমবেত হলে দ্বার উন্মুক্ত করে তাদেরকে সেথায় ঢুকিয়ে দেয়া হবে। আর জাহান্নামের দ্বাররক্ষী ফেরেশতা তাদের ভর্ৎসনা করে জিজ্ঞেস করবেন— তোমাদের কাছে কি কোন রাসূল আসেননি? তাদের তখনকার কথোপকথনকে কোরআন মজীদে নিম্নরূপ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে ঃ

"অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের দরজায় পৌছবে, তখন জাহান্নামের দরজাগুলো খোলা হবে। আর তাদেরকে জাহান্নামের প্রহরী বলবে, তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি এমন কোন রাসূল আগমন করেননি? যারা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত পাঠ করে শুনাতেন এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ হওয়া সম্পর্কে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতেন? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই এসেছিল। কিন্তু শাস্তির প্রতিশ্রুতি কাফেরদের প্রতি পুরাপুরিভাবে বাস্তবায়িত হল। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজাপথে প্রবেশ কর এবং তাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান কর। সুতরাং অহংকারীদের ঠিকানা খুবই খারাপ। —সূরা যুমার- ৮ম রুকু।

জান্নাতীদের প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا *

"যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করা হবে।" —সূরা যুমার- ৮ম রুকু।

ঈমান ও তাকওয়ার বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে। অর্থাৎ কারো ঈমান ও তাকওয়া বেশি ও পরিপক্ক হয়, আর কারো অপরিপক্ক ও দুর্বল হয়। এ কারণে মুমিনগণ ঈমান ও তাকওয়ার মানগত দিক দিয়ে আলাদা আলাদা এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। এদের সকল দলকেই ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য পূর্ব থেকেই জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করা থাকবে। জান্নাতের দরজায় পৌঁছার সাথে সাথেই জান্নাতের প্রহরী তাদেরকে চিরশান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা শুনিয়ে খোশ আমদেদ জানাবেন। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে—

"অবশেষে তারা যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে, আর জান্নাতের দরজাগুলো খোলা হবে। জান্নাতের প্রহরী তখন তাদেরকে খোশ আমদেদ জানিয়ে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং তোমরা সুখী হও, আর চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এ জান্নাতে প্রবেশ কর।" —সূরা যুমার- ৮ম রুকু।

আপন অনুসারীদের সামনে শয়তানের আত্মপক্ষ সমর্থন

দুনিয়াতে শয়তান তার দলবলসহ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সত্য পথ হতে সরিয়ে কুফরী ও শেরকির জালে আবদ্ধ করে, তাদের চরম ক্ষতি করেছে, কিন্তু কেয়ামতের দিন সে নিজকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলবে, তোমরা আমার কথা ও মন্ত্রণা শুনলে কেন? আমি তো তোমাদেরকে বাধ্য করিনি। তোমাদের উপর আমার তো কোন জোর-জবরদস্তী ছিল না। শয়তানের আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়ে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

"শেষ বিচারের দিন যখন সবার বিচার-ফয়সালা হতে থাকবে, তখন শয়তান বলবে, (আমার প্রতি দোষারোপ করা অন্যায়), কেননা, আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি সে প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচারণ করেছি। তোমাদের উপর আমার কোন জোর-জবরদস্তী ছিল না। কিন্তু আমি শুধু কেবল তোমাদেরকে দাওয়াতই জানিয়েছি। সুতরাং তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। অতএব তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কোর না বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। তোমরা যে, (দুনিয়ার জীবনে) আমাকে (আল্লাহ তাআ'লার সাথে) শরীক করতে, আমি তা অস্বীকার করছি এবং তোমাদের এ কাজে আজ আমি অখুশী। নিশ্চয় জালেমদের জন্য রয়েছে জ্বালাময়ী শাস্তি।" —সূরা ইবরাহীম- ৪র্থ রুকু।

শয়তানের এ বক্তব্যের অর্থ হল আমি তোমাদেরকে সত্য পথ হতে সরিয়ে খারাপ পথে এনেছি, বিভ্রান্ত করেছি, এটাই ছিল আমার কাজ। কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনলে কেন ? তোমরা নিজেরাই অপরাধী। নবী-রাসূলদের মুজিযা ও দলীল প্রমাণভিত্তিক দাওয়াত পরিত্যাগ করে আমার মিথ্যা ও বাতিল আহ্বানে তোমরা কেন কান দিলে? আমি তো হাতে ধরে জোর জবরদস্তীপূর্বক তোমাদেরকে কুফরী ও শেরক করতে বাধ্য করিনি। সুতরাং আমাকে এখন দোষারোপ করলে কোনই কাজ হবে না। তোমরা বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমরা একে অপরকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারব না। এখন চিরন্তন শাস্তি ভোগ করতেই হবে। দুনিয়ায় তোমরা আমাকে আল্লাহ তাআ'লার সাথে শরীক মনোনীত করেছিলে। এখন আমি সে সম্পর্কে তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।

শয়তানের এ ভাষণে কাফের মুশরেকদের মনে তখন কিরূপ অনুশোচনা হবে এবং আক্ষেপ প্রকাশ করবে তা সহজেই বুঝা যায়।

উম্মতে মুহাম্মদীই সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সংখ্যায় তারাই হবে সর্বাধিক

সহীহ্ মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমরা এ দুনিয়ায় সব উম্মতের শেষে এসেছি এবং কেয়ামতের দিন অন্যান্য মাখলুকের আগে

আমাদের বিচার-ফয়সালা হবে। তিনি অন্য হাদীসে বলেছেন, এখানে আমরা সর্বশেষে এসেছি এবং পরকালে আমরা সর্বাগ্রে থাকব। আর জান্নাতেও প্রবেশ করব সর্বাগ্রে। —মুসলিম, মেশকাত।

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জান্নাতীদের একশ' বিশটি কাতার হবে। তন্মধ্যে আশিটি কাতার হবে উম্মতে মুহাম্মাদীর। আর অবশিষ্ট চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য নবী-রাসূলদের উম্মতের। —তিরমিযী, দারেমী, মেশকাত।

হিসাবের কারণে ধনীদের জান্নাতে যেতে বিলম্ব হবে

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গরীব মুমিনগণ ধনী মুমিনদের চেয়ে পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। —তিরমিযী, মেশকাত)

নবী করীম (সঃ) আরো বলেন, আমি জান্নাতের দরজায় দণ্ডায়মান হয়ে দেখলাম যে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই গরীব লোক। আর ধনীরা হিসাব দেয়ার জন্য আটকে আছে। কিন্তু যারা জাহান্নামী হবে, তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে অনেক আগেই। আর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, সেখানকার অধিকাংশই হচ্ছে মহিলা। —বোখারী, মুসলিম।

উপরোক্ত হাদীসে নবী করীম (সঃ) মহাবিচারের দিনের একটি দৃশ্য তুলে ধরেছেন, যা তাঁকে পূর্বেই দেখান হয়েছিল। এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ধনী লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করতে অনেক বিলম্ব হবে। আর এটাও অবগত হওয়া যায় যে, অভাবী ও গরীব দুঃখী লোকেরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে যাবে। সেদিনই মানুষ বুঝতে পারবে অভাব অনটন ও দরিদ্রতার কি মূল্য। আমাদের এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল দরিদ্রতাই জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। দরিদ্রতার পাশাপাশি ঈমান ও নেক আমলও থাকা অনিবার্য। যারা অনাচারী ও খারাপ কাজ করে, এমন গরীবদের এটা কক্ষনো বুঝা উচিত নয় যে, আমরা নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ করব এবং আমাদের অনেক ফযিলত মহত্ত রয়েছে। পরকালে ফযিলত হবে নেক আমলের কারণে। হ্যাঁ, যাদের নেক আমল জান্নাত লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হবে, তারা দরিদ্রতার কারণে ধনীদের চেয়ে পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে যাবে। অনেক লোক আছে যারা অনাচারী ও খারাপ আমলকারী অথচ দরিদ্র এবং নামায-রোজার ব্যাপারে ও তারা খুব অমনোযোগী, গুনাহের সাগরে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে। এমন লোকেরা চরম ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আর উভয় জগতে দুর্ভাগ্যর জন্য জীবন যাপন করে চলছে।

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, দুর্ভাগাদের মধ্যে বড় দুর্ভাগা সে লোক, যে দুনিয়ায় অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে রয়েছে এবং পরকালেও তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। —হাকেম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন মানুষ হাশর ময়দানে সমবেত হবে। অতঃপর আহবান করা হবে, উম্মতের অভাবী ও দরিদ্র লোকেরা কোথায় ? তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কাজ করেছ ? তারা বলবে, আপনি আমাদের অভাব-অনটন ও দরিদ্রতায় নিপতিত করে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন, আর আমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলাম। (আপনার খুশীতেই খুশী ছিলাম) আপনি আমাদেরকে ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা না দিয়ে অন্যদের দিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমরা সত্য বলেছ। অতঃপর তাদেরকে অন্যান্যদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করান হবে। হিসাব-নিকাশের কাঠিন্যতা আরোপিত হবে ধনী ও ক্ষমতাশালীদের উপর।

সাহাবী(রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনগণ সেদিন কোথায় থাকবে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, তাদের জন্য নূরের আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তাদের ওপর পাহাড়ের চেয়েও বড় আকারে মেঘমালার ছায়া তৈরি করে দেয়া হবে। ঐ দিনটি ঈমানদারদের জন্য দিনের একটি ছোট অংশের চেয়েও কম হবে। —তাবরানী, ইবনে হেব্বান, ও আত্তারগীব অত্তারহীব।

জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে মহিলা ও ধনাঢ্য লোক

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তাতে অধিকাংশই হচ্ছে দরিদ্র ও অভাবী লোক। আর জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তাতে অধিকাংশ হচ্ছে মহিলা।

—বোখারী, মুসলিম।

আর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখলাম, সেখানে উচ্চ মর্যাদার লোক হচ্ছে গরীব মুহাজিরগণ এবং মুমিনদের নাবালক সন্তানগণ। আর জান্নাতে ধনাঢ্য লোক ও মহিলাদের সংখ্যা খুবই কম। এ সময় আমাকে বলা হল, জান্নাতের দুয়ারে ধনাঢ্য লোকদের হিসাব-নিকাশ নেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে পাক পবিত্র করা হচ্ছে। আর পার্থিব জীবনে মহিলাগণকে স্বর্ণ ও রেশমী পোশাক (আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর দ্বীন থেকে) অমনোযোগী করে রেখেছিল (এ কারণে জান্নাতে তাদের সংখ্যা কম)।
—ইবনে হেব্বান, আত্তারগীব অত্তারহীব।

ধন-সম্পদ হচ্ছে বিরাট এক বোঝা ও শাস্তির বস্তু –একথা স্মরণে রেখে, বৈধ পথে তা উপার্জন করা এবং তা থেকে আল্লাহ তাআ'লা ও বান্দার হক আদায় করা, আর গুনাহের কাজে ব্যয় না করা খুবই কঠিন কাজ। এ ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই ব্যর্থ হয়। ধন-সম্পদ হলে নিজের ইচ্ছায় বা সন্তান-সন্তুতি ও স্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সমাজের রসম-রেওয়াজের বশঃবর্তী হয়ে গুনাহের কাজে তা

ব্যয় করে। অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তিই হিসাব মত যাকাত আদায় করে না। যাদের প্রতি হজ্জ ফরজ হয়েছে, এমন হাজার হাজার লোক তা আদায় না করেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পাপার্জনের জন্য বহু স্থান রয়েছে, যাতে তারা অকাতরে সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং জাহান্নামে ধনীদের সংখ্য বেশি হওয়া এবং হিসাবের কারণে জান্নাতে যেতে বাধাগ্রস্ত হওয়া কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।

জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণ ইতিপূর্বের হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোশাক ব্যবহার করে পরকালের কথা ভুলে যাওয়া এবং এবাদত-বন্দেগী হতে গাফেল হওয়া। নারীগণ পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের জন্য স্বামীকে হারাম পন্থায় রোজগার করতে, ঘুষ খেতে, ঋণ করতে বাধ্য করে থাকে। আর সেসব পোশাক ও অলংকার পরিধান ও প্রদর্শনী করে বেড়ায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একই পোশাক পরিধান করতে লজ্জা অনুভব করে। গলায় কণ্ঠহার পরিধান করে, গরমের অজুহাত দেখিয়ে গলা ও বুক উলংগ করে বেড়ায়। কোন কোন সময় অলংকারের ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করে। নিজের অলংকার খুব চমৎকার হওয়ার জন্য গৌরবও করে। নিজের অলংকারের প্রদর্শনী করে বেড়ানো বিরাট গুনাহের কাজ। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে মহিলা অপরকে প্রদর্শনীর জন্য অলংকার পরিধান করে, সে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। —আবু দাউদ, নাসাঈ, মেশকাত।

যে অলংকার হারাম উপার্জনের অর্থ দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে, তা শাস্তির কারণ হওয়া সুস্পষ্ট। কিন্তু হালাল উপার্জন দ্বারা যে অলংকার ক্রয় করা হয়, তার যাকাত যেমন সে মহিলা আদায় করে না, অনুরূপ তার স্বামীও আদায় করে না। যে সম্পদে যাকাত দেয়া হয় না, পরকালে তা শাস্তিতে রূপান্তরিত হবে। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে,

নারীগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা বেশি হবে কেন? নবী করীম (সঃ) বললেন, কারণ তোমরা কথায় কথায় খুব অভিশাপ দাও এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হও। —বোখারী, মুসলিম।

জান্নাতীদেরকে জাহান্নাম এবং জাহান্নামীদেরকে জান্নাত দেখান হবে

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদেরকে জাহান্নামের সে স্থানটি দেখান হবে, যে স্থানটি খারাপ আমল করার কারণে তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কারণ এটা করা হলে তারা খুব বেশি বেশি শোকরিয়া আদায় করবে। আর যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদেরকেও জান্নাতের সে স্থানটি দেখানো হবে যে স্থানটি পুণ্যময় আমল করার কারণে তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। এতে তারা খুব বেশি অনুশোচনা করবে ও মনে কষ্ট পাবে। —বোখারী, মেশকাত।

জান্নাত ও জাহান্নাম দু'টোই পরিপূর্ণ করা হবে

শেষ বিচারের পর আল্লাহ তাআ'লা জান্নাত ও জাহান্নামের কোন স্থান খালি রাখবেন না, দু'টোই পুরোপুরিভাবে ভর্তি করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَئْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ *

"যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ ? সে বলবে, আরো কিছু আছে কি ? —সূরা ক্বাফ- ৩য় রুকু।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, জাহান্নামে জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে, আর জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরও আছে কি ? অবশেষে আল্লাহ তাআ'লা তার কুদরতী পা জাহান্নামের উপর রাখলে জাহান্নাম সংকুচিত হয়ে যাবে, আর বলবে আপনার ইজ্জত ও সম্মানের কসম! আমার যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু জান্নাতীদের সবাইকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পরও জান্নাতের অনেক স্থান খালি থাকবে। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লা নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে খালি জায়গায় তাদেরকে বসবাস করতে দেবেন। —বোখারী, মেশকাত।

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআ'লা জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়কে পুরোপুরিভাবে ভর্তি করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। —বোখারী, মুসলিম।

জাহান্নামের কোন স্থান খালি থাকলে তা পূরণ করার জন্য নতুন কোন মাখলুক সৃষ্টি করা হবে না। কেননা সে মাখলুক তো হবে নিরাপরাধী। বোখারী মুসলিম) কিন্তু জান্নাতের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে সেখানে তাদেরকে বসবাস করতে দিয়ে আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।

আমাদের জনৈক বুযুর্গের কাছে এক লোক বলল, তারাই তো খুব আনন্দ লাভ করবে, যারা সৃষ্টি হওয়ার পরপরই জান্নাতে যাবে। বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, তারা কোনই আনন্দ পাবে না। কারণ দুনিয়ায় এসে তারা কোন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেনি। সুখ-শান্তির স্বাদ তারাই অনুভব করে, যারা দুঃখ করার পর সুখ ভোগ করে।

হাশর দিবসের স্থায়ীত্ব

হাশর বা শেষ বিচারের দিনটি হবে খুবই দীর্ঘ। হাদীসে বলা হয়েছে, কেয়ামতের স্থায়িত্বের পরিমাণ হবে (পার্থিব দিবসের) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (মুসলিম) অর্থাৎ প্রথমবার শিঙ্গায় ফুক দেয়া হতে শুরু করে জান্নাতীদের জান্নাতে গমন এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে পৌঁছা পর্যন্ত সময়টি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের দীর্ঘ কাল। সুবহানাল্লাহ! কত বড় দিন। সেখানে থাকবে না কোন ঘরবাড়ি, থাকবে না পাহাড়-পর্বত, থাকবে না কোন গাছপালা। সূর্য হবে অতি

নিকটবর্তী। প্রচণ্ড গরমের কারণে দেহ থেকে ঘামের স্রোত বের হবে। সেদিনটি সম্পর্কে চিন্তা করার লোক কোথায়? আরশের ছায়ায় স্থান গ্রহণের জন্য বেশি বেশি নেক আমল করা প্রয়োজন। সেদিন যারা আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করবে, তাদের তালিকা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেয়ামতের এত বড় বিরাট দিনটি কাফেরদের জন্য খুব কঠিন ও দুঃখময় হয়ে দাড়াবে। কিন্তু মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ তাআ'লা সে দিনকে খুব সহজ করে দিবেন।

কেয়ামতকে মুমিনদের জন্য সহজকরণ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলুন কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে কিভাবে দণ্ডায়মান থাকা যাবে। যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

অর্থাৎ সেদিন মানুষ সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআ'লার জন্য দণ্ডায়মান থাকবে। প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, মুমীনদের জন্য এদিনকে এমনভাবে সহজ করে দেয়া হবে যে, দিনটি এমনভাবে অতিবাহিত হবে, যেন এক ওয়াক্ত ফরজ নামায আদায় করছে। —বায়হাকী, মেশকাত।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) আরো বলেন, নবী করীম (সঃ)-এর কাছে সে দিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যে দিনের স্থায়িত্ব হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। বলা হয় এত বড় বিরাট দিন কোথায় কিভাবে হবে এবং কিভাবে অতিবাহিত হবে? উত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, সে মহান সত্তার নামের শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। নিঃসন্দেহে সে দিনটি মুমিন লোকের জন্য এত সহজ হবে যে, দুনিয়ায় যে ফরয নামায আদায় করা হত, তার চেয়েও হালকা ও ক্ষণস্থায়ী হবে। মুমিনদের জন্য এত বড় দিনটি খুব সহজেই অতিবাহিত হয়ে যাবে।

মউতের মৃত্যু

কাফের মুশরেক ও মুনাফেকগণ জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। সেখানে তারা কখন মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তাদের শাস্তিও কিছুমাত্র হালকা করা হবে না। যেমন সূরা ফাতির এ বলা হয়েছে–

"যারা কাফের তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের প্রতি আদিম ফয়সালা আরোপ হবে যে, তারা মৃত্যুবরণ করবে, না তাদের উপর হতে শাস্তি কিছুমাত্র লাঘব করা হবে। আমি প্রত্যেক কাফের ব্যক্তিকে এভাবেই প্রতিদান দেব।" —সূরা ফাতির, ৪র্থ রুকু।

যেসব গুনাহগার মুসলমান জাহান্নামে যাবে, তাদের শাস্তিভোগের মেয়াদ পূরণ হওয়ার পর অথবা শাফায়াত দ্বারা তারা মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতে প্রবেশ করার পর সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। জান্নাতে কারো মৃত্যু ঘটবে না এবং সেখান থেকে কাউকে বের করা হবে না, আর কেউ বের হতেও চাইবে না। আল্লাহ বলেন ঃ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا "তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে, সেখান থেকে তাদেরকে কখন বহিস্কার করা হবে না।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে, তখন মউতকে উপস্থিত করা হবে। তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে এনে জবাই করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষক উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে বলবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না।। হে জাহান্নামীগণ! তোমাদেরও আর কোন মৃত্যু নেই। এ ঘোষণায় জান্নাতীদের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাবে, আর জাহান্নামীরা মর্মজালা অনুভব করবে। —আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা মরিয়মের আয়াত وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় বলেন, মউতকে দেহাকৃতি দান করে উপস্থিত করা হবে। তখন তা দেখতে মনে হবে যেন তা একটি সাদা দুম্বা, যার দেহে কালো দাগও থাকবে। তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান করানো হবে। অতঃপর জন্নাতীদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তা শোনে তখন তারা মাথা উত্তোলন করে তাকিয়ে দেখবে। অতঃপর জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলা হবে হে জাহান্নামীগণ! তখন তারাও মাথা উত্তোলন করে তাকিয়ে দেখবে। অতঃপর জাহান্নামীগণকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি এ প্রাণীটিকে চেন? জওয়াবে তারা বলবে, হ্যাঁ চিনি– এ হচ্ছে মউত। এর পর সকলের সম্মুখে প্রাণীটিকে শোয়ায়ে জবাই করা হবে, যাতে সবাই জানতে পারে যে, আর কখনো কারো মৃত্যু হবে না। তখন জান্নাতীগণ খুবই খুশী হবে এবং তাদের মনে খেলতে থাকবে আনন্দের ঢেউ। আল্লাহর পক্ষ হতে জান্নাতীগণ চিরঞ্জীব হওয়ার ফয়সালা না থাকলে জান্নাতীগণ তখন অত্যধিক খুশীর কারণে মারা যেত। আর জাহান্নামীগণ চিরজীবন জাহান্নামে অবস্থানের ফয়সালা না থাকলে, অত্যধিক শোকে-দুঃখে তারাও মারা যেত।
—তিরমিযী।

আরাফের অধিবাসী

জান্নাত এবং জাহান্নামবাসীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রাচীর থাকবে। সে প্রাচীর অথবা তার উপরিভাগের নাম হচ্ছে আরাফ। আরাফের সে স্থানে অস্থায়ীভাবে সেসব মুসলমানকে রাখা হবে, যাদের পাপ ও পুণ্য ওজনে সমান

সমান হয়েছে। আরাফের উপর হতে তারা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদেরকে দেখতে ও চিনতে পারবে। আর সেখানে অবস্থান করে উভয় দলের সাথেই তারা কথাবার্তা বলবে। এ বিষয়ে সূরা আরাফে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

"আর এ উভয় দলের মধ্যখানে একটি প্রাচীর থাকবে। (এ প্রাচীর বা এর উপরিভাগকে আরাফ বলা হয় এবং সেখান থেকে সব জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে দেখা যাবে।) অনেক লোক সে আরাফের উপর অবস্থান করবে। (যাদের নেকী বদী সমান সমান হবে) তারা প্রত্যেক দলের লোককে (অর্থাৎ জান্নাতী ও জাহান্নামীগণকে) তাদের ললাটের নিদর্শন দ্বারা চিনতে পারবে। (সে নিদর্শন হল জান্নাতীদের মুখমণ্ডলে নূরের বিকাশ, আর জাহান্নামীদের মুখমণ্ডলে কালো অন্ধকারের বিকাশ।) আরাফের অধিবাসীরা জান্নাতীগণকে ডেকে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অথচ তারা এখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি বরং প্রবেশের আশা পোষণ করছে। পরে তাদের আশা পূরণ করা হবে।
—সূরা আরাফ– ৫ম রুকু।

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন– "আর যখন আরাফবাসীর দৃষ্টি জাহান্নামীদের প্রতি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! জালেম সম্প্রদায়ের (কাফের মুশরেক ও মুনাফেকদের) সাথে শাস্তিতে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবেন না।" —সূরা আরাফ– ৫ম রুকু।

উক্ত সূরায় আল্লাহ তাআ'লা আরাফবাসীগণ কর্তৃক জাহান্নামীদেরকে ভর্ৎসনা করার আলোচনায় বলেছেন। "আর আরাফের অধিবাসীগণ (জাহান্নামের) সেসব লোকদেরকে উচ্চস্বরে ডাকবে, যাদেরকে তারা ললাটের নিদর্শন দ্বারা চিনতে পারবে। তাদেরকে বলবে, তোমাদের বিরাট দলীয় আধিপত্য এবং তোমরা যে নিজদেরকে খুব বড় মনে করতে তা আজ কোনই কাজে আসল না। এখন ঐ সব (জান্নাতীদের প্রতি) লক্ষ্য কর, যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করে বলতে, তারা কক্ষনই আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারবে না। (অথচ তাদেরকে বলা হয়েছে) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই, শঙ্কা নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। —সূরা আরাফ– ৬ষ্ঠ রুকু।

জান্নাত ও জাহান্নামকে আল্লাহ তাআ'লা নির্ধারিত করে রেখেছেন। মানুষের আমলের প্রতিদান দেয়ার জন্য । জান্নাতে প্রবেশ করাই হল মানব জীবনের আসল সাফল্য। আর জাহান্নামে যাওয়া হচ্ছে আসল ক্ষতি ব্যর্থতা ও। এরচেয়ে বড় ক্ষতি ও ব্যর্থতা আর কিছুই থাকতে পারে না। এ পার্থিব জগতে মানুষ সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি ও সাফল্যজনক জীবন যাপনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, আর বিভিন্ন কাজে সাফল্য লাভ করার জন্য হাসি মুখে বিরাট বিরাট বিপদ ও দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নেয়। আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে তাঁর নবী-রাসূল এবং

কিতাবের মাধ্যমে হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, বিচার-ফয়লাসা, মিযান ও পুলসেরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা, আসল লাভ-লোকসান এবং বাস্তব ও মূল সাফল্য কোথায় ও কি কি কাজে নিহিত সে সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

পুণ্য ও নেক আমলের প্রতিদান এবং বদ আমল ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে সংক্ষেপ ও বিশদভাবে অবহিত করে পুণ্যময় কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত ও তা'কিদ করা হয়েছে। দুনিয়ায় প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন কাজে পরিশ্রম ও চেষ্টা-তদবীর করে থাকে। পুণ্যময় ও খারাপ সব কাজেই তারা প্রচেষ্টা চালায়, জান-মাল ও সময় ব্যয় করে। যারা জীবনের সর্বোত্তম পুঁজি জান ও মালের সম্পদকে জাহান্নামের কাজে ব্যয় করে সর্বাধিক ক্ষতিকে গ্রহণ করে নেয়, তার চেয়ে বড় দুর্ভাগা আর কেউ নেই। সবাকেই মরতে হবে, কিন্তু যারা জান্নাত লাভের জন্য জীবিত থাকে ও জীবন দান করে, সে-ই হল সফলকাম। সে-ই জীবনকে সঠিক মূল্যায়ন করে আসল লক্ষ্যবিন্দুতে উপনীত হতে পারে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কেয়ামতের দিনই তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে-ই সাফল্য লাভ করেছে। পার্থিব জীবন প্রতারণাময় সম্পদ ছাড়া আর কিছু নয়।"

—সূরা আল ইমরান– রুকু ১৯।

আল্লাহ তাআ'লা যখন হযরত আদম ও (আ)-কে দুনিয়ায় পাঠালেন, তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, যে আমার হেদায়েত ও পথ প্রদর্শন অনুযায়ী চলবে সে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং ব্যর্থ ও দুর্ভাগা হবে না। তিনি এও বললেন, যারা আমার বিধান অনুসরণ করে চলবে তাদের জন্য কোন ভয়-ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিত ও দুঃখিতও হবে না। কিন্তু যারা আমার বিধান ও হেদায়েতকে মিথ্যা মনে করবে এবং অস্বীকার করবে, তারা হবে জাহান্নামী, তাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। সূরা ত্বাহার সপ্তম রুকুতে এবং সূরা আলে ইমরানের চতুর্থ রুকুতে এ ঘোষণা বিদ্যমান।

যারা দুনিয়ার জীবনে এ ঘোষণাকে সঠিকভাবে কান দিয়ে শুনেছে এবং আল্লাহ তাআ'লার বিধানকে অনুসরণ করেছে। নিঃসন্দেহে এখানে সে কখনো বিভ্রান্ত হবে না এবং পরকালেও ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ও হেদায়েতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর বিধানকে অলীক ও মিথ্যা মনে করে। সে জাহান্নামে পৌঁছেই নিজের কর্মের প্রতিদান লাভ করবে।

আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

চক্ষুসমানদের জন্যই রয়েছে সফলতা

সুধী পাঠক মণ্ডলী! এ গ্রন্থ দ্বারা পরকাল ও কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়েছেন। কিন্তু অবগত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, এ থেকে শিক্ষা ও নসীহত গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। সাধারণত দেখা যায় যে, মানুষ শুধু জ্ঞান লাভের জন্যই পুস্তক অধ্যয়ন করে। তার বিষয়বস্তু আমল করার প্রতি তাদের কোন মনোযোগ থাকে না। অথচ অমনোযোগিতা ও পাপাচার হচ্ছে ধ্বংসে পথ। পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটি কিভাবে কাটবে সে বিষয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। সেদিন নিজে নিজে লজ্জিত হবে, কর্মের হিসাব নিকাশ হবে, আমল ওজন হবে, কাউকে ডান হাতে এবং কাউকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সূর্য অতি নিকটবর্তী হবে, আকাশ ও পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটবে, পাহাড়-পর্বত, ধুনা তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে, দালান-কোঠা, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিলীন হবে। কেবল দেখা যাবে বালুকাময় ময়দান। মানুষ বলতে থাকবে– বাঁচাও, বাঁচাও। নিকটাত্মীয়গণ একে অপর থেকে দূরে সরে যাবে। মানুষের পাওনা ঋণ ও যাবতীয় হক পূণ্য দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে তারা জান্নাতী হবে। আর যারা বাম হাতে আমলনামা লাভ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। এসব অবস্থাসমূহ সামনে রেখে এ পুস্তক বারবার অধ্যয়ন করা উচিত, যাতে বিশদভাবে বিবরণটি উপলব্ধি করা যায়। নিজেরা পাঠ করবেন এবং পরিবারের লোকজনদেরকে সমবেত করে আলোচনা করবেন, বিভিন্ন মজলিস-মাহফিল ও বৈঠকে পাঠ করে শুনাবেন। তবে পুস্তক পাঠের অন্তরালে থাকবে নসীহত গ্রহণ করা। বারবার চিন্তা করবেন যে, আমরা জীবনের গাড়িটি যে অবস্থায় পরিচালিত করছি, পরকালে নাজাত লাভের জন্য সে অবস্থা যথেষ্ট কি না ? নিজের বর্তমান আমলের বদৌলতে কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করতে পারব কি না ? আমরা কি হাউজে কাওছারের কাছে উপনীত হবার এবং রাসূলে করীম (স)-কে মুখ দেখাবার যোগ্য হতে পেরেছি ? অল্প-বেশি যা কিছু পুণ্য লাভ করেছি, তা জুলুমের কারণে বা অন্যের পাওনা পরিশোধ করণে শেষ হয়ে নিজে শূন্য হাতে দন্ডায়মান থাকি কি না সে ব্যাপারটাও চিন্তা করা উচিত।

কেউ হয়ত দুনিয়ায় বিচারক পদে আছেন, কেউ সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত, কেউ চীফ জাস্টিজ, হাই কোর্টের বিচারক। এরা সবাই সরকারী কর্মচারী। মানুষের রচিত ও প্রণীত অনৈসলামী আইন-কানুন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করেন। আর শরীয়তের আইনকে রাখেন দূরে সরিয়ে। সুখানন্দ অনুভব করে স্বদেশ, সাম্প্রদায়িক, ভাষাগত গোড়ামীর দৃষ্টিকোণে অত্যাচারমূলক বিচার

করেন। স্বদেশ, নিজ সম্প্রদায় ও একই ভাষাভাষী হওয়ার কারণে মজলুমের বিপক্ষে জালেমের পক্ষে রায় ঘোষাণা করে বিচারকগণও জুলুমের অংশীদার হয়ে মজলুমের উপর অধিক জুলুম চালায়। মিথ্যা দাবী ও অপবাদকে ভিত্তি করে শাস্তি দেয়। এসব জুলুমের পরিণতি পরকালে কি হবে ? এসব বিষয় রাজা, বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী কেউ কোনই লক্ষ্য করেন না। শাসক ও বিচারকদের সামনে হাত কড়া দিয়ে মানুষকে উপস্থিত করা হয়। দুনিয়ার বহু বিষয়ে বিচার-ফয়সালা করে, কিন্তু নিজের বিচার ফয়সালার ব্যাপারে থাকেন সম্পূর্ণ উদাস। প্রতিদান দিনের মহাবিচারকের সম্মুখে রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, জালেম-মজলুম সবাইকেই দণ্ডায়মান হতে হবে। সেখানে সূক্ষ্মভাবে ন্যায় বিচার করা হবে। যারা দুনিয়াতে অনৈসলামী বিচার-ফয়সালা করে সুখ গ্রহণ করেছেন, জালেমগণকে মামলায় জিতিয়েছেন, মহা বিচারের দিন এসব বিচারকেরও বিচার করা হবে। যেসব মজলুম লোকের বিপক্ষে রায় দেয়া হয়েছে, সেদিন তাদের অনেকেই হয়ত মুক্তি লাভ করবে। আর বিচারকগণের হাতে পড়বে সেদিন লোহার কড়া।

দেশে বিভিন্ন পদের জন্য নির্বাচন হয়, গীবত শেকায়েত চলতে থাকে অবাদে। একে অপরের নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে বেড়ায়। পত্রিকার অফিসে বসে নানা প্রকার মিথ্যা খবর রচনা করে তা প্রকাশ করা হয়। বিরোধী পক্ষকে এবং তাদের সহযোগীদেরকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়। এসব জুলুমের পরিণতির ফল পরকালে কি হবে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অমনোযোগী।

দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্য, সুমিষ্ট মিথ্যা স্বার্থ খুবই পছন্দনীয় ও প্রভাবিত বিষয়। অন্যায়ভাবে ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্তাকে অসন্তুষ্ট করে পত্র পত্রিকায় ছবি প্রকাশ করে, রেডিও-টিভিতে সাক্ষাৎকার দান করে মনে করে যে, আমি খুবই সফল হয়েছি, আমার জীবনটি খুবই সার্থক। এহেন পার্থিব সাফল্যের ধোঁকায় তারা পরকালের হিসাব প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর থাকে। নিজের সন্তানদেরকেও গুনাহের পথে পরিচালিত করে। তারা যেন দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ বিলাসে অচেতন ও বেহুঁশ হয়ে আছে। মৃত্যুর পরের শাস্তির জন্য যেন নিজেকে ও সন্তানদেরকে প্রস্তুত করে রাখছে। অন্যায় ও পাপাচারী পন্থায় অর্জনকৃত ধন-সম্পদ, পদ, যশখ্যাতি এবং মানুষের উপর কৃত জুলুম-অত্যাচার, অবিচার, পরকালে যখন শাস্তির রূপরেখায় প্রকাশ পাবে, তখন তারা বলবে- مَا اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَهْ আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না, আমার রাজত্ব, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সবই বিফল হল।

এ দুনিয়ায় নিজের হিসাব নিজে করুন, তা হলে পরকালেও নিজের হিসাব নিজে করতে পারবেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার কণ্ঠহার বানিয়ে রেখেছি। মহাবিচারের দিন তার আমলনামা (কর্ম তালিকা) তার জন্য তারই সম্মুখে খুলব। তখন সে তা খোলা অবস্থায় দেখবে। তাকে বলা হবে তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজকের দিনে তুমি নিজেই নিজের হিসাব করার জন্য যথেষ্ট।

যে লোক এ দুনিয়ায় নিজের হিসাব নিজে করেছে, পরকালে তার হিসাব হবে সহজ। কেননা যে ব্যক্তি এখানে নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ করে, সে গুনাহের কাজ বর্জন করতে থাকবে। ফরজ ও ওয়াজিব কর্মসমূহ খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করবে। আর অধিক মাত্রায় নফল এবাদতে থাকবে নিমগ্ন। পুণ্যময় কর্মের অভাবে পরকালে মানুষ কঠিন বিপদগ্রস্ত হবে। অতএব পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটির কথা একটু ধ্যান করুন। সে দিনের অবস্থার কথা স্মরণ করুন। নিজের অবস্থা ও আমলের প্রতি লক্ষ্য করুন। তারপর বিচার করুন আমাদের জীবনটি কি সাফল্যময় জীবন, না পরকালে কঠিন শাস্তির পতিত জীবন? ? বারবার হিসাব করুন এবং চিন্তা করুন। মনকে একটু ঝাঁকি দিয়ে তার কাছে জিজ্ঞেস করুন আগামী পরকালের জন্য আপনি কি প্রস্তুতি নিয়েছেন। এখানে যদি নিজের হিসাব নিজে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে মনকে বুঝিয়ে গুনাহের কর্ম থেকে তাওবা করাতে পারেন এবং বার বার তাওবা ও গুনাহের কাজ বর্জন করতে থাকেন, আর আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করতে থাকেন। তাহলে আশা করা যায় যে, পরকালে মহাবিচারের দিন আপনি সাফল্য লাভ করবেন। আর দয়াময় আল্লাহ তাআ'লা বিনা হিসাবে অথবা সহজ হিসাবের পর জান্নাতে পাঠাবেন।

কিন্তু যদি অমনোযোগী হন, নফসকেই আপনার পরিচালক মনোনীত করেন এবং নফসের কথামত চলেন, তাহলে কেয়ামতের দিন সাফল্যের আনন্দ ও স্বাদ শাস্তির আকারে প্রকাশ পাবে। সচেতন মানুষ তারাই, যারা মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য চিন্তা-ফিকির করে। নফসের আবেদন ও আহবানকে পদদলিত করে গুনাহের কর্ম থেকে দূরে থাকে। আর নফসকে পুণ্যময় কর্মে অভ্যস্ত করে তোলে। খুব ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন, চিন্তা-ভাবনা করা, উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে মুসলমানের চরিত্র। অমোনযোগী হওয়া, গাফেল হওয়া ও পাপাচারে লিপ্ত থাকা মুসলমানের কাজ নয়। নিজকে ও পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের অনলকুণ্ড হতে বাঁচান। যার মন আছে এবং সঠিকভাবে কান দিয়ে শুনেন, তার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। এতেই সে নসীহত গ্রহণ করে, নিজের জীবনকে পরকালমুখী করে তুলবে। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

আহ্ওয়ালে জাহান্নাম বা দোযখের জীবন

দোযখের গঠন প্রকৃতি ও অবস্থার বিবরণ

দোযখের গম্ভীরতা ঃ

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দোযখের গভীরতা সম্পর্কে বলেছেন, একটি পাথর যদি দোযখের উপর থেকে ছাড়া হয়, তবে তা দোযখের তলদেশে পৌঁছাতে (গড়াতে গড়াতে) সত্তর বছর অতিবাহিত হবে।

—ইবনে হেববান, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবু হোবায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় একটি বস্তু পতিত হওয়ার শব্দ শুনতে পাই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমরা কি জান এ শব্দটি কিসের? আমরা বললাম, আল্লাহু তাআ'লা এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা হচ্ছে একটি পাথর নিক্ষেপের শব্দ। এ পাথর আল্লাহ তাআ'লা দোযখের মুখ থেকে তার তলদেশে পতিত হওয়ার জন্য ছেড়েছেন। এটি সত্তর বছর পর্যন্ত গড়াতে গড়াতে এখন দোযখের তলদেশে পৌঁছেছে, আর এ শব্দটি সেই পাথর নিপতিত হওয়ারই শব্দ। —মুসলিম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

দোযখের প্রাচীর ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, চারটি প্রাচীর দ্বারা দোযখ পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। এ প্রাচীরগুলোর প্রত্যেকটির প্রশস্ততা হচ্ছে চল্লিশ বছর পথ চলার দূরত্বের পরিমাণ। —তিরমিযী, মেশকাত।

অর্থাৎ দোযখের প্রাচীরগুলো এত মোটা ও প্রশস্ত যে, তার প্রশস্ততা অতিক্রম করতে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়।

দোযখের দরজাসমূহ ঃ

দোযখের দরজার বর্ণনায় কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ *

"তাদের জন্য এমন দোযখের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, যার বিরাট বিরাট সাতটি দরজা রয়েছে। আর প্রত্যেকটি দরজায় তাদের জন্য বণ্টনকৃত স্বতন্ত্র অংশ রয়েছে।" —সূরা হিজর– ৩য় রুকু।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে। তার মধ্যে একটি দরজা হচ্ছে তাদের জন্য, যারা আমার উম্মতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

—সুনানে তিরমিযী।

দোযখের স্তর ঃ

কোরআন মজীদের পূর্বে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে বয়ানুল কোরআনের লেখক বলেন, কোন কোন তাফসীরকারকের মতে সাতটি দরজা দ্বারা সাতটি স্তরের কথা বুঝান হয়েছে। সে স্তরগুলোতে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি বিদ্যমান। যে লোক যে ধরনের শাস্তির যোগ্য হবে, তাকে সে স্তরে প্রবেশ করান হবে। যেহেতু প্রত্যেক শ্রেণীর দরজা পৃথক পৃথক, এ কারণে সাত দরজার ব্যাখ্যায় সাত স্তর বলা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে— সাত দরজাই মর্মার্থ। উদ্দেশ্য হচ্ছে— দোযখে বিপুল পরিমাণ লোক প্রবেশ করবে, সে কারণে একটি দরজা যথেষ্ট নয়, তাই সাতটি দরজা নির্মাণ করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) হযরত আলী (রা)-এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি সাতটি দরজা সম্পর্কে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, দোযখের দরজাগুলো এভাবে অর্থাৎ উপরে নীচে বিন্যস্ত। ইবনে কাছীর হযরত আকরামা (রা)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সাত দরজা দ্বারা সাতটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, দোযখের নীচে ও উপরে সাতটি স্তর বা তলা রয়েছে এবং প্রত্যেক স্তরের জন্য রয়েছে, আলাদা আলাদা দরজা। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ *

অর্থাৎ মুনাফেকরা থাকবে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। এ আয়াতে প্রকাশ পায় যে, দোযখে বিভিন্ন স্তর থাকবে। তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় দোযখের সাতটি স্তরের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন (১) জাহান্নাম (২) লাজা (৩) হুতামা (৪) সাঈর (৫) সাকার (৬) জাহীম (৭) হাবীয়া। তাফসীরে দুররে মানছুরে ইবনে জারীজ থেকে এরূপ ক্রমিককেই উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা সা'বী তার তাফসীরে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় দোযখের স্তরসমূহের এভাবে ধারাবাহিকতা উল্লেখ করে সাথে সাথে প্রত্যেক স্তরের লোকদেরকেও চিহ্নিত করছেন। তিনি লেখেছেন ঃ (১) গুনাহগার মুমিনগণের জন্য হচ্ছে দোযখ (২) নাসারাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্য হচ্ছে লাজা (৩) কাফের ইহুদীদের জন্য হচ্ছে হুতামা (৪) সায়েবীনদের জন্য সাঈর (৫) অগ্নিপূজকদের জন্য সাকার (৬) মুশরেকদের জন্য জাহীম আর (৭) মুনাফিক এবং ফেরআউন ও তার বাহিনীর জন্য হচ্ছে হাবীয়া দোযখ।

কোন কোন সুধীজন উপরোক্ত স্তরসমূহে যারা প্রবেশ করবে, তাদের চিহ্নিত করেনে অন্য অভিমতও উল্লেখ করেছেন। তাই তাফসীরে রুহুল মায়ানী গ্রন্থকার لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ (আর প্রত্যেক দরজায় তাদের জন্য নির্ধারণকৃত অংশ রয়েছে।) আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এসব স্তরে অধিবাসীদেরকে চিহ্নিতকরণে অনুরূপ মতানৈক্য বিদ্যমান, যেরূপ স্তরগুলোর ধারাবাহিকতা নিয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান।

এসব স্তরের ধারাবাহিকতা এবং অধিবাসীদের চিহ্নিতকরণের উপর শরীয়তের কোন বিধান নির্ভর করে না। সুতরাং এজন্য খুব ঘর্মাক্ত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। দোযখের প্রত্যেক স্তরেই রয়েছে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি। তা যে কোন রূপরেখাতেই হোক না কেন। আমরা আল্লাহ তাআ'লার কাছে দোযখের এসব স্তরে প্রবেশ হওয়া থেকেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দোযখের আগুন ও অন্ধকার ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখকে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হলে তার আগুন লাল বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হলে তার আগুন কালো বর্ণ ধারণ করে। সুতরাং দোযখের আগুন বর্তমানে কালো বর্ণের অন্ধকার রাতের মত। —আত্তারগীব অত্তারহীব।

আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, দোযখের আগুনের শিখায় কোন উজ্জ্বলতা বা আলো নেই। —আত্তারগীব অত্তারহীব।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা যে আগুন বর্তমানে জ্বালাচ্ছ, তা হচ্ছে দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবীগণ বললেন, জ্বালানোর জন্য তো এটাই যথেষ্ট, তারপরও এত বেশী তীক্ষ্ণতার প্রয়োজন কি? নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমাদের কথা বাস্তব। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার আগুনের তুলনায় দোযখের আগুনের তেজ ও গরমী উনসত্তর ভাগ বেশী। —বোখারী, মুসলিম।

দোযখের শাস্তির অনুমান ঃ

হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখে সে ব্যক্তির শাস্তি হবে সবচেয়ে অল্প ও হালকা, যাকে আগুনের এক জোড়া জুতো আগুনের ফিতাসহ পড়ান হবে। যার ফলে পাতিলে পানি টগবগ করার ন্যায় তার মাথার মগজ টগবগ করে বিগলিত হয়ে ঝরতে থাকবে। আর সে ব্যক্তি মনে করবে যে, আমাকেই বুঝি সর্বাধিক শাস্তি দেয়া হয়েছে। অথচ তার শাস্তি হবে সবচেয়ে কম। —মেশকাত।

আর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন এমন এক দোযখীকে ধরে একবার দোযখে ঝুকানো হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সবচেয়ে অধিক আরাম ও ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন ছিল। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন নেয়ামত (শান্তির বস্তু) দেখেছ? তোমার কি কখনো শান্তি লাভের সৌভাগ্য হয়েছে? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামে কসম করে বলছি, আমি কক্ষনো শান্তি পাইনি। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন, কেয়ামতের দিন এমন এক জান্নাতীকে ধরে জান্নাতের উপর ঝুকানো হবে, যে দুনিয়ায় সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েছ ? তোমার কি কখনো কঠিনতর দুঃখ বেদনার মধ্যে দিন কেটেছে? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামে শপথ করে বলছি, আমি কখনও বিপদের সম্মুখীন হইনি এবং কোন দুঃখ-বেদনার মধ্যেও আমার জীবন কাটেনি। —মুসলিম।

দোযখের শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যখন খুব বেশি গরম অনুভব হবে তখন জোহর নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা গরমের প্রখরতা সৃষ্টি হয় দোযখের উত্তাপের ক্ষীপ্রতার কারণে। দোযখ তার প্রতিপালকের কাছে এ অভিযোগ করল যে, আমার উত্তাপ ও ক্ষীপ্রতা এমন বেড়ে গেছে যে, আমার কোন কোন অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে। সুতরাং আমার উত্তাপের প্রখরতা যাতে হ্রাস পায় সেজন্য আমাকে অবকাশ দিন। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা তাকে দু'বার শ্বাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন। একবার শীতের মৌসুমে, আর একবার গরমের মৌসুমে শ্বাস ছাড়তে বললেন। সুতরাং তোমরা যে প্রচণ্ড গরম অনুভব কর, তা হচ্ছে দোযখের গরমের প্রতিক্রিয়া (যা শ্বাস ছাড়ার কারণে বাইরে আসে।) আর তোমরা যে খুব বেশি শীত অনুভব কর, তা হচ্ছে দোযখের ঠাণ্ডার প্রতিক্রিয়া। —বোখারী, মুসলিম।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, প্রতিদিন দুপুরের সময় দোযখকে জ্বালিয়ে অগ্নিশিখায় পরিণত করা হয়।

আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, দোযখের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে সৃষ্ট দুনিয়ার সাধারণ একটু শীত ও গরমও আমাদের সহ্য হয় না, আর দোযখের আসল দহন ও ঠাণ্ডাকে আমরা কিভাবে সহ্য করব? হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি! শিক্ষা গ্রহণ করবে কি ?

পরিতাপের বিষয়! মানুষ দুনিয়ার গরম ও ঠাণ্ডা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কতইনা প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু দোযখের দহন (গরম ও ঠাণ্ডা) হতে বাঁচার জন্য কিছুমাত্রও চিন্তা করে না।

দোযখের ইন্ধন বা জ্বালানী ঃ

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ، وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ *

"হে ঈমানদারগণ! দোযখের আগুন থেকে নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে নিরাপদ রাখ। যে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" —সূরা তাহরীর- ১ রুকু।

উপরোক্ত আয়াতে পাথর দ্বারা কি বুঝান হয়েছে সে সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যে পাথর দোযখের ইন্ধন বা জ্বালানী হবে, তা হচ্ছে গন্ধকের পাথর। সে পাথর আল্লাহ তাআ'লা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনে নিকটবর্তী আকাশে সৃষ্টি করে রেখেছেন। এ পাথর কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। —হাকেম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

এ পাথর ছাড়াও সেসব পাথরমূর্তিকে দোযখের জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা হবে, যেগুলোকে কাফেরগণ পূজা-অর্চনা করত। যেমন কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ *

"হে মুশরিকগণ! অবশ্যই তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের পূজা করতে সেসব মা'বুদ সবাই দোযখে প্রবিষ্ট হবে।"—সূরা আম্বিয়া –শেষ রুকু।

দোযখের লাগাম ও তা টানার ফেরেশতা ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন– "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখকে সেদিন উপস্থিত করা হবে, যার সাথে থাকবে সত্তর হাজার লাগাম। আর প্রত্যেক লাগামের জন্য সত্তর হাজার করে ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, যারা তা টানতে থাকবে।" —মুসলিম।

আত্তারগীব অত্তারহীব গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, মনে করুন ঐ সময় ফেরেশতাগণ যদি দোযখের রশি ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রত্যেক পুণ্যবান ও পাপীগণকে সে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেবে।

দোযখের সাপ ও বিচ্ছু ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখে লম্বা গর্দান বিশিষ্ট উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ থাকবে। (তার বিষের তেজস্ক্রিয়া এমন হবে যে,) কোন একটি সাপ দংশন করলে দোযখী ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষক্রিয়া অনুভব করবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় সামান সজ্জিত খচ্চরের ন্যায় দোযখে বিরাট বিরাট বিচ্ছু রয়েছে। (তার বিষক্রিয়াও এত বেশি যে,) কোন একটি বিচ্ছু দোযখের কাউকে দংশন করলে সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকবে। —আহমদ, মেশকাত।

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ *

"আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানে শাস্তির পর শাস্তি বাড়িয়ে দেব।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আগুনের সাধারণ শাস্তি ছাড়াও তাদেরকে বাড়তি এ শাস্তিও দেয়া হবে যে, তাদের দংশনের জন্য বিচ্ছু মোতায়েন করা হবে। এ বিচ্ছুগুলোর দাঁত হবে লম্বা লম্বা খেজুরের ন্যায়।

—আত্তারগীব অত্তারহীব, আবু ইয়ালা ও হাকেম।

দোযখে মোতায়েন ফেরেশতাদের সংখ্যা ঃ

দোযখের কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাদের সংখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ অর্থাৎ দোযখে ঊনিশ জন ফেরেশতা মোতায়েন

রয়েছে। এ ঊনিশ জন ফেরেশতার প্রধান হচ্ছেন মালেক ফেরেশতা বাকী আঠার জন হচ্ছেন অন্যান্য কর্মকর্তা। যদিও দোযখীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট, কিন্তু বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেয়ার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য ঊনিশ জন ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়েছে।

দোযখের কর্মকর্তা ফেরেশতাদের আলোচনায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "দোযখে খুব কঠিন (হৃদয়) সুদৃঢ় (দেহী) ফেরেশতা মোতায়েন করা হয়েছে– যারা আল্লাহ তাআ'লার কৃত কোন নির্দেশ অমান্য করে না, বরং যা নির্দেশ করা হয় তাই তারা কার্যকরী করে।" —সূরা তাহরীম – ১ম রুকু।

তাফসীরে বয়ানুল কোরআন গ্রন্থকার তাফসীরে দুররে মানছুরের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখে নিয়োজিত প্রত্যেক ফেরেশতা সমস্ত মানব ও জ্বিন জাতির সমপরিমাণ শক্তির অধিকারী হবে।

দোযখের ক্রোধ, চিৎকার, উচ্চৈঃস্বর দোযখীদেরকে ডাকা এবং তাদেরকে সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করার বিবরণ

এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি। সে প্রত্যাবর্তনের স্থানটি খুবই খারাপ। যখন তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তার একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পাবে। তা এমনভাবে জ্বলে উঠবে যে, মনে হবে সে যেন গোস্সায় ফেটে পড়ছে। —সূরা মূলক–১ম রুকু।

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (র) তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে লিখেন, হয় আল্লাহ তাআ'লা দোযখকে এমন উপলব্ধি ও ক্রোধ দান করবেন যে, বাস্তবিকই যারা আল্লাহর গজব ও শাস্তির যোগ্য, তাদের প্রতি তারও ক্রোধ সৃষ্টি হবে। অথবা উপরোক্ত আয়াতে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝান হয়েছে যে, মনে হবে যেন দোযখ ক্রোধে ফেঁটে পড়ছে। সূরা ফুরকানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"সে যখন দূর হতে তাদেরকে দেখবে, তখন সে ক্রোধে এতটা ক্ষেপে উঠবে যে, তারা দূর হতেই তার ক্রোধের শব্দ ও জ্বালাগ্নির আওয়াজ শুনতে পাবে। আর যখন তাদের হাত-পা বেঁধে একটি শেলে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা কেবল মৃত্যুকেই ডাকতে থাকবে।" —সূরা ফুরকান– ২য় রুকু।

দোযখ যখন দোযখীদের থেকে একশ বছরের দূরত্বে থাকবে, তখনই তাদের প্রতি তার দৃষ্টি পড়বে। দেখামাত্রই সে ঘুরপাক খেতে থাকবে এবং তার থেকে ক্রোধের শব্দ বের হতে থাকবে, যা দোযখীগণ শুনতে পাবে। আর সে দোযখে তাদেরকে ফেলার পর দুনিয়ায় যেমন কোন বিপদে পড়লে মানুষ বলে হায়! আমি যদি মরে যেতাম! এভাবে তারাও মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। বলবে, হায়! মৃত্যু কোথায়? আমাদের মৃত্যু হোক। আমরা এ দহন ও মর্মজ্বালা আর সহ্য করতে পারছিনা।

ইবনে আবু হাতেম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) اذا راتهم আয়াতটি পাঠ করে দোযখের চোখ থাকার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। —ইবনে কাছীর।

দোযখ যদিও খুব খারাপ স্থান, তারপরও দোযখীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য খুব সংকীর্ণ স্থানগুলোতে রাখা হবে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, প্রাচীরে যেভাবে লোহা পোতা হয়, অনুরূপভাবে দোযখীদেরকেও দোযখে ঠাসাঠাসি ও গাদাগাদি করে ভরা হবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর।

সম্পদ জমাকারীদেরকে দোযখের আহ্বান ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ *

"দোযখ ঐসব লোকদেরকে নিজেই আহবান করবে, যারা দুয়িয়ায় সত্য গ্রহণ করা হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং সত্য না মেনে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আর যারা দুনিয়ায় ধন-সম্পদ জমা করে তা সংরক্ষণ করে রাখে ।"

—সূরা মাআ'রেজ– ১ম রুকু।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে উল্লেখ আছে, জীবজন্তু যেমন খাদ্য সন্ধান করে তা গলধকরণ করে, অনুরূপভাবে দোযখও হাশর ময়দান হতে সেসব লোকদেরকে দেখে দেখে কুড়িয়ে নেবে, যাদের দোযখে যাওয়া নির্ধারণ হয়ে আছে।

এ আয়াতে সম্পদ জমাকারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র)এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে সম্পদ জমাকরণ দ্বারা সেসব লোকদের কথা বুঝান হয়েছে, যারা সম্পদ জমাকরণে হালাল-হারামের প্রতি কোন দৃষ্টি রাখে না। আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে না। আব্দুল্লাহ ইবনে হাকীম (র) এ আয়াত পাঠ করার পর ভয়ের কারণে কখনো থলির মুখ বন্ধ করতেন না।

হাসান বসরী (র) বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি আল্লাহ তাআ'লার সতর্কবাণী শুনছ, তারপরও সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখছ?

—তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪র্থ খণ্ড ৪২১ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যার দুনিয়ায় কোন ঘর থাকে না, সে ঘর নির্মাণ করে; যার মাল থাকে না সে মাল অর্জন করে। আর দুনিয়ার জন্য সে লোকই ধন-সম্পদ পূঞ্জীভূত করে রাখে, যার বুদ্ধিজ্ঞান বলতে কিছু নেই।

—আহমদ, বায়হাকী, মেশকাত।

সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস বায়হাকী (র) শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে মারফুউ সনদে উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কারো মৃত্যু হলে ফেরেশতাগণ বলে, এ লোক পরকালের জন্য কি পাঠিয়েছে। আর মানুষ বলে এ লোক দুনিয়ায় কি রেখে গেছে? —মেশকাত, বায়হাকী।

দোযখের একটি বিশেষ গর্দান ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন দোযখ হতে এমন একটি গর্দান বের হবে, যার দু'টি চোখ থাকবে। সে চোখ দ্বারা সে দেখবে। দু'টি কান থাকবে, যা দ্বারা সে শুনবে। আর একটি মুখ থাকবে, যা দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলবে, আমি তিনজনকে শাস্তি দেয়ার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। তারা হল– (১) প্রত্যেক আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি (২) সেসব লোক যারা আল্লাহ তাআ'লার সাথে অন্য কাউকে অংশী সাব্যস্ত করেছে বা মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। (৩) মূর্তি নির্মাণকারী বা জীবজন্তুর ছবি অঙ্কনকারী। —তিরমিযী, মেশকাত।

দোযখে কারো মৃত্যু হবে না এবং কারো শাস্তি লাঘবও হবে না ঃ

দোযখে কাফেরদের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ *

"তাদের উপর থেকে শাস্তি কিছুমাত্রও লাঘব করা হবে না। তাতে তারা নিরাশ অবস্থায় থাকবে।" —সূরা যুখরুফ– ৭ম রুকু।

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا *

"তাদের প্রতি এমন কোন ফয়সালাও হবে না, যার ফলে তাদের মৃত্যু হয় এবং তাদের উপর থেকে দোযখের শাস্তি কিছুমাত্রও হালকা করা হবে না।"

—সূরা ফাতির– ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ দোযখে এমনটি হবে না যে, শাস্তিতে থাকতে থাকতে অবশেষে তাদের মৃত্যু হবে এবং শাস্তি হতে চিরমুক্তি পাবে। বরং সেখানে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট, বেদনা ও মর্মজ্বালার মধ্যেই তারাা চিরকাল জীবিত থাকবে।

হাদীসে আছে, জান্নাতীরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করার পর এবং দোযখীরা দোযখে পৌছার পর যখন বাইরে আর কোন মানুষ থাকবে না, তখন দোযখ ও জান্নাতের মধ্যবর্তী প্রাচীরের উপর মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর ভেড়াটিকে জবাই করা হবে। তখন জনৈক ঘোষক উচ্চৈস্বরে ঘোষণা দেবে যে, হে জান্নাতীগণ! এখন থেকে তোমাদের আর কখনো মৃত্যু ঘটবে না, তোমরা চিরঞ্জীব। এ ঘোষণা শুনে জান্নাতীদের খুশী ও আনন্দের কোন সীমা থাকবে না। আর দোযখীদেরকেও অনুরূপভাবে ঘোষণা দিয়ে বলা হবে– এখন থেকে তোমাদের আর কখনো মৃত্যু ঘটবে না। এ ঘোষণায় দোযখীদের মনে দুঃখ ও বেদনার কোন অন্ত থাকবে না।

দোযখের আওয়াজ, আরো আছে কি ?

আল্লাহ তাআ'লা দোযখের জিজ্ঞাসা সম্পর্কে বলেন ঃ

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ *

"যেদিন আমি দোযখকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পরিপূর্ণরূপে ভর্তি হয়েছে ? তখন সে বলবে, আরো কিছু আছে কি?" —সূরা কাফ- ৩য় রুকু।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখীদেরকে যতই দোযখে ফেলা হবে, দোযখ ততই বলতে থাকবে, আরো কিছু আছে কি ? সমস্ত দোযখীদেরকে ভর্তি করার পরও দোযখের উদর পূর্তি হবে না। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লার কুদরতী পা দোযখের উপর রাখলে দোযখ সংকুচিত হয়ে যাবে আর বলবে, আপনার ইজ্জত ও দয়ার অসীলা দিয়ে বলছি, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।" —বোখারী, মুসলিম, মেশকাত।

ধৈর্যধারণেও শাস্তি হতে মুক্তি মিলবে না ঃ

দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে ধৈর্যধারণ করার পর আরাম ও শান্তি লাভ হয়। কিন্তু দোযখীরা ধৈর্যধারণ করলেও তাদের শাস্তি সামান্য পরিমাণে হ্রাস হবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

"তোমরা দোযখে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। অর্থাৎ এতে কোনই ফলোদয় পাবে না। তোমরা যেরূপ কাজ করতে তোমাদেরকে সেরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।"
—সূরা তুর- ১ম রুকু।

আগুনের স্তম্ভের মধ্যে আটক রাখা হবে ঃ

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন- "আল্লাহ তাআ'লার সেই জ্বলন্ত অগ্নি তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। সে আগুন অবশ্যই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘকায় স্তম্ভসমূহে। —সূরা হামাযা।

দুনিয়াতে কারো দেহে আগুন লাগলে সে আগুন হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই তার প্রাণ প্রদীপ নিভে যায়। কিন্তু দোযখে যেহেতু কারো মৃত্যু হবে না, তাই সমস্ত দেহ পোড়ানোর সাথে সাথে আগুন তার হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং পুড়িয়ে কয়লা করে ফেলবে। দোযখীদেরকে আগুনের মধ্যে আটকে রাখা হবে। অর্থাৎ দোযখীদেরকে দোযখে ভর্তি করার পর দোযখের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হবে। কেননা সেখানে তাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে থাকতে হবে। তা থেকে কখনোই বের হওয়ার সৌভাগ্য হবে না। এ আয়াতে উল্লিখিত দীর্ঘকায় স্তম্ভসমূহের মর্মার্থ হল- দোযখের অগ্নি শিখা এমন বিরাট ও বিশাল হবে, যেমন স্তম্ভসমূহ হয়ে থাকে। দোযখীরা তাতে আটকে থাকবে। —বয়ানুল কোরআন।

দোযখীদের পানাহার

আগুনের কাঁটাযুক্ত গাছ ঃ

দোযখীদের পানাহারের বস্তু কি হবে সে বিষয়ে কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন- "দোযখীদেরকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে পানি পান করান হবে। তাদের জন্য দারিউ ব্যতীত কোন খাদ্য হবে না। যা তাদের পুষ্টিও যোগাবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না।" —সূরা গাশিয়া।

মেরকাত গ্রন্থকার লেখেছেন 'দারিউ' হচ্ছে হিজাজ অঞ্চলের একটি কাঁটাযুক্ত গাছ। সে গাছের ফল এত বিষাক্ত যে, কোন প্রাণী তা খেলেই তার মৃত্যু ঘটে। এ কারণে কোন প্রাণীই সে গাছের ধারে-কাছেও যায় না।

তিনি আরো লেখেন যে, উল্লিখিত আয়াতে 'দারিউ' দ্বারা আগুনের কাঁটাযুক্ত গাছের কথা বুঝানো হয়েছে, যা হবে অত্যন্ত তিক্ত এবং পচা লাশের দুর্গন্ধের চেয়েও খারাপ দুর্গন্ধযুক্ত। আর তা আগুনের তাপের চেয়েও অধিক উত্তপ্ত হবে। এগুলো খাওয়ার পর তাদের তৃষ্ণা দূর হবে না।

জখম থেকে নির্গত নির্ঝরা ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন- "আজকের দিন তাদের কোন বন্ধু হবে না এবং জখম থেকে নিঃসৃত স্রাব ছাড়া তারা কোন খাদ্যও পাবে না। যা অপরাধীগণ ছাড়া কেউই আহার করবে না।" —সূরা হাক্কাহ- ১ম রুকু।

ঝাকুম লতাপাতা ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِى الْبُطُوْنِ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ *

"পাপাচারীদের খাদ্য হবে ঝাকুম লতাপাতা (গাছ)। যা গলিত তামার মত পেটে গিয়ে গরম পানির ন্যায় ফুটতে থাকবে।" —সূরা দুখান- ৩য় রুকু।

আর এক সূরায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন- "অতএব হে মিথ্যারোপকারী বিভ্রান্ত লোকেরা! তোমরা ঝাকুম গাছ বা লতাপাতা আহার করবে। আর তা দ্বারাই উদর পূর্তি করবে। তোমরা অত্যুষ্ণ পানি পান করবে। তৃষ্ণার্ত উটের পানি পান করার ন্যায় অত্যুষ্ণ পানি পান করবে। আর এটাই হবে পরকালের দিন তাদের আপ্যায়ন। —সূরা ওয়াকিয়া- ২য় রুকু।

"মূলত ঝাক্কুম হচ্ছে এমন এক গাছ, যা দোযখের তলদেশ হতে উদগত হয়। তার মোচাটি যেন শয়তানের মাথার মত।" —সূরা সাফফাত- ২য় রুকু।

মানুষকে বুঝানোর জন্য 'ঝাক্কুম' শব্দটির তরজমা করা হয় বিখ্যাত তিক্তময় সানডাস গাছ দ্বারা। কিন্তু দোযখের বস্তুগুলো দুনিয়ার বস্তুর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট ও দুর্গন্ধময়। এহেন তিক্ত লতাপাতা ও গাছগাছড়া হবে তাদের খাদ্য। আর ফুটন্ত গরম পানিও হবে তাদের পানীয়।

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, ঝাক্কুমের যৎকিঞ্চিৎও যদি এ দুনিয়ায় ফেলা হত, তাহলে সমস্ত দুনিয়াবাসীর খাদ্য বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব এ ঝাক্কুম যাদের খাদ্য হবে তাদের পরিণতি কেমন দাঁড়াবে বল।

—তিরমিযী, নাসাই, ইবনে হেব্বান।

মুহাদ্দিস হাকেম বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম (সঃ) বলেন, আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, এক ফোঁটা ঝাক্কুম যদি দুনিয়ার নদীসমূহে ফেলা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সমস্ত দুনিয়াবাসীর খাদ্য হবে তিক্ত। এখন বল যাদের খাদ্য হবে এ ঝাক্কুম, তাদের অবস্থা কি হবে! —হাকেম।

গাচ্ছাক ঃ

সূরা নাবাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَاشَرَابًا اِلَّاحَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا *

"দোযখীরা অত্যুষ্ণ গরম পানি ও গাচ্ছাক ছাড়া আর কোন ঠাণ্ডা এবং পান করার মত কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করবে না।"

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, এক বালতি গাচ্ছাক যদি দুনিয়ায় ফেলা হয়, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মৃত্যু ঘটবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

কোরআন মজীদে গাচ্ছাক দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে বিশেজ্ঞদের বিভিন্ন অভিমত বিদ্যমান। যেমন—

(১) গাচ্ছাক দ্বারা দোযখীদের দেহগলিত পুঁজ ও জখমের নির্ঝরা বুঝানো হয়েছে।

(২) গাচ্ছাক দ্বারা দোযখীদের অশ্রু বুঝানো হয়েছে।

(৩) গাচ্ছাক দ্বারা যামহারীর অর্থাৎ দোযখের অতিশয় ঠাণ্ডা শাস্তির কথা বুঝান হয়েছে।

(৪) কেউ কেউ বলেছেন, এমন ঠাণ্ডা পুঁজকে গাচ্ছাক বলা হয়, যা অতিশয় ঠাণ্ডার কারণে পান করা যায় না। (কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে পান করতে হবে।) মোট কথা গাচ্ছাক খুবই খারাপ ও অতিশয় দুর্গন্ধময় বস্তু। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ থেকে পরিত্রাণ প্রদান করুন।

গলিত ধাতু ঃ

দোযখীদেরকে গলিত গরম ধাতু পান করতে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তারা যদি (পিপাসায় কাতর হয়ে) ফরিয়াদ করতে থাকে, তখন তাদেরকে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে। তাদের পানীয় কতইনা খারাপ এবং দোযখ কতইনা নিকৃষ্টতম আশ্রয়স্থল।" —সূরা কাহাফ- ৪র্থ রুকু।

গলিত পুঁজ ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "আর দোযখীদেরকে গলিত পুঁজ পান করানো হবে। তারা খুবই কষ্টের সাথে পান করতে থাকবে। কিন্তু তা গলধকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন চতুর্দিক থেকে মৃত্যুর আগমন দেখতে পাবে, কিন্তু সে মৃত্যুবরণে সক্ষম হবে না। —সূরা ইবরাহীম- ৩য় রুকু।

অতিশয় উষ্ণ পানি ঃ

দোযখীদেরকে অতিশয় উষ্ণ পানি পান করানো হবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন– وَسُقُوْا مَاۤءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاۤءَهُمْ * "দোযখীদেরকে খুবই উষ্ণ পানি পান করান হবে। যার ফলে তাদের নাড়িভুঁড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যাবে।" —সূরা মুহাম্মদ- ২য় রুকু।

গলায় আটকানো খাদ্য ঃ

দোযখীদেরকে এমন খাদ্য দেয়া হবে, যা মুখে দিলে গলায় আটকে যাবে, গলধকরণ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "নিশ্চয় কাফের মুশরেকেদের জন্য আমার কাছে আছে বেড়ি ও আগুনের কুণ্ডলী আর গলায় আটকানো খাদ্য এবং জ্বালাময়ী শাস্তি।" —সূরা মুজাম্মিল- ১ম রুকু।

গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটা হবে এমন এক কাঁটা, (যাকে বাংলায় হেউজ গাছ বলা হয়) যা গলধকরণ কালে গলায় আটকে যাবে। তা বেরও হবে না এবং ভেতরেও যাবে না।
—হাকেম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখীদের উদরে এমন সুতীব্র ক্ষুধার জ্বালা সৃষ্টি করা হবে যে, শুধুমাত্র এককভাবেই এ ক্ষুধার সুতীব্র জ্বালা-ই তাদের সেই শাস্তির সমান হয়ে দাঁড়াবে যা তাদেরকে ক্ষুধা ছাড়া অন্যান্য উপায়ে দেয়া হতে থাকবে। সুতরাং তারা যখন খাদ্য প্রার্থনা করবে, তখন তাদেরকে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত গাছ খেতে দেয়া হবে। যা তাদেরকে পুষ্টিও যোগাবেনা এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। দ্বিতীয় বার তারা যখন খাদ্য প্রার্থনা করবে, তখন তাদেরকে গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য খেতে দেয়া হবে। যা মুখে পোরার সাথে সাথে গলায় আটকে যাবে। তারা তখন তা গলা থেকে বের করার চেষ্টা চালাবে। এমন সময় তাদের মনে পড়ে যাবে যে, কোন কিছু গলায় আটকে গেল পার্থিব জীবনে তারা পানি পানের মাধ্যমে তা গলধকরণ করে নিত। অতএব তারা তখন পানি প্রার্থনা করবে। তখন তাদের সামনে লোহার পাত্রে করে ভীষণ গরম পানি দেয়া হবে। সে পাত্রগুলো যখন তাদের মুখের সামনে তুলে ধরা হবে, তখন তার উত্তাপে তাদের চেহারা ঝলসে যাবে। এরপর যখন উক্ত পানি তাদের উদরে গিয়ে পৌছবে, তখন তা তাদের পেটের সব নাড়ীভূড়িকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোরআন মজীদের يُسْقٰى مِنْ مَاۤءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهٗ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন দোযখীদের মুখের কাছে গলিত পুঁজ নেয়া হবে, তখন তারা খুব ঘৃণাবোধ করবে। যখন তা তাদের মুখের অতি নিকটবর্তী করা হবে, তখন তাতে তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে এবং তাদের মাথার চামড়া খসে পড়বে। অতঃপর সে পানি পান করলে পেটের নাড়িভূড়ি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। পরিশেষে তা গুহ্য দ্বারপথে বের হবে। অতঃপর নবী করীম (সঃ) প্রথমে সূরা মুহাম্মদের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন–

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ *

"তাদেরকে অত্যুষ্ণ পানি পান করানো হবে। ফলে তাদের নাড়িভূড়ি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে।" এরপর সূরা কাহাফের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ

"তারা ফরিয়াদ করতে থাকলে তাদের এমন পানি পান করতে দেয়া হবে, যা হবে গলিত ধাতুর ন্যায়, আর এতে তাদের মুখমণ্ডল ভুনা ভুনা হয়ে যাবে। তাদের পানীয় খবুই নিকৃষ্ট।" —তিরমীযী, মেশকাত।

দোযখে শাস্তির বিভিন্ন পদ্ধতি

দোযখের আগুন, সাপ, বিচ্ছু, আগুনের তাপ, পানাহারের বস্তু, অন্ধকার ইত্যাদি সব কিছুই কঠোরতম শাস্তি। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তা দোযখের শাস্তির খুবই ক্ষুদ্রতম অংশ। কোরআন-হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, শাস্তির এসব প্রকরণ ছাড়া আরো অনেক প্রকরণ ও পদ্ধতি আছে, যা ব্যবহার করে শাস্তি দেয়া হবে। এর কিছু বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ফুটন্ত গরম পানি মাথায় ঢালা হবে ঃ

দোযখীদের মাথায় অত্যুষ্ণ গরম পানি ঢেলে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তাদের মাথায় অত্যুষ্ণ গরম পানি ঢালা হবে, যার ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং দেহের চামড়ার অভ্যন্তরের সব কিছু বিগলিত হয়ে বের হয়ে আসবে।" —সূরা হাজ্ব –২য় রুকু।

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে দোযখীদের মাথায় ফুটন্ত গরম পানি ঢালা হবে। আর তা উদরে পৌঁছে উদরে যা কিছু আছে তা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেবে। অবশেষে তা পদযুগল দিয়ে বের হবে। আবার পুনরায় তাদেরকে অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে। অনন্তর রাসূল (সঃ) বললেন, এটাই হচ্ছে আয়াতে উল্লিখিত يصهر শব্দের মর্মার্থ। —তিরমিযী, মেশকাত।

লোহার মুগুড় দ্বারা পেটান হবে ঃ

দোযখীদেরকে লোহার মুগুড় দ্বারা পেটান হবে। আল্লাহ তাযালা বলেন ঃ

"তাদেরকে পিটাবার জন্য রয়েছে লোহার মুগুড়। যখনই তারা দোযখের কয়েদখানা হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে প্রত্যাবর্তন করানো হবে আর বলা হবে, তোমরা আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাকে।" —সূরা হজ্ব ২য় রুকু।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখের একটি লোহার মুগুড় যদি পৃথিবীতে রাখা হয়; তবে সমস্ত জিন-ইনছান একত্রিত হয়েও সে মুগুড় উত্তোলন করতে চাইলেও তা উত্তোলনে সক্ষম হবে না। —হাকেম, আহমদ, আবু ইয়ালা।

আর এক বর্ণনায় আছে, দোযখের লোহার মুগুড় দ্বারা পাহাড়ের উপর আঘাত করা হলে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। —হাকেম।

দেহের চামড়া পরিবর্তন করা হবে ঃ

দোযখীদের দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হলে পুনরায় তাদের দেহে নতুন চামড়া সৃষ্টি করা হবে, যাতে সর্বদা শাস্তি পেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ *

"যখনই তাদের দেহের চামড়া সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যাবে, তখনই আমি নতুন চামড়া দ্বারা তা পরিবর্তন করে দেব, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।" —সূরা নিসা– ৮ম রুকু।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন, প্রতিদিন দোযখীদেরকে আগুন সত্তর হাজার বার দহন করবে। যখনই আগুনে পোড়ান হবে, তখন প্রত্যেক বারই বলা হবে– যেরূপ ছিলে সেরূপ হও। সুতরাং চামড়া যেরূপ ছিল সেরূপই হয়ে যাবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর।

আগুনের পাহাড়ে উঠান হবে ঃ

দোযখীদেরকে আগুনের পাহাড়ের উপর চড়ান হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا * "আমি অতিসত্বর তাদেরকে সাউদ নামক আগুনের পাহাড়ে চড়াব।" —সূরা মুদ্দাছির ১ম রুকু।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সাউদ হচ্ছে আগুনের একটি পাহাড়। তাতে দোযখীদেরকে সত্তর বছর পর্যন্ত রাখা হবে। অতঃপর সত্তর বছর পর্যন্ত সে পাহাড়ের উপর হতে তাকে নীচের দিকে গড়িয়ে নামান হবে। এভাবেই সর্বদা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

বিশাল শিকল দ্বারা বাঁধা হবে ঃ

দোযখীদেরকে লোহার শিকল দ্বারা বাঁধা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওদেরকে ধর এবং গলায় তোওক পরিয়ে দাও। অতঃপর তাদেরকে দোযখে প্রবেশ করাও। অনন্তর তাদেরকে এমন শিকল দ্বারা বেঁধে আবদ্ধ কর, যার পরিধি সত্তর গজ লম্বা।" —সূরা হাক্কাহ্– ১ম রুকু।

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী (র) তাফসীরে বয়ানুল কোরআনে লেখেছেন, এ গজগুলোর পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই জানেন। কেননা এ গজ হবে সেখানকার গজ।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ছোট এক পেয়ালা পরিমাণ রং যদি আসমান থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়, তা হলে রাতের আগমনের পূর্বেই তা পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে, যা পাঁচশত বছরের দূরত্বের পথ। আর যদি দোযখীদের শিকলের এক মাথা হতে ঐ রং নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে অপর মাথায় পৌঁছতে তার চল্লিশ বছর সময় লাগবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ জিঞ্জির বা শিকল তাদের দেহে জড়ান হবে। অতঃপর গুহ্য দ্বারপথে প্রবেশ করিয়ে মুখ দিয়ে বের করা হবে। অতঃপর তাকে আগুনে এমনভাবে পোড়ান হবে যেমন লোহার শিকে মাংস কাবাব বানানো হয়। —তাফসীরে ইবনে কাছীর।

গলায় বেড়ি পড়ান হবে ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا *

"আমি কাফেরদের জন্য লৌহ নির্মিত জিঞ্জির-তোওক ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।" —সূরা দাহার- ১ম রুকু।

আল্লাহ আরো বলেন– "অতি সত্বরই তারা অবহিত হতে পারবে, যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানির মধ্যে। অতঃপর তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।"

—সূরা মুমিন – ৮ম রুকু।

হযরত ইবনে আবূ হাতেম বর্ণিত এক মরফুউ হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কোন একদিক থেকে কালো রংয়ের মেঘমালা উঠবে এবং দোযখীগণ তা দেখতে পাবে। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি চাও? তখন দুনিয়ার কালো মেঘমালার কথা তাদের স্মরণ হবে এবং তার উপর অনুমান করে তারা বলবে, আমরা এ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ চাই। তখন ঐ মেঘমালা হতে বেড়ি-জিঞ্জির ও আগুনের অঙ্গারের বর্ষণ হবে। সে আগুনের অঙ্গারে তারা দগ্ধ হবে এবং তাদের বেড়ি ও শৃঙ্খল আরও বৃদ্ধি ঘটবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর।

দোযখীদেরকে যে ফুটন্ত পানিতে নিক্ষেপ করা হবে, সে সম্পর্কে কাতাদাহ (র) বলেন, অপরাধীদের মাথার চুল ধরে ঐ পানিতে চুবানো হবে। ফলে তাদের দেহের মাংস বিগলিত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় তাদের দু'টি চোখ ও হাড়ের কায়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

গন্ধকের কাপড় পরিধান করান হবে ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ *

"তাদের দেহের জামা হবে গন্ধকের এবং আগুন তাদের চেহারার সাথে মিশে থাকবে। —সূরা ইবরাহীম- শেষ রুকু।

হযরত আশ্রাফ আলী থানবী (র) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেছেন যে, আলকাতরাকে আরবী ভাষায় কিতরান বলা হয়। আর এর জামা হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সমস্ত দেহে আলকাতরা মাখা থাকবে, যাতে খুব দ্রুত তাতে আগুন লেগে দীর্ঘক্ষণ বিরাজমান থাকে।" —বয়ানুল কোরআন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গলিত তামাকে কিতরান বলা হয়। দোযখীদের পোশাক হবে প্রচণ্ড অগ্নি উত্তাপযুক্ত এ গলিত তামার।

—তাফসীরে ইবনে কাছীর।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কারো মৃত্যুতে চিৎকার দিয়ে ক্রন্দনকারী মহিলাগণ মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে কেয়ামতের দিন তারা এমন অবস্থায় দণ্ডায়মান হবে যে, তার দেহের একটি জামা হবে আলকাতরার, আর একটি হবে খুজলির। অর্থাৎ তার দেহে থাকবে খুজলী-পাঁচড়া, আর তার উপর আলকাতরা মেখে দেয়া হবে। —মেশকাত।

সূরা হাজ্বে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ *

"যারা কুফরী করে, তাদের পরিধানের জন্য আগুনের কাপড় কেটে দেওয়া হবে।" —সূরা হাজ্ব –২য় রুকু।

জাহান্নাম প্রহরীদের তিরস্কার ঃ

দোযখীদেরকে বিভিন্ন প্রকার দৈহিক দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তি দেয়া ছাড়াও সুতীব্র মনোকষ্টকর এক ধরনের মানসিক শাস্তিও দেয়া হবে। দোযখের প্রহরী ও কর্মকর্তা ফেরেশতাগণ তাদেরকে তিরস্কার ও ধিক্কার দিয়ে মনোবদনার সৃষ্টি করবে। যেমন কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা উল্লেখ করেছেন ঃ

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ *

"আর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা সে আগুনের শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর যাকে তোমরা মিথ্যারোপ করতে।" —সূরা হা-মিম সেজদা- ২য় রুকু।

"সূরা আহকাফে আল্লাহ বলেন– "পার্থিব জীবনেই তোমরা তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা পুরাপুরিভাবে উপভোগ করে নিয়েছ এবং পার্থিব জীবনোপোকরণ হতে তোমরা বিভিন্ন উপায়ে লাভবান হয়েছে। আজকের দিন তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দ্বারা প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গৌরব-অহংকার করতে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত থাকতে।" —সূরা আহকাফ- ২য় রুকু।

হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম (রা) বলেন, কোন এক সময় হযরত ওমর (রা) পানি চাইলে তার কাছে মধু মিশ্রিত পানি পেশ করা হল। তিনি তা পান না করে বললেন, এ শরবত তো খুবই উত্তম। কিন্তু আমি পান করব না, কেননা আমি কোরআন মজীদে পড়েছি, আল্লাহ তাআ'লা জৈবিক চাহিদার দাবী পূরণকারীদের নিন্দায় বলেছেন, "পরকালে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পার্থিব জীবনে খুব মজা উপভোগ করেছ। সুতরাং আমার আশঙ্কা হয় যে, আমাদের পুণ্যের বিনিময়ে দুনিয়াতেই মজাদার বস্তুসমূহ দান করা হয় নাকি।"—মেশকাত।

বে-আমল ওয়ায়েজীনের শাস্তি ঃ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, যে রাতে আমাকে মিরাজে (উর্ধ্বমণ্ডলে ভ্রমণ) করান হয়েছে, সে রাতে আমি এমন কিছু লোকদের দেখেছি, যাদের দু'ঠোঁট আগুনের কেচি দ্বারা কাঁটা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের সেই ওয়ায়েজীন, যারা মানুষকে কল্যাণজনক কাজ করতে নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের বেলায় তা ভুলে থাকত। তারা আল্লাহ তাআ'লার কিতাব পাঠ করত, কিন্তু তদানুযায়ী আমল করত না। —বোখারী, মুসলিম, বায়হাকী।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে দ্রুত আগুনে পতিত হবে। অতঃপর সে নিজের আতুড়ি ও নাড়িভুঁড়িগুলো দলিত মথিত করে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেরূপ গাধা চাক্কি কাঁধে বহন করে ঘুরত থাকে। তার এ অবস্থা দেখে দোযখের অনেক লোক তার কাছে জমায়েত হবে। আর তাকে বলবে, ওহে? তোমার কি হয়েছে। তুমি কি আমাদেরকে কল্যাণকর কাজ করতে নির্দেশ দিতে না এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করতে না ? তখন সে বলবে, হায়! তোমাদেরকে ভাল কাজ করার নির্দেশ দিতাম বটে কিন্তু নিজে তা করতাম না। তোমাদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতাম বটে, কিন্তু তা হতে নিজে বিরত থাকতাম না। —বোখারী, মুসলিম।

সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহারকারীদের শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র বা এমন কোন পাত্রে পানাহার করে, যাতে সোনা-রূপার মিশ্রণ থাকে, সে তার উদরে দোযখের আগুন ভর্তি করে। —মেশকাত, দারে কুতনী।

ফটোগ্রাফার বা ছবি অংকনকারীদের শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লার কাছে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগকারী হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে (জীবজন্তুর) ছবি অংকন করে। —বোখারী, মুসলিম।

তিনি আরো বলেছেন, প্রত্যেক ছবি অংকনকারীই দোযখে যাবে। তার প্রতিটি ছবির পরিবর্তে এক একটি প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যারা তাকে দোযখে শাস্তি দিতে থাকবে।

এ বর্ণনার পর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "তোমাকে যদি ছবি নির্মাণ করতেই হয়, তাহলে গাছপালা ও প্রাণহীন বস্তুর ছবি অংকন কর। —বোখারী, মুসলিম।

আত্মহত্যাকারীর শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ পাহাড় থেকে পতিত হয়ে আত্মহত্যা করলে, সে দোযখের আগুনে জ্বলবে। সেখানে সে সর্বদা (পাহাড়ে চড়তে ও পতিত হতে) থাকবে। আর কেউ বিষ পানে আত্মহত্যা করলে, সে বিষ তার হাতে থাকবে এবং দোযখের আগুনে বসে সে সর্বদা তা পান করতে থাকবে।

আর কেউ লৌহ অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করলে, সে অস্ত্র তার হাতে থাকবে। আর দোযখে অবস্থান করে উক্ত অস্ত্র দ্বারা সে নিজের পেটে সর্বদা আঘাত করতে থাকবে। —বোখারী, মুসলিম।

অহংকারী ব্যক্তির শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গৌরব ও অহংকারী ব্যক্তি কেয়ামতের দিন মানুষরূপে পিপীলিকার আকারে উত্থিত হবে। অপমান তাদেরকে চতুর্দিক থেকে আবেষ্টন করে রাখবে। তাদেরকে জাহানান্নামের বন্ধিখানার দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে। আর সে জেলখানার নাম হচ্ছে বাওলাস। সেখানে তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। আর দোযখীদের দেহের গলিত রক্ত-পুঁজ ও নির্ঝরা (তিনাতুল খাব্বাল) তাদেরকে পান করান হবে। —তিরমিযী মেশকাত।

তিরমিযীর আর এক হাদীসে আছে, দোযখে একটি উপত্যকা রয়েছে. যার নাম হাবহাব। সেখানে প্রত্যেক অহংকারী ও দাম্ভিকগণ অবস্থান করবে। —হাকেম, তাবারানী, আবু ইয়ালা, তারগীব অততারহীব।

রিয়াকার আবেদগণের শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা হুব্বুল হুজন (দুঃখ-চিন্তার কূপ) থেকে আল্লাহ তাআ'লার নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা কর। সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হুব্বুল হুজন কি ? নবী করীম (সঃ) বললেন, হুব্বুল হুজন হচ্ছে দোযখের একটি কূপ। তার ব্যাপারে স্বয়ং দোযখই প্রতিদিন চল্লিশবার ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাহাবী (রা)গণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, সে স্থানে কারা থাকবে? তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, মানুষকে দেখাবার জন্য যারা এবাদাত করে, সেসব রিয়াকার আবেদগণই সেখানে যাবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজা, আত্তারগীব অত্তারহীব।

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, এবাদাতকারীদের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট সে-ই বেশী ঘৃণিত ও রোষানলের পাত্র; যে জালেম শাসকদের কাছে যায়। অর্থাৎ যারা তোশামোদ-চাটুকারিতা ও পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদের কাছে যায়। —ইবনে মাজা।

এলমেদ্বীন গোপনকারীর শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কারো কাছে যদি শরীয়তের কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, আর সে তা জানা সত্ত্বেও গোপন করে, তাহলে কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরান হবে। —তিরমিযী, আবু দাউদ, মেশকাত।

মদ পান ও নেশারকর দ্রব্য গ্রহণকারীর শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার মহান প্রতিপালক নিজের নামে কসম করে বলেছেন যে, আমি আমার সম্মানের কসম করে বলছি, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ এক ঢোক শরাব পান করলে, তাকে আমি সে পরিমাণই পুঁজ পান করাব। আর যে বান্দা আমার ভয়ে শরাব পান করা পরিত্যাগ করবে, তাকে আমি পবিত্র হাউজের পানি পান করাব।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা নিজ দায়িত্ব করে নিয়েছেন যে, কেউ নেশার দ্রব্য পান করলে—

কেয়ামতের দিন অবশ্যই তাকে তিনাতুল খাবাল পান করাবেন। সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, তিনাতুল খাবাল কি? নবী করীম (সঃ) বললেন, দোযখীদের দেহের ঘাম অথবা তিনি বলেছেন, দোযখীদের নির্ঝরা। —মেশকাত।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কারো যদি মদ পানের অভ্যাস থাকে এবং এ অভ্যাস থাকা অবস্থায়-ই যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তাকে পরকালে নহরুল গুতাত বা গুতাত নহর থেকে পান করাবেন। জিজ্ঞেস করা হল, নহরুল গুতাত কি? নবী করীম (সঃ) বললেন, নহরুল গুতাত হচ্ছে যিনাকারী মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে প্রবাহিত স্রোতধারা। —আত্তারগীব, অত্তারহীব, আহমদ, হাকেম, ইবনে হাব্বান।

দোযখীদের অবস্থার বিবরণ

দোযখে প্রবেশের অবস্থা ঃ

কোরআন মজীদের কয়েক স্থানে দোযখে প্রবেশকালীন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যার একটি হচ্ছে দোযখীরা পিপাসাকাতর অবস্থায় দোযখের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হবে। দোযখে প্রবেশের পূর্বে দরজায় দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কোরআন মজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, জালেমগণ (কাফের মুশরেকগণকে) ও তাদের সাথীগণকে এবং আল্লাহ তাআ'লাকে পরিত্যাগ করে তারা যাদের এবাদত-বন্দেগী করত তাদেরকে জমায়েত কর। অতঃপর তাদেরকে দোযখের পথ দেখাও। (তারপর নির্দেশ হবে) ওদেরকে (কিছু সময়ের জন্য) থামাও, এদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (তারপর জিজ্ঞেস করা হবে) তোমাদের কি হল যে, তোমরা এখন একে অপরকে সহায়তা করছ না? (কিন্তু একথার পরও তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবে না) বরং তারা সকলেই তখন মাথা অবনত করে দাড়িয়ে থাকবে।" —সূরা সাফ্‌ফাত- ২য় রুকু।

সূরা মরিয়মে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا *

"অপরাধীগণকে আমি পিপাসাকাতর অবস্থায় দোযখের দিকে হাকিয়ে নেব।" —সূরা মরিয়ম- ৬ রুকু।

সূরা কামারে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ *

"সেদিন অপরাধীগণকে অধঃমুখ অবস্থায় টেনে হেঁচড়ে দোযখে নেয়া হবে। (এ অবস্থায় তাদেরকে বলা হবে) দোযখের আগুনের দহনস্বাদ গ্রহণ কর।" —সূরা কামার- ৩য় রুকু।

"অপরাধীগণকে তাদের মুখমণ্ডলের আকৃতি দেখে চেনা যাবে। (কারণ তাদের মুখমণ্ডল হবে কালো এবং চোখ হবে নীল বর্ণের।) অতঃপর তাদের মাথার চুল ও পা ধরে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" —সূরা আররহমান- ২য় রুকু।

"সুতরাং মুশরেক ও ভ্রান্ত লোক এবং ইবলিস বাহিনীর সকলকে অধঃমুখী করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" —সূরা শুআরা- ৫ম রুকু।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অপরাধীগণের হাত-পা মোচড়িয়ে একত্রিত করা হবে। অতঃপর লাকরীর ন্যায় মুড়িয়ে দোযখে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড-৫০ পৃঃ।

পুলসেরাত পার হওয়ার সময় দোযখে নিপতিত হওয়া ঃ

দোযখের পৃষ্ঠদেশে পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। নেককার ও বদকার সব লোককেই এ পুল অতিক্রম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا *

"তোমাদের প্রত্যেককেই এ পুল অতিক্রম করতে হবে। এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" —সূরা মরিয়ম- ৭১।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখের পৃষ্ঠদেশে পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। সমস্ত নবীদের মধ্যে আমিই সর্বাগ্রে আমার উম্মতদেরকে নিয়ে এ পুল অতিক্রম করব। সেদিন একমাত্র নবীদের মুখেই এ কথা উচ্চারিত হবে- আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম! হে আল্লাহ! নিরাপদ কর, নিরাপদে রাখ। অতঃপর তিনি বললেন, দোযখে সুউদান কাঁটার ন্যায় বড় বড় কাঁটাযুক্ত সাড়াশী থাকবে। সেগুলো কতটা লম্বা হবে তা আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। সে সাড়শীগুলো পুলসেরাত অতিক্রমকারীদেরকে তাদের বদ আমল ও খারাপ কর্মের কারণে ধরে টেনে দোযখে পতিত করার চেষ্টা করবে। ফলে কিছু লোক দোযখে পতিত হয়ে ধ্বংস হবে। তারা দোযখ হতে কখনো বেরোতে পারবে না। এ পরিণতি হবে অবিশ্বাসীদের। আর কিছু লোক অঙ্গ কেটে কেটে দোযখে পতিত হবে। অবেশেষে তারা দোযখ হতে নাজাত প্রাপ্ত হবে (এরা হল ফাসেক মুমিন লোক)। —বোখারী, মুসলিম।

অন্য এক হাদীসে আছে, কিছু কিছু মুমিন লোক চোখের পলকে পুলসেরাত অতিক্রম করবে। আর কিছু লোক বিদ্যুতের ন্যায়, কিছু লোক বাতাসের গতির ন্যায়, কিছু লোক পাখি উড়ার গতির ন্যায়, কিছু লোক গতিসম্পন্ন ঘোড়ার ন্যায়, কিছু লোক উটের চলার ন্যায়, কিছু লোক দ্রুতবেগে দৌড়ের ন্যায় এবং কিছু লোক পায়ে চলার ন্যায় এবং কিছু লোক শিশুদের চলার ন্যায় পথ অতিক্রম করবে। এদের মধ্যে কিছু লোক নিরাপদে দোযখ হতে নাজাত লাভ করবে। কিছু লোক সাড়াশীর বাঁধন থেকে ছাড়াছাড়ি করে ছুটে যাবে। আর কতককে অধঃমুখী করে দোযখে ধাক্কিয়ে ফেলা হবে। —মুসলিম, হাকেম, মেশকতা।

হযরত কা'আব (রা) বলেন, দোযখ তার পৃষ্ঠদেশে সমস্ত লোককে একত্রিত করবে। সমস্ত ভাল ও খারাপ লোক সেখানে জমায়েত হবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা দোযখকে বলবেন, তুমি তোমার লোকদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে যাও, আর জান্নাতীদেরকে ছেড়ে দাও। সুতরাং দোযখ খারাপ লোকদেরকে এমনভাবে চিনতে পারবে, যেমন করে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে চিনতে পার। বরং তার চেয়েও বেশি চিনবে এবং তাদেরকে গ্রাস করে নিজের মধ্যে ভর্তি করবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড ১৩৩ পৃঃ।

মোটকথা জান্নাতীগণ পুলসেরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাদের জন্য জান্নাতের দরজা পূর্ব থেকে খোলা রাখা হবে। আর দোযখীদেরকে দোযখে ফেলে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا *

"যারা পরকালকে ভয় করত, তাদেরকে আমি নিষ্কৃতি দেব। আর যারা জালেম তাদেরকে আমি দোযখে এমনভাবে ফেলব যে, তারা তাতে হাঁটুর উপর ভর করে উপুড় হয়ে পড়বে।" —সূরা মরিয়ম- ৫ম রুকু।

দোযখে প্রবেশের সময় একে অপরের প্রতি অভিশাপ ঃ

এ পার্থিব জীবনে দোযখীদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ ও ভালবাসা বিদ্যমান। তারা একে অপরকে ফুসলিয়ে শেরক ও কুফরী কর্মে লিপ্ত করে। কিন্তু তারা যখন খারাপ কর্মের পরিণাম স্বরূপ নিজেদেরকে দোযখে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে অভিশাপ দিতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যখনই কোন দল দোযখে প্রবেশ করবে, তখনই তারা নিজেদের অপর দলকে ল্যা'নত করবে। অবশেষে তারা সকলে যখন তাতে একত্রিত হবে, তখন পরের লোকেরা আগের লোকদেরকে লানত করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ওরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, সুতরাং দোযখে ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন।" —সূরা আরাফ।

দোযখে প্রবেশকারীদের সংখ্যা ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা হযরত আদম (আ)-কে সম্বোধন করে বলবেন, হে আদম! প্রত্যুত্তরে তিনি বলবেন, আমি উপস্থিত, আপনার হাতেই সমস্ত কল্যাণ। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকেদোযখীদেরকে বের কর। তিনি আরয করবেন, দোযখীদের সংখ্যা কত? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। একথা শুনে হযরত আদম (আ) খুব অস্বস্তি বোধ করবেন। দুঃখ-চিন্তায় এ সময় শিশু বৃদ্ধে পরিণত হবে এবং গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত ঘটে যাবে। আর সবাই তখন চেতনা হারিয়ে ফেলবে। আসলে তারা বেহুঁশ হবে না। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি হবে খুবই কঠিন (যার ফলে তারা বোধজ্ঞান হারিয়ে ফেলবে)।

এ কথা শুনে সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে একজন জান্নাতী কে সে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা ভীত হয়োনা। সুখবর হল, সেই একজনই হবে তোমাদের মধ্য থেকে, আর এক হাজার হবে ইয়াজুজ মাজুজ থেকে। এভাবেই হিসাব হবে।

—বোখারী, মুসলিম।

এ হাদীসের মর্মার্থ হল, ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যাই হবে অধিক। তোমাদের সাথে তাদের মোকাবিলা হলে তোমাদের একজনের মোকাবিলায় তারা হাজারজন উপস্থিত হবে। যেহেতু তারাও আদম (আ)-এর বংশোদ্ভূত। তাদেরকেই মিলিয়ে প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন দোযখে প্রবেশ করবে।

দোযখের অধিকাংশই হবে মহিলা ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতের প্রতি তাকালে সেখানকার অধিকাংশ লোকই দেখলাম পেশাহীন (দরিদ্র) লোক। আর দোযখের প্রতি তাকালে দেখলাম, সেখানকার অধিকাংশ হচ্ছে মহিলা। —মেশকাত।

আর এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) ঈদুল আজহা অথবা ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য ঈদগাহে আসছিলেন। এমন সময় পথিমধ্যে অনেক মহিলাকে দেখে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা বেশি বেশি দান-সদকা কর। কেননা আমাকে দোযখীদের মধ্যে অধিকাংশই দেখান হয়েছে তোমাদের। মহিলাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি কারণে হবে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, কেননা, তোমর খুব বেশী অভিশাপ কর এবং স্বীয় স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। —বোখারী, মুসলিম।

দোযখীদের জিহ্বা ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কাফেরগণ তাদের জিহ্বাকে এক ফারসখ এবং দু' ফারসখ (তিন মাইলে এক ফারসখ হয়) পর্যন্ত বের করে ফেলবে। আর মানুষ তার উপর দিয়ে পথ চলবে। —আহমদ, তিরমিযী।

দোযখীদের দেহ ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখে কাফেরদের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান হবে দ্রুতগতীসম্পন্ন কোন বাহনের তিন দিনের পথ চলার সমান দীর্ঘ। আর তাদের মেরুদণ্ড হবে ওহুদ পাহাড় সমান। আর তাদের দেহের চামড়ার পুরুত্ব হবে তিন দিনের পথের সমান। —মুসলিম, মেশকাত।

তিরমিযী বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন কাফেরদের মেরুদণ্ড হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান। আর তাদের উরু হবে বয়দা পাহাড়ের ন্যায় মোটা। আর দোযখে তাদের বসার স্থানটি হবে তিন দিনের পথের সমান লম্বা। যেমন মদীনা থেকে রবযা গ্রামের দূরত্ব। —মেশকাত।

আর এক বর্ণনায় আছে, দোযখীদের বসার স্থান এত লম্বা হবে যেমন মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত দূরত্ব বিদ্যমান। —মেশকাত, তিরমিযী।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, কাফেরদের দেহের চামড়ার পুড়ত্ব হবে বেয়াল্লিশ হাত। (তিরমিযী) মুসলিমে বর্ণিত আর এক হাদীসে বলা হয়েছে, কাফেরদের দেহ তিন দিনের দূরত্বের দৈর্ঘ্যের ন্যায় মোটা হবে। এসব কথা অবিশ্বাসের কোন বিষয় নয়। কেননা বিভিন্ন কাফের লোকের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি হবে। কারো শাস্তি কম হবে এবং কারো শাস্তি বেশি হবে।

আর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখে আমার উম্মতের কারো কারো প্রশস্ততা এত বানান হবে যে, একই ব্যক্তিই দোযখের পুড়ো এক কোনা জুড়ে যাবে। —ইবনে মাজা, হাকেম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আমার কাছে বলেছেন যে, তোমরা কি জান; দোযখ কতটা প্রশস্ত ? আমি বললাম, না, জানি না। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর কসম! তোমরা আসলেই জান না? দোযখীদের দু'কানের মধ্যবর্তী এবং দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান হবে সত্তর বছর পথ চলার সমান।যাতে রক্ত ও পুঁজের প্রণালীও প্রবাহিত হবে।

—আহমদ, হাকেম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

দোযখীদের কুৎসিৎ আকৃতি

দোযখীদের কুৎসিৎ আকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

"যারা পাপ অর্জন করে, সে পাপের অনুরূপ। লাঞ্ছনা ও অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। আল্লাহ্ তাআ'লার শাস্তি থেকে মুক্ত করার মত তাদের কেউই থাকবে না। তাদের দুরাবস্থা এমন হবে যে, যেন তাদের মুখমণ্ডল কালো রাতের একটি অংশ দ্বারা আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে।" —সূরা ইউনুছ– ৬ রুকু।

এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, দোযখীদের মুখমণ্ডল অত্যন্ত কালো হবে। হাদীসে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন, দোযখীদের কাউকে যদি সেখান থেকে বের করে দুনিয়ায় পাঠান হয়, তাহলে তাদের কুৎসিৎ আকৃতির দৃশ্য এবং দুর্গন্ধের কারণে দুনিয়ার মানুষ অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। এ কথা বলার পর হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) খুব কাঁদলেন।

—আত্তারগীব অত্তারহীব, ইবনে আবী দুনিয়া।

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ *

"আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে পুড়িয়ে ফেলবে। সেখানে তারা থাকবে বীভৎস চেহারায়।" —সূরা মুমিনুন– ১০৩।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) كالحون শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আগুন দোযখীদেরকে দগ্ধ করবে। যার ফলে তাদের উপরের ঠোঁট কুচকে মাথার মধ্যে বরাবর উঠে যাবে, আর নীচের ঠোঁট ঝুলে নাভী পর্যন্ত ঝুলে পড়বে। —তিরমিযী, মেশকাত।

দোযখীদের অশ্রু ঃ

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবা (রা)গণকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা কাঁদ। যদি তোমাদের কান্না না আসে, তাহলে কান্নার ভান কর। কেননা দোযখীরা দোযখে এতটা কাঁদবে যে, তাদের অশ্রুতে তাদের মুখমণ্ডলে নালার সৃষ্টি করবে। কাঁদতে কাঁদতে অশ্রু বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অবশেষে রক্ত বের হবে। যার ফলে চোখে জখম ও ঘা সৃষ্টি হবে। —আবু ইয়ালা, আত্তারগীব অত্তারহীব।

মুহাদ্দিস হাকিম তাঁর মুস্তাদরিক গ্রন্থে মারফুউ সনদে বর্ণনা করেছেন, দোযখীরা এত বেশি কেঁদে অশ্রু প্রবাহিত করবে যে, তাদের অশ্রুর স্রোতে নৌকা ভাসালেও তা চলতে থাকবে। নবী করীম (সঃ) আরও বলেছেন, অশ্রু শেষ হওয়ার পর রক্ত প্রবাহিত করে তারা কাঁদবে। —আত্তারগীব অত্তারহীব।

দোযখীদের চিৎকার ও হাক ডাক ঃ

পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا *

"যারা পাপিষ্ঠ, তারা দোযখে এমন অবস্থায় থাকবে যে, তারা সেখানে গাধার ন্যায় চিৎকার দিতে থাকবে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।"

—সূরা হুদ–৯ রুকু।

অভিধানে আছে যে, গাধার প্রাথমিক আওয়াজকে আরবীতে زفير বলা হয়। আর শেষের আওয়াজকে شهيق বলা হয়।

দোযখ থেকে ছাড়া পাবার জন্য মুক্তিপণ দিতেও সম্মত হবে ঃ

দোযখের শাস্তি হতে রেহাই পাবার জন্য কাফেরগণ দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ মুক্তিপণ দিতে সম্মত হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আর জালেমদের (কাফের মুশরেকদের) কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত বস্তু এবং তার সাথে সে পরিমাণ আরও সম্পদ থাকে, তাহলেও কেয়ামতের দিন মর্মান্তিক শাস্তি হবে বাঁচার জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে সে তা মুক্তিপণ হিসাবে দিতে সম্মত হবে। —সূরা যুমর– ৫ রুকু।

"অপরাধীগণ সেদিনকার শাস্তি হতে বাঁচার জন্য নিজেদের পুত্রসন্তান স্ত্রী ভ্রাতাগণ নিজ সম্প্রদায়ের সে সব লোকজন যাদের মধ্যে তারা বসবাস করত এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে নিজেদের মুক্তিপণরূপে দিতে পছন্দ করবে, যাতে তারা বাঁচতে পারে। কিন্তু তা কখনো সম্ভব হবে না।" —সূরা মায়ারিজ– ১ম রুকু।

সূরা মায়েদায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "যারা কুফরী করে তাদের কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদও থাকে এবং সে সাথে তাদের কাছে যদি সে পরিমাণ অতিরিক্ত আরও সম্পদ থাকে, যাতে তারা তা মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে কেয়ামতের দিনের শাস্তি হতে মুক্তি পায়, তবুও তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে জ্বালাময়ী শাস্তি।" —সূরা মায়িদা – ৬ রুকু।

বেহেশতীগণের উপহাস ঃ

কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেহেশতীগণ দোযখীদের অবস্থা অবলোকন করে উপহাস করবে। যেমন বলা হয়েছে–

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ *

"আজকের দিন ঈমানদারগণ সুখময় আসনে হেলান দিয়ে উপবেশন করে কাফেরদের দিকে তাকাবে এবং তাদের অবস্থা দেখে উপহাস করবে।" —সূরা মুতাফ্ফীন।

তাফসীরে দূররে মানছুরে হযরত কায়াব (রা) কর্তৃক বর্ণিত, বেহেশতে এমন কিছু দরজা ও জানালা থাকবে যা দিয়ে বেহেশতীগণ দোযখীদেরকে দেখতে পাবে। আর তাদের দুরাবস্থা অবলোকন করে নিজেদের প্রতি আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহের শুকরিয়া স্বরূপ হাসবে। পার্থিব জীবনে যেমন কাফেরগণ মুমিনদেরকে দেখে হাসাহাসি করত এবং চোখের ইঙ্গিতে পরস্পর কৌতুক করত। আর নিজেদের ঘরে বসেও আমোদ করার জন্য ঈমানদারদের সম্পর্কে আলোচনা করত। আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে বলেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ *

'যারা অপরাধী হয়েছে তারা দুনিয়ার জীবনে ঈমানদারগণকে দেখে হাসাহাসি করত।" সূরা মুমিনুনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআ'লা দোযখীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ

"আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একটি দল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি করুণাবর্ষণ করুন। অনুগ্রহকারীদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী। অথচ তোমরা তাদেরকে উপহাস করতে। এমনকি তারা আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়াসত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে দেখে হাসাহাসি করতে। আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।" —সূরা মুমিনুন– শেষ রুকু।

দুনিয়ায় কাফের মোশরেকগণ মুমিনদেরকে দেখে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত। কোন কোন সময় তাদের অভাব অনটন ও দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে উপহাস করত। কোন কোন সময় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও কাপড়-চোপড় দেখে নাক ছিটাত। কোন কোন সময় তাদের নামায ও এবাদত-বন্দেগী দেখেও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। ঈমানদারগণকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করে এমনভাবে তাতে মশগুল হত যে, তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআ'লাকে ভুলে থাকত। নিজেদের কুফরী করার পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে আদৌ কোন চিন্তা-ভাবনা করত না। পার্থিব ধন সম্পদের মধ্যে তারা আত্মহারা হয়ে থাকত। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তাও তাদের মনে উদয় হত না। যদি তারা মৃত্যুর কথা চিন্তা করত, তবে ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য তাদের হত। কিন্তু যেহেতু তারা কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত, কুফরী অবস্থায়ই তারা মৃতুবরণ করে। ফলে তাদের স্থান হবে দোযখে। কিন্তু মুমিন লোকেরা নিজেদের অভাব অনটনে খুবই ধৈর্যের পরিচয় দিত এবং কাফেরদের উপহাসকেও বরণ করে নিত মুখ বুঝে। ফলে আল্লাহ তাআ'লা মুমিনগণকে সাফল্য দান করে বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত লাভের সৌভাগ্য দান করেছেন। দুনিয়ায় কাফেরগণ মুমিনদেরকে উপহাস করত, কিন্তু পরকালে মুমিনগণ কাফেরদেরকে উপহাস করবে। আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে ঈমান গ্রহণের তাওফিক দিয়ে বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

দোযখীদের বিস্ময়কর অনুশোচনা ঃ

দুনিয়ায় কাফের মোশরেকগণ মুমিনদেরকে দেখে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত। কিন্তু তারা দোযখে প্রবেশ করার পর আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদেরকে তাদের সাথে না দেখে তারা বিস্ময়বোধ করবে এবং অনুশোচনায় ভুগতে থাকবে যেমন সূরা সোয়াদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"(দোযখে পৌঁছে) কাফেরগণ বলবে, কি ব্যাপার ঘটল, যাদেরকে আমরা খারাপ লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম তাদের তো দেখাই পেলাম না। আমরা কি তাদেরকে (ভুলবশত) উপহাস করতাম, না তাদেরকে দেখে আমাদের চোখ চক্কর খেত।" —সূরা সোয়াদ– ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ তাদেরকে এখানে দেখছি না, তাহলে বলা যায় যে, তাদেরকে উপহাস করা এবং তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা আমাদের ভুল হয়েছে। আসলে তারা ভাল লোক ছিল তাই আজ তারা এখানে অনুপস্থিত। অথবা হয়ত তারা দোযখেই আছে, কিন্তু আমরা চোখে ধাঁধা দেখছি, তাই তাদেরকে দেখছি না। অতঃপর বেহেশতীগণ যখন তাদের বালাখানায় অবস্থান করে দোযখীদের দেখে হাসবে তখনই তারা বুঝতে পারবে যে, তারাই সাফল্য লাভ করেছে।

বিভ্রান্তকারীদের প্রতি দোযখীদের আক্রোশ ঃ

দুনিয়ার জীবনে যারা কাফেরদের ইসলামের পথ হতে দূরে সরিয়ে রাখত এবং বিভ্রান্ত করত, তাদের প্রতি তারা উত্তেজিত হয়ে সম্বোধন করে বলবে ঃ

"আমরা তোমাদের অনুগত ছিলাম। সুতরাং তোমরা কি আমাদের উপর হতে আল্লাহর শাস্তিকে কিছুমাত্র দূরে সরিয়ে রাখতে পার না? প্রত্যুত্তরে তারা বলবে ঃ

"(তোমাদেরকে কিভাবে বাঁচাব? আমরা নিজেরাই তো মুক্তি পাচ্ছি না) আল্লাহ তাআ'লা যদি আমাদেরকে বাঁচার কোন পন্থা বলে দিতেন তাহলে আমরা তোমাদেরকেও সে পন্থা বলে দিতাম। অস্থির হই বা ধৈর্যধারণ করি আমাদের ব্যাপারে উভয়ই সমান। আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই।" —সূরা ইবরাহীম- ৪র্থ রুকু।

এ সময় কাফেরগণের মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও উত্তেজনার মাত্রা অতিক্রম করবে এবং আক্রোশে আল্লাহ তাআ'লার কাছে ফরিয়াদ করবে ঃ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে তাদের দেখিয়ে দিন, জিন ও মানুষদের মধ্য যারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। আমরা তাদেরকে পদতলে দলিত মথিত করব, যাতে তারা অধিকতর লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়।"

—সূরা সেজদা- ৪র্থ রুকু।

নেতাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়ার আবেদন ঃ

কাফেরগণ তাদের লিডার বা নেতাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআ'লার কাছে আবেদন পেশ করবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ তাআ'লাকে এবং রাসূলকে মানতাম। তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনে চলতাম এবং তাদের আনুগত্য করতাম। তাই আমাদেরকে তারা সত্য পথ হতে বিভ্রান্ত করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে আপনি দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি বর্ষণ করুন বিরাট অভিসম্পাত।" —সূরা আহযাব- ৮ রুকু।

জাহান্নাম প্রহরীদের কাছে আবেদন-নিবেদন ঃ

দোযখীগণ দোযখের শাস্তি ভোগে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট পেয়ে জাহান্নাম প্রহরীদের কাছে শাস্তি লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার আবেদন-নিবেদন জানাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ *

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে (আমাদের জন্য এ মর্মে) সুপারিশ কর যে, তিনি যেন কোন এক দিনের জন্য আমাদের শাস্তিকে হালকা করে দেন।"

তারা বলবে, أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَٰتِ "তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলগণ মুজিযা ও দলিল প্রমাণ নিয়ে এসেছিল না ?"

জওয়াবে দোযখীরা বলবে, হা নিশ্চয় এসেছিল, কিন্তু আমরা তাদের কথা মানিনি।

তখন ফেরেশতাগণ বলবে ঃ فَادْعُوا وَمَا دُعَٰٓؤُا الْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ "তবে (আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করতে পারব না) তোমরাই দোয়া কর। (তাদের দোয়াতেও কোন উপকার হবে না) কেননা পরকালে কাফেরদের দোয়া নিষ্ফল ও ব্যর্থ হবে।" —সূরা মুমিন- ৫ রুকু।

এরপর দোযখের প্রধান কর্মকর্তা মালেক ফেরেশতার কাছে তারা আবেদন করে বলবে ঃ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ "হে মালেক! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর, যাতে তিনি মৃত্যু দান করে আমাদেরকে চিরতরে শেষ করে দেন।"

তখন মালেক ফেরেশতা বলবে ঃ إِنَّكُمْ مَٰكِثُونَ তোমরা সর্বদ্যাই এ অবস্থায় থাকবে (তোমরা এ শাস্তি হতে মুক্তিও পাবে না এবং মারা যাবেও না।)

হযরত আয়ামাশ (র) বলেন, আমি এ মর্মে এক হাদীস পেয়েছি যে, মালেক ফেরেশতার কাছে দোযখীদের আবেদন এবং মালেক ফেরেশতার জবাবের মধ্যে হাজার বছরের দীর্ঘ ব্যবধান হবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

এরপর মালেক ফেরেশতা তাদেরকে বলবেন, তোমরা সরাসরিই আল্লার তাআ'লার কাছে আবেদন ও দোয়া কর। কেননা তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তাই কাফেরগণ আবেদন করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্যই আমাদেরকে আবেষ্টন করে ফেলছিল। আমরা বিভ্রান্ত সম্প্রদায় ছিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন। আমরা পুণরায় যদি কুফরী করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ও জালেম গণ্য হব। এর উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলবেন ঃ اخْسَـُٔوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ "তোমরা এখানে লাঞ্ছিত অবস্থায়ই অবস্থান কর। তোমরা আমার সাথে কথা বল না।"

—সূরা মুমিনুন শেষ রুকু।

হযরত আবুদারদা (রা) বলেন, আল্লাহ তাআ'লার এ উত্তর শুনে কাফেরগণ সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হবে এবং গাধার ন্যায় চিৎকার করতে থাকবে এবং দুঃখ ও অনুশোচনা করতে থাকবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে উল্লেখ আছে, এরপর কাফেরদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে তাদের আকৃতি বিবর্তন লাভ করবে। অবশেষে কোন কোন মুমিনলোক শাফায়াত করে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য এসে দোযখীদের কাউকেই চিনতে পারবে না। দোযখীরা তাকে দেখে বলবে, আমি অমুক। তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, তুমি ভুল বলছ। আমি তোমাকে চিনি না। —তাফসীরে ইবনে কাছীর- ২৫৮ পৃঃ।

তোমরা ওখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাক– এ জবাবের পর দোযখের দরজা বন্ধ করা হবে এবং সেখানেই তারা চিরদিন অগ্নিদগ্ধ হতে থাকবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَٰتِنَا أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ *

"যারা কুফরী করে (ইসলাম গ্রহণ না করে) এবং আমার বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা হবে দোযখের অধিবাসী। তাতেই তারা চিরদিন অবস্থান করবে।"

শেষ কথা

পাঠক মণ্ডলী এ পর্যন্ত দোযখের গঠন প্রকৃতি ও দোযখীদের মর্মান্তিক চিরন্তন শাস্তির অবস্থা পাঠ করলেন। এ কথাগুলো আমি এজন্য লেখিনি যে, ভাসমান দৃষ্টিতে পাঠ করে পুস্তকখানি আলমারিতে উঠিয়ে রাখবেন আর অপরাপর কেচ্ছা, কাহিনীর ন্যায় এ বিষয়গুলোকে পাঠ করে তা স্মৃতির অতল তলে লুকিয়ে রাখবেন। ইতিপূর্বে আমি যেসব বিষয় ও ঘটনাবলী উল্লেখ করেছি, তা সবই কোরআন ও হাদীসের। নিঃসন্দেহে এগুলো বিশুদ্ধ ও সহীহ। এ বিষয়গুলো যদি বারবার পাঠ করা যায় এবং নিজের খারাপ চরিত্র ও বদ আমলের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, তাহলে কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তিও নিজের জীবনকে খুব সহজেই পরিবর্তন করে নিতে পারে। নিজকে দোযখের পথ হতে ফিরিয়ে রেখে বেহেশতের পথে পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু শর্ত হল আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসূলকে সত্য মনে করতে হবে এবং তাদের বর্ণনাকৃত দোযখের অবস্থাকে সত্য, সঠিক ও বাস্তব মনে করতে হবে।

মুমিন বান্দারা সর্বদা নিজের জীবনের হিসাব নিজেই গ্রহণ করেন। আল্লাহর দরবারে দোযখের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'নয়ন ভাসিয়ে দোয়া করতে থাকেন। যে ব্যক্তি দোযখের এসব অবস্থাকে সঠিক মনে করে নিজের জীবনকে দুনিয়ার, আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা এবং ক্ষণস্থায়ী মান-সম্মান ও ধন-সম্পদের মধ্যে বিভোর থাকা হতে রক্ষা করে, সে ব্যক্তিই ভাল কাজ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার মধ্যে দোযখকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আর বেহেশত গোপন রাখা হয়েছে নফসের অপছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে।" —বোখারী, মেশকাত।

অর্থাৎ গুনাহগার ও ফাসেক লোকেরা পার্থিব জীবনে আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার মধ্যে দিন যাপনের জন্য এমন কাজে লিপ্ত হয়, যার আড়ালে রয়েছে দোযখ। আর পুণ্যময় লোকেরা নাফসের অপছন্দনীয় জিনিসের মধ্যে জড়িত হয়ে এমন সব কাজে নিয়োজিত হয়, যার অন্তরালে রয়েছে বেহেশত। যারা আত্মহত্যা করে মনে করে যে, আমরা দুনিয়ার বিপদমুক্ত হলাম, তাদের তো দোযখের অবস্থা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। আর যারা দুনিয়ার বিপদ-আপদ বালা-মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশায় অস্থির হয়ে বলে, আমার জন্য দোযখেও কি জায়গা নেই? তাদেরও দোযখের অবস্থা সম্পর্কে কোন খবর নেই।

আসল কথা হল দোযখের আগুন, দোযখের সাপ, বিচ্ছু, আগুনের কাপড়ের শাস্তির অবস্থা এবং দোযখের খাদ্যবস্তু ইত্যাদি বিষয় যদি মনের কিনারায় জাগরুক থাকে, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া, মন্ত্রীত্ব করা, নেতৃত্ব করা, এবং অন্যান্য পদলাভের জন্য গুনাহের কাজ করা, হারাম কামাই করা, ধন-সম্পদ প ীভূত করা ও বিষয়-সম্পত্তি লাভকরণে কখনও কেউ নিজের পরকালকে বিনষ্ট করত না। যার মনের আঙ্গিনায় দোযখের পিপাসাকাতর ও ক্ষুধার্ত থাকার কথা জাগরুক থাকে, সে কি কখনো রোযা পরিত্যাগ করতে পারে? যার মনে দোযখের লেলিহান শিখার কথা স্মরণ থাকে সে কি কখনো নিদ্রা ও ক্ষণস্থায়ী আরামের জন্য নামায নষ্ট করতে পারে? দোযখের সাপ বিচ্ছুর দংশনের বিষক্রিয়ার কথা জানা থাকলে, সে কি কখনো বলতে পারে যে, দাড়ি রাখলে খুজলী হয় ? যাদের হুব্বুল হুজনের কথা জানা আছে, তারা কি রিয়াকার হয়ে ইবাদত করতে পারে ? ছবি নির্মাণ ও মূর্তি বানানোর পরিণামের কথা যারা জ্ঞাত, তারা কি কখনো প্রাণীর ছবি বানাতে পারে ? যাদের এ কথা স্মরণে থাকে যে, মদ পান করার শাস্তি হচ্ছে দোযখীদের দেহ হতে গলিত পুঁজ ও নির্ঝরা পান করা, তারা কি কখনো মদের ধারে কাছও যেতে পারে? কখনও নয়, কখনও নয়।

আসল কথা হচ্ছে, বেহেশত ও দোযখের অবস্থাটি শুধু আমাদের মুখের সীমায়ই আবদ্ধ হয়ে আছে, অন্তর ও বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছেনি। নতুবা বড় গুনাহ তো দূরের কথা, আমাদের দ্বারা ছোট গুনাহ সংঘটিত হওয়াও সম্ভব হত না। হযরত আলী (রা) বলেন, বেহেশত ও দোযখ যদি আমার সম্মুখে রাখা হয়, তাহলে আমার ইয়াকীন ও বিশ্বাসে কিছুমাত্রও বৃদ্ধি ঘটবে না। অর্থাৎ গায়েব বিষয়ের প্রতি আমার ঈমান এতটা দৃঢ় ও মজবুত যে, নয়ন দ্বারা অবলোকন করলে যেরূপ বিশ্বাস হয়, বিনা দর্শনেও আমার অনুরূপ ঈমান রয়েছে। দোযখের অবস্থার বিশ্বাস যাদের হৃদয়ের গভীরে স্থান পেয়েছে তারা গুনাহ করা তো দূরের কথা; এ দুনিয়ায় তারা কখনো হাসতে পারে না, খুশীতে আহলাদিত হতে পারে না।

আত্তারগীব অত্তারহীব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফেরেশতা জিবরীল (আঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ফেরেশতা মিকাইলকে কখনো হাসতে দেখিনি, এর কারণ কি? জিবরীল (আ) বললেন, দোযখ সৃষ্টির পর থেকে সে কখনো হাসেনি। —আহমদ, আততারগীব অততারহীব।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে,কোন এক সময় রাসূলুলাহ (সঃ) বলেছেন, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁর কসম! আমি যে দৃশ্য অবলোকন করেছি, তোমরা যদি সে দৃশ্য অবলোকন করতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি দৃশ্য দেখেছেন? নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি বেহেশত ও দোযখ দেখেছি। —আততারগীব।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, মানুষের হাসি দেখে আমার খুব বিস্ময় লাগে, অথচ দোযখ হতে রক্ষা পাওয়ার তাদের কোন নিশ্চয়তা নেই। হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন,কোন এক সময়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘর থেকে বাইরে গেলেন। তিনি দেখলেন, লোকেরা হা হা করে হাসছে। এ হাসি দেখে তিনি বললেন, তোমরা যদি স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুটি অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে, তাহলে তোমাদেরকে এ অবস্থায় দেখতাম না, যে অবস্থায় এখন তোমাদেরকে দেখছি। —মেশকাত।

মোটকথা সচেতন মানুষ সে-ই, যে নিজের পরকালের জীবন গঠনে এবং গুনাহের মাধ্যমে দু'চার দিনের ধন-সম্পদ মান-সম্মান শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে নিজকে দোযখের পাত্রে পরিণত না করে। পরকালে যখন কঠিন শাস্তিতে নিপতি হবে, তখন অনুশোচনা করায় কোনই ফলোদয় হবে না।

বেহেশতের ন্যায় চির সুন্দর ও শান্তিময় স্থান লাভ করা সম্পর্কে উদাসীন হওয়া এবং চির অশান্তি ও দুঃখ-বেদনাপূর্ণ স্থান দোযখ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন চিন্তা না করা নির্বোধের কাজ ছাড়া কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমারা যতটা সম্ভব বেহেশতের সন্ধান কর, এবং যতটা সম্ভব দোযখ হতে দূরে পালাও। কেননা যে লোক বেহেশতের সন্ধানী হয় এবং দোযখ হতে ভয়ে পালায়, তার কখনো চিন্তাহীন নিদ্রা হতে পারে না।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়াজ (রা) বলেন, মানুষ অভাব-অনটন ও দরিদ্রতাকে যতটা ভয় করে যদি দোযখকেও ততটা ভয় করত, তাহলে তারা সরাসরি বেহেশতে পৌছে যেত। হযরত মুহাম্মদ বিন আল মুনকির (রা) যখন রোনাজারী করতেন, তখন অশ্রু দিয়ে স্বীয় চেহারা ও দাড়ি মুছে নিতেন। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলতেন ঃ আমি এ হাদীস অবগত হয়েছি যে, সে স্থানে দোযখের আগুনের স্পর্শ লাগবে না, যে স্থানে আল্লাহর ভয়ে নয়নের অশ্রু প্রবাহিত হয়।

জয়নাল আবেদীন (রা) কোন এক সময় নামায পড়লেন। এমন সময় হঠাৎ ঘরে আগুন লেগে গেল। কিন্তু তিনি নামায ছেড়ে আগুন নেভাতে আসলেন না। নামাযেই মশগুল রইলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি ঘরে আগুন লাগার খবর পাননি ? তিনি বললেন, আমাকে পরকালের আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে অমনোযোগী করে রেখেছিল।

কথিত আছে যে, জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি নিদ্রার জন্য শয্যায় গেলেন। তিনি ঘুমাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘুম আসছিল না। তিনি উঠে অজু করে নামায পড়া শুরু করলেন। আর আল্লাহ পাকের দরবারে এ.মোনাজাত করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, দোযখের আগুনের ভয়ে আমি ঘুম হারিয়ে ফেলেছি। অতঃপর সুবহে সাদিক পর্যন্ত নামাযেই মশগুল রইলেন।

আবু ইয়াজিদ (রা) সর্বদাই কাঁদতে থাকতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআ'লা যদি বলতেন যে, গুনাহের কাজ করলে সর্বদা গোসলখানায় বন্দী করে রাখা হবে, তাহলে সে ভয়েও কখনো আমার অশ্রুধরা বন্ধ হত না। তিনি যখন গুনাহের কারণে সেই দোযখে বন্দী করে রাখার কথা বলেছেন, যার আগুন তিন হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়েছে, তখন কিভাবে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারি। আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করুন। আমীন!!

পরিশিষ্ট

দোযখ হতে রক্ষা পাওয়ার কিছু দোয়া

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবী (রা)গণকে যেভাবে কোরআন মজীদের সূরা শিক্ষা দিতেন, এ দোয়াটিও অনুরূপ গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দিতেন। —মুসলিম।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে দোযখের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবর আযাব থেকে। দাজ্জালের জীবন ও মৃত্যুর ফেৎনা হতে। —মুসলিম।

২. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুব বেশি বেশি করে এ দোয়া করতেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান আর আগুনের আযাব থেকে পরিত্রাণ দান করুন। —বোখারী, মুসলিম।

৩. রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম নামক এক সাহাবীকে বলেছেন, মাগরিব নামাযের পর কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার এ দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ "হে আল্লাহ আমাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"

এ দোয়া পাঠ করার পর যদি ঐ রাতে তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে দোযখের আযাব থেকে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। আর ফজর নামাযের পর কারো সাথে কথা না বলে এ দোয়া সাতবার পাঠ করলে ঐ দিন যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে অবশ্যই তোমাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

—নাসায়ী, আবু দাউদ, আততারগীব।

৪. রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তিনবার আল্লাহ তাআ'লার কাছে বেহেশতের প্রার্থনা করলে বেহেশত তার জন্য এ দোয়া করে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ "হে আলাহ! একে বেহেশতে দাখিল করুন।"

আর কোন ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর কাছে দোযখের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে দোযখ তার জন্য এ দোয়া করে ঃ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ

"হে আল্লাহ! একে দোযখের আগুন হতে বাঁচান।" —তিরমিযী।

এখানেই শেষ করছি। চক্ষুসমানদের জন্য অল্পই যথেষ্ট, কিন্তু গাফেলদের জন্য গাদা গাদা পুস্তকও কিছু নয়। সর্বশেষ পাঠকবর্গের কাছে এ ফকীর ও অধমের জন্য এবং আমার পিতা সুফী মুহাম্মদ সাদেক (র)-এর জন্য দোযখের আগুন থেকে মুক্তি ও বেহেশতুল ফেরদাউস লাভের জন্য দোয়া করার আবেদন পেশ করছি।

চতুর্থ অধ্যায়

জান্নাতের নেয়ামত বা বেহেশতের সুখ-শান্তি

বেহেশতের নির্মাণ সামগ্রী

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশত কি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে ? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, একটি স্বর্ণের ইট এবং একটি রৌপ্যের ইট এবং তার গাঁথুনীর মশল্লা হচ্ছে সুগন্ধী মেশক, আর কঙ্কর হচ্ছে মনিমুক্তা ও ইয়াকুত পাথর। আর তার মাটি হচ্ছে জাফরান। যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে, সে সর্বদাই অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে জীবন যাপন করবে। সে কখনো কোন কিছুর অভাব বোধ করবে না, চিরকাল সেথায় অবস্থান করবে। কখনো তার মৃত্যু ঘটবে না। বেহেশতীদের কাপড় কখনো পুরন হবে না এবং তাদের যৌবনও কখনো বিনষ্ট হবে না। —তিরমিযী, আহমদ, মেশকাত।

বেহেশতের প্রশস্ততা

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতের প্রশস্ততা বর্ণনায় বলেন ঃ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন বেহেশতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও, যে বেহেশতের প্রশস্ততা হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার সমান। তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তার শেষ রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।" —সূরা হাদীদ- ৩য় রুকু।

বেহেশত হচ্ছে এক বিশাল প্রশস্তময় স্থান। একজন সাধারণ মানুষ যে বেহেশত লাভ করবে, তার প্রশস্ততা দ্বারা বেহেশত যে কত বড় ও বিশাল তা অনুমান করা যায়। এক হাদীসে আছে, একজন সাধারণ বেহেশতী এক হাজার বছর পথ চলার দূরত্বে আপন নেয়ামতকে দেখতে পাবে।

—তিরমিযী, বায়হাকী, আততারগীব অততারহীব।

অন্য এক হাদীসে আছে, একজন সাধারণ বেহেশতী যে স্থান লাভ করবে, তা সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার দশগুণ স্থানের সমান হবে। —মুসলিম, মেশকাত।

মানুষের বোধগম্য করা এবং তাদেরকে সহজে বুঝানোর জন্য সূরা হাদীদে বেহেশতের প্রশস্ততাকে আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার সমান বলা হয়েছে।

সূরা আলে ইমরানে عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ (বেহেশতের প্রশস্ততা সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সমান) বলা হয়েছে। আর এর বিশ্লেষণে সাধারণ বেহেশতী ব্যক্তির বেহেশত লাভের উপমা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে একশত দরজা রয়েছে। সেসব দরজার কোন একটিতে যদি সমস্ত সৃষ্টি জগত রাখা হয়, তাহলে তা সবই রাখা যাবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

বেহেশতের দরজাসমূহ

খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি ভালভাবে অযু করে, অতঃপর এ কালিমা পাঠ করে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল) তাহলে তার জন্য বেহেশতের আটটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। সে আপন ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দরজাপথে প্রবেশ করতে পারবে।

—মুসলিম, মেশকাত।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতের আটটি দরজা রয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পথে একই রকম দু'টি জিনিস ব্যয় করে। (যেমন– দু'দিরহাম, দু'দিনার, দু'টাকা, দু'টি কাপড়) তাহলে বেহেশতের দরজাসমূহ হতে তাঁকে আহ্বান করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযী ছিল, নামাযের দরজা হতে তাঁকে ডাকা হবে। যে জিহাদ করেছেন, তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। সে দানকারী হলে তাকে দানের দরজা হতে ডাকা হবে। সে রোযাদার হলে তাকে বাবে রাইয়ান দরজা হতে ডাকা হবে? একথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। সকল দরজা থেকেও কি কাউকে ডাকা হবে। আসলে এর তো কোন প্রয়োজন নেই, কেননা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই বেহেশতে প্রবেশ করা হয়। তারপরও জিজ্ঞেস করছি এমনটি কি হবে যে, কাউকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সকল দরজা থেকে ডাকা হবে?

প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, হ্যাঁ এমন লোকও হবে (যাকে সমস্ত দরজা থেকে ডাকা হবে।) আমি আশা করি তুমি হবে তাদের মধ্যে একজন।

—বোখারী, মুসলিম।

ফাতহুলবারী গ্রন্থকার লিখেছেন, এ হাদীস দ্বারা বেহেশতের চারটি দরজার কথা জানা যায়। একটি হচ্ছে নামযের দরজা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে জিহাদের দরজা, তৃতীয়টি হচ্ছে দান-সদকার দরজা এবং চতুর্থটি হচ্ছে রাইয়্যান বা রোযার দরজা।

অতঃপর তিনি লিখেছেন , নিঃসন্দেহে বেহেশতে হজ্বের একটি দরজা থাকবে। আর সেসব ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র একটি দরজা হবে, যারা গোস্সাকে দমন করে। যে সম্পর্কে মসনদে আহমদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, বেহেশতে আরও একটি দরজা হবে তাওয়াক্কুলকারী বান্দাদের জন্য, যারা বিনা

হিসাবে ও বিনা দুঃখ-কষ্টে এ দ্বারপথে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর একটি দরজা হবে যিকিরের দরজা। এ সম্পর্কে তিরমিযীতে এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, অষ্টম দরজাটি যিকিরের দরজা না হয়ে বরং ইলমের দরজা হবে। —ফাতহুল বারী– ৭ম খণ্ড ২৮ পৃঃ।

ফাতহুল বারী গ্রন্থে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "নেক আমলকারীদের জন্য আলাদা আলাদা দ্বারপথ নির্ধারণ করা হয়েছে", এখানে নেক আমল দ্বারা ফরজ-ওয়াজিব বুঝান হয়নি বরং তা দ্বারা নফল নেক আমলকে বুঝান হয়েছে। কেউ কোন নফল আমল খুব বেশি পরিমাণে করলে, সেই নফল আমলের জন্য সে ব্যক্তি নির্ধারিত দ্বারপথে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। —ফাতহল বারী–ঐ।

এক সময় বসরা প্রদেশের আমীর হযরত উৎবা ইবনে গাজওয়ান (রা) খুৎবার সময় বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা এমন এক জগতের অভিযাত্রী হবে, যেখান থেকে তোমাদের আর কোথাও যেতে হবে না। সুতরাং এখান থেকে তোমাদের উত্তম আমল নিয়ে রওয়ানা হওয়া উচিত। আমাদেরকে জানান হয়েছে যে, বেহেশতের দরজাসমূহের দু'দরজার মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হচ্ছে চল্লিশ বছর পথ চলার সমান। আর এটা নিশ্চিত বিষয় যে, এমন একটি দিন আসবে যে, প্রবেশকারীদের প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে এত বড় বিশাল দরজাও সংকীর্ণ হয়ে যাবে। —মুসলিম, আততারগীব অততারহীব।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! বেহেশতের দরজাসমূহের দু'দরজার মধ্যবর্তী দূরত্ব এত বিশাল হবে। যেমন মক্কা ও হিজরের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

—বোখারী, মুসলিম।

মাজমাউল বোখারী গ্রন্থকার লিখেন, হিজর হচ্ছে বাহরাইনের তৎকালীন রাজধানীর নাম।

উপরোক্ত হাদীস দু'টি দ্বারা বেহেশতের দরজাসমূহের প্রশস্ততা সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল। প্রথম হাদীসে দু'দরজার মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্বের কথা বলা হয়েছে চল্লিশ বছর পথ চলার সমান। আর দ্বিতীয় হাদীসে মধ্যবর্তী দূরত্বকে মক্কা ও হিজরের দূরত্বের উপমা দেয়া হয়েছে। বুঝার সহজকরণের জন্যই পরিভাষায় কখনো এভাবে কখনো ওভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বেহেশতের দরজাসমূহের প্রশস্ততা যে, অনেক অনেক বিশাল সেকথা নিশ্চিত। যেমন ঘর তেমনই তার দরজা।

হযরত সহল ইবনে সায়াদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অবশ্যই আমার উম্মতের সত্তর হাজার অথবা সাত লাখ লোক পরস্পরের হাত ধরাধরি করে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের কাতারের প্রথম ব্যক্তি তখনও পর্যন্ত প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কাতারের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ তাদের কাতারের সব লোক একই সময় প্রবেশ করবে।) অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, তাদের চেহারা এতটা উজ্জ্বল হবে, যেন চতুর্দশী পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ। —বোখারী, মুসলিম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

বেহেশতে প্রবেশকারীদের দু'টি দল

সূরা ওয়াক্বিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা তিন দল লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে।

১. আসহাবুল ইয়ামীন বা আসহাবুল মায়মানা– অর্থাৎ ডানহাতে আমলনামা প্রাপ্তগণ।

২. মুকার্‌রিবীন অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যেমন– নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও আল্লাহর অলীগণ।

৩. আসহাবুশ শিমাল বা আসহাবুল মাশয়ামা অর্থাৎ বাম হাতে আমলনামাপ্রাপ্তগণ।

উপরোক্ত প্রথম দু'দল বেহেশত লাভ করবেন বটে, কিন্তু তাদের পদমর্যাদায় অনেক ব্যবধান থাকবে। নৈকট্যপ্রাপ্তগণ বিশেষ বিশেষ উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। আর ডানহাতে আমলনামাপ্রাপ্ত সাধারণ মুমিনগণ সেই অনুসারে নিম্ন শ্রেণীর সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। আর তৃতীয় দলটির ভাগ্যে জুটবে দোযখ।

আল্লাহ তাআ'লা প্রথমত নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, তাদের মধ্যে বিরাট একটি দল হবে পূর্বকালের অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীর আগের জমানার লোক। আর ক্ষুদ্র একটি দল হবে পরবর্তী কালের লোক।

পূর্বকালের এবং পরবর্তীকালের লোক কারা হবে সে সম্পর্কে বয়ানুল কোরআন গ্রন্থকার লেখেছেন, مُتَقَدِّمِيْنَ পূর্বকালের লোকদের দ্বারা হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জমানার আগেকার লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর পরবর্তীকালের দ্বারা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানের কথা বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর তিনি লিখেছেন, পূর্ব জমানায় অধিক লোক হওয়া এবং পরের জমানায় কম লোক হওয়ার কারণ হচ্ছে, বিশেষ লোকের সংখ্যা প্রত্যেক জমানাতেই কম হয়ে থাকে। যেহেতু নবী করীম (সঃ)-এর পূর্বের সময় কালটি ছিল অনেক অনেক দীর্ঘ। সুতরাং দীর্ঘ এ সময়ে যে পরিমাণ বিশেষ লোক পাওয়া যাবে, তাদের মধ্যে এক লাখ বা দু'লাখই হবেন নবী-রাসূল। আর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সে অনুসারে ছোট জমানায় বিশেষ লোকদের সংখ্যা হবে কম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তার তাফসীরে পূর্ব জমানা ও পরের জমানার সূত্র আলোচনায় আর একটি মতবাদও উল্লেখ করেছেন।

—তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪র্থ খণ্ড ১০৪ পৃঃ।

এখন নৈকট্যপ্রাপ্তদের পুরস্কারের আলোচনায় আসুন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"অগ্রগামীগণ তো অগ্রগামী হয়েছে। তারাই হচ্ছেন আল্লাহর নেকট্যপ্রাপ্ত। তারা হবেন নেয়ামতপূর্ণ বেহেশতের অধিবাসী। তাদের মধ্যে বিরাট একটি দল হবে আগের জমানার, আর ছোট একটি দল হবে পরবর্তী জমানার। তারা স্বর্ণনির্মিত আসনে একে অপরের সম্মুখে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবেন। আর তাঁদের চতুর্পাশে ঘুরবে চির কিশোর বালকগণ, তাদের সেবায় পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত শূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে। সে শূরা পানে তাদের শীরঃপীড়া হবে না এবং তারা অজ্ঞানও হবেন না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল এবং তাদের চাহিদা মাফিক পাখীর গোশত নিয়ে (তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে)। আর তাদের জন্য থাকবে আয়াতলোচনা হুর। যারা সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ। এসব দেয়া হবে তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ। সেখানে তারা কোন অসার কথা ও পাপ বাক্য শুনবে না। কেবল শুনবে তারা সালাম আর সালাম অর্থাৎ শান্তিময় কথা। —সূরা ওয়াকিয়া, ১০-২৬।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা আসহাবুল ইয়ামীন বা আমলনামা ডানহাতে প্রাপ্তদের পুরস্কার সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"আর যারা ডান হাতের মালিক অর্থাৎ ডান হাতে আমলনামা পেয়েছে, সে কতই না উত্তম। তাঁরা অবস্থান করবে এমন এক বেহেশতে, যেখানে থাকবে কণ্ঠকহীন কুল বৃক্ষ, ক্যাদিভরা কদলী গাছ, সম্প্রসারিত বিরাট ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল, যা কখনো শেষ হবে না এবং যা বন্ধ করাও হবে না। আর থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা। আর আমি হুরদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা আসহাবুল ইয়ামীন বা ডানদিকের লোকদের জন্য। তাদের এক বিরাট দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে হতে, আর এক বড় দল হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

—সূরা ওয়াকিয়া- ২৭-৪০

নৈকট্যপ্রাপ্তদের পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সেসব সামগ্রী যা শহুরে লোকদের কাছে খুব প্রিয়, আর ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সেসব সামগ্রী যা গ্রাম্য লোকদের কাছে খুব পছন্দনীয়। সুতরাং এর দ্বারা এ ইংগিতই পাওয়া যায় যে, শহুরে ও গ্রাম্য লোকদের মধ্যে মান ও মর্যাদায় যেরূপ পার্থক্য বিদ্যমান, অনুরূপ নৈকট্যপ্রাপ্ত ও ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের মান-মর্যাদায়ও ব্যবধান হবে। —বয়ানুল কোরআন।

এখানে এ অর্থ বুঝার কোন অবকাশ নেই যে, নৈকট্যপ্রাপ্তদের পুরস্কার স্বরূপ যেসব সামগ্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ডান হাতে আমলমানা প্রাপ্তগণ তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের পুরস্কারে যেসব সামগ্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য থাকবে না। কেননা নেয়ামতের মধ্যে তো সবই থাকবে, এবং কচি বালক, হুর গেলমান শরাবের পাত্র, ফলমূল ইত্যাদি সবই তারা পাবে। তবে এ আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, নৈকট্যপ্রাপ্ত ও ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের শ্রেণী ও মর্যাদায় বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য থাকবে।

সাধারণ বেহেশতীদেরকেই আসহাবুল ইয়ামীন (ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত) বলা হয়েছে। কেননা তাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। যদিও এ বিষয়টি নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের বেলায়ও প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণ মুমিনগণকে বিশেষভাবে এ নামে উল্লেখ করা দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যে আসহাবুল ইয়ামীন হওয়ার বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অধিক কোন বৈশিষ্ট্য, যেমন বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি নেই। —বয়ানুল কোরআন।

সম্মানের সাথে বেহেশতে প্রবেশ ও ফেরেশতাদের মুবারকবাদ

এ প্রসঙ্গে সূরা হিজর এ আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِى جَنّٰتٍ وَعُيُوْنٍ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ *

"নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ প্রবাহিত প্রস্রবণ ও বেহেশতের অধিবাসী হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা চিরশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বেহেশতে প্রবেশ কর।" —সূরা হিজর-৪র্থ রুকু।

সূরা ঝুমারে বলেন ঃ "অবশেষে তারা যখন বেহেশতের কাছে আসবে, তখন বেহেশতের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করা হবে। আর বেহেশতের প্রহরী ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা চিরসুখী হও এবং চিরস্থায়ীভাবে বেহেশতে প্রবেশ কর।" —সূরা যুমার শেষ রুকু।

অর্থাৎ তাদেরকে বেহেশতে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য সম্মান প্রদর্শন ও অভ্যর্থনার মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করান হবে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য আগে থেকেই বেহেশতের দরজা খুলে রাখা হবে। বেহেশতের প্রহরী ফেরেশতা তাদেরকে সালাম করবে এবং সুখী-সমৃদ্ধশালী ও বিলাসবহুল জীবনের জন্য মুবারকবাদ জানাবে। আর তাদেরকে শুনানো হবে যে, আপনারা এমন এক স্থানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যাচ্ছেন, যেখানে রয়েছে শান্তি আর শান্তি। সেখানে ভয়-ভীতি, দুঃখ-চিন্তা, বেদনা, অস্থিরতা ইত্যাদি কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সেখানে শান্তি ও আমোদ-প্রমোদের পরিবেশ থাকবে চির বিরাজমান।

বেহেশতে প্রবেশের পর মুবারকবাদ

বেহেশতে প্রবেশের পর ফেরেশতাগণ চতুর্দিক থেকে এসে মুমিনদেরকে মুবারকবাদ জানাবেন। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যারা স্বীয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পার্থিব জীবনে ধৈর্য ধারণ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করেছে। আর ভাল ও পুণ্যময় কর্ম দ্বারা খারাপ ও পাপ কাজের অপনোদন করেছে। তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

অর্থাৎ তারা চিরস্থায়ীভাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তাদের পিতা-মাতা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা উপযুক্ত হবে, তারাও বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতাগণ প্রত্যেক দরজা হতে মুবারকবাদ জানানোর জন্য তাদের কাছে আসবে। তারা বলবে, ধৈর্য ধারণ করার কারণে তোমাদের প্রতি সালাম। তোমাদের শুভ পরিণাম কতই না সুন্দর ও উত্তম।" —সূরা রা'আদ – ৩ রুকু।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, বেহেশতীদেরকে বেহেশতে প্রবেশের জন্য মুবারকবাদ জানাতে ফেরেশতাগণ চতুর্দিক থেকে দলে দলে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। আর তাদের পুরস্কার আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ এবং চিরশান্তি নিকেতনে নবীগণ এবং সিদ্দীকগণের প্রতিবেশীরূপে বসবাস করার যে সৌভাগ্য হয়েছে। সে জন্য তারা তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবেন। —তাফসীরে ইবনে কাছীর– ২য় খণ্ড ৫১০ পৃঃ।

বেহেশতে প্রবেশের পর বেহেশতীদের শুকরিয়া আদায়

বেহেশতীগণ বেহেশতে প্রবেশের পর আল্লাহ তাআ'লার শুকরিয়া জ্ঞাপনে পঞ্চমুখ হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"বেহেশতীগণ (বেহেশতে প্রবেশ করার পর) বলবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআ'লার জন্য নিবেদিত, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিকে আমাদের কাছে সত্য প্রমাণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ সুখময় বেহেশতের অধিকারী করেছেন। ফলে বেহেশতের যে স্থানে ইচ্ছে আমরা স্থানগ্রহণ করে নিতে পারি। বাস্তবিকই (পার্থিব জীবনে) উত্তম আমলকারীদের জন্য এটা চমৎকার প্রতিদান।"

—সূরা যুমার– শেষ রুকু।

"আমাদের যেখানে ইচ্ছে হয় সেখানেই স্থান গ্রহণ করে নিতে পারি" এ কথাটির অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক বেহেশতীকে বিরাট বিরাট স্থান দান করবেন। তাদের পুরোপুরি অধিকার রয়েছে যে, তারা যেখানে ইচ্ছে সেখানেই অবস্থান করতে পারবে, তাতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে না। আর সেখানে এমন কোন জায়গাও থাকবে না যা বসবাসের অনুপযোগী। তারা যদি আপন স্থান ছেড়ে অন্য কোন বেহেশতীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তবে তাও তাঁরা করতে পারবে।

সূরা আ'রাফে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তাদের একে অপরের প্রতি যে বিরূপ মনোভাব ছিল, আমি তা তাদের অন্তর থেকে দূর করে দেব। আর বেহেশতের তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। আর তারা বলতে থাকবে, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআ'লার জন্য যিনি আমাদেরকে এ স্থানে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা যদি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন, তাহলে আমরা এ স্থানে পৌঁছতে পারতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূল মহাসত্যসহ এসেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, তোমরা যে পার্থিব জীবনে আমল করতে তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এ বেহেশতের অধিকারী করা হল।" —সূরা আর'াফ– ৫ম রুকু।

বেহেশতীদের প্রথম নাস্তা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন পৃথিবী একটি রুটির মত হয়ে যাবে। আর মহা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী সত্তা আপন কুদরতের সাহায্যে তাকে এমন ভাবে ওলট পালট করবেন। তোমরা যেমন পরিভ্রমণের সময় রুটি এপিঠ ও পিঠ করে থাক। আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীদের জন্য পৃথিবীকে প্রথম নাস্তার বস্তুতে পরিণত করবেন। নবী করীম (সঃ) একথা বলার সময়ে সেখানে জনৈক ইহুদীলোক এসে উপস্থিত হয়ে বলে উঠল, হে আবুল কাসেম, দয়াময় তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন। আমি কি তোমার কাছে একথা বলব যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীগণকে প্রথমত কি দ্বারা মেহমানদারী করবেন? নবী করীম (সঃ) বললেন, হ্যাঁ বল। তখন সে অনুরূপ কথাই বলল, ইতিপূর্বে নবী করীম (স) যেরূপ বলেছিলেন। পৃথিবীকে একটি রুটিতে পরিণত করা হবে। (আর বেহেশতবাসীরা সর্বাগ্রে তা নাস্তারূপে আহার করবে।) বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সঃ) ইহুদী ব্যক্তির মুখে একথা শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যে, তার নীচের দাঁড়ি মুবারকও দেখা যাচ্ছিল।

তিনি এ আনন্দেই হেসেছিলেন যে, মহান আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী নবীদেরকে যে জ্ঞান দান করে ছিলেন, তা আমাকেও দান করেছেন। যে জ্ঞানের কিছু কিছু অংশ বর্ণনা পরম্পরায় ইহুদীদের মাঝেও প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করেছে। এরপর ঐ ইহুদী ব্যক্তি বলল, আমি কি আপনাকে এও জানাবো যে, বেহেশতীগণের ব্যঞ্জন বা তরকারী কি হবে? যা দ্বারা তারা প্রথম মেহমানীর পৃথিবীর জমীনের তৈরী রুটি ভক্ষণ করবে? রাসূল (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাও বল। ইহুদী বললো ঃ তাদের ব্যঞ্জনা বা রুটি খাবার তরকারী হবে ষাঁড়ের গোশত ও মাছ। আর সে ষাঁড় ও মাছের কলিজা এত বড় হবে যে, তার বাড়তি অংশ দ্বারা সত্তর হাজার ব্যক্তি নাস্তা খেতে পারবে। —জামউল ফাওয়ায়েদ।

বেহেশতে পানাহারের জন্য থাকবে অফুরন্ত নেয়ামতরাজী। সেখানে অবস্থান নেয়ার পর বেহেশতীগণ নিয়মিতভাবে পানাহার করতে থাকবেন। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রথম মেহমানদারীর জন্য তাদেরকে যে নাস্তা প্রদান করা হবে, তা হবে পৃথিবীর রুটি। এ নাস্তা খাওয়ানোর মধ্যে এ ফায়দা নিহিত আছে যে, পৃথিবীতে নানা প্রকার মজাদার জিনিস রয়েছে, যা বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের ফল-মূল শস্য ও সব্জীসহ অন্যান্য বস্তুতে বিদ্যমান। যেহেতু কোন মানুষই পৃথিবীতে উৎপাদিত সমস্ত নেয়ামত আহার করেনি বরং অনেক ফলমূল ও খাদ্যবস্তু হতে তারা ছিল বঞ্চিত। এ কারণে পৃথিবীকে রুটিতে পরিণত করে বেহেশতীগণকে মোটামুটিভাবে সমস্ত বস্তুর স্বাদ আহরণ করান হবে। ফলে তারা যখন বেহেশতের নেয়ামতসমূহ পানাহার করবে, তখন বাস্তবভাবে সকলের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হবে যে, দুনিয়াতে যা কিছুই আমরা আহার করেছি তা বেহেশতের নেয়ামতের তুলনায় কিছুই নয়।

উপরোক্ত হাদীসে ইহুদী ব্যক্তি যে রুটির সাথে ষাঁড়ের গোশত ও মাছের নাস্তার কথা উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (সঃ) তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় সে সঠিক কথাই বলেছে। আর কলিজার বাড়তি অংশ দ্বারা সত্তর হাজার মানুষ খেতে পারবে, এ কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী (র) লেখেছেন, কলিজার সাথে এক টুকরা মাংস থাকে। যা পুরো কলিজার সর্বোত্তম অংশ। কলিজার বাড়তি অংশ দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমরা তো সাভাবিকভাবে দেখি যে, যখন কোন পোকা-মাকড় ধরনের কিছু খাদ্যের সাথে মিশে যায়, তখন সে খাদ্য খাওয়া হয় না। সুতরাং পৃথিবীকে রুটিতে পরিণত করা হলে তা কিভাবে আহার করা যাবে?

এর উত্তর হচ্ছে, পৃথিবীতে যত প্রকার খাদ্যশস্য ফলমূল, তরিতরকারি ও শাকসজি পাওয়া যায় সবই মাটি থেকে উৎপন্ন হয়। যে মহাশক্তিমান সত্তা মাটি হতে এসব মজাদার জিনিস উৎপন্ন করেন, তার এ ক্ষমতাও রয়েছে যে, মূল মাটিকেও তিনি খাদ্যসামগ্রীতে পরিণত করতে পারেন এবং তাকে তিনি এমনভাবে তৈরী করবেন যে, তা খেতে যেমন মজাদার হবে এবং গলধকরণেও হবে তদরূপ সহজ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআ'লা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

বেহেশতীদের অবয়ব, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুলাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে সর্বপ্রথম যে দলটি প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে চতুর্দশী পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল। এরপর দ্বিতীয় দলে যারা বেহেশতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে উজ্জল তারকার ন্যায় । বেহেশতের সমস্ত লোক একমনা হবে। (তাদের দেহ বিভিন্ন হলেও তারা হবে একমনা এবং পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ।) তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকবে না এবং তাদের মধ্যে থাকবে না কোন হিংসা-বিদ্বেষ। তাদের প্রত্যেকের জন্য (হুরদের মধ্য থেকে) কম পক্ষে দু'জন স্ত্রী থাকবে। সে স্ত্রীদের প্রত্যেকের পায়ের নলার হাড় মাংসের উপর দিয়ে পরিদৃষ্ট হবে। বেহেশতীগণ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআ'লার গুণগানে নিমগ্ন থাকবেন। সেখানে তারা কেউ অসুস্থ হবেন না এবং পায়খানা-প্রস্রাবেরও প্রয়োজন থাকবে না। তাদের নাক থেকে সর্দিও ঝরবে না। তাঁরা থুথু ফেলবেন না। তাদের আসবাব ও তৈজষপত্রগুলো হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। হাতের কাঙ্কন হবে স্বর্ণ নির্মিত। তাদের আংটিতে সুগন্ধি প্রবাহিত করার জন্য উদকাঠ প্রজ্জ্বলিত করা হবে। আর তাদের ঘাম মেশকের সুঘ্রাণ যুক্ত হবে। তারা সকলে আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর অবয়ব কাঠামোর অনুরূপ অবয়ব বিশিষ্ট হবে। আর দৈর্ঘ্যে হবে আদম (আঃ)-এর অনুরূপ ষাট গজ। —বোখারী, মুসলিম।

এ হাদীস দ্বারা বেহেশতীদের সৌন্দর্য এবং তাদের স্ত্রীদের রূপমাধুরীর কথা জানা যায়। তাছাড়া তাদের পাক পবিত্রতার কথাও সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে যে,

তাদের নাক ঝাড়া, পেশাব-পায়খানা ও থুথু নিক্ষেপ ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। তাদের দেহে গরমের কারণে কোন ঘাম হবে না বরং তাদের দেহ থেকে যে ঘাম বের হবে, তা হবে খুবই সুগন্ধযুক্ত মনোমুগ্ধকর সুঘ্রাণ।

উপরোক্ত হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, বেহেশতীদের আংটিতে থাকবে জ্বলন্ত উদকাঠ। এর অর্থ হচ্ছে উদ্‌কে যদি কাঠ মনে করা হয়, যার দ্বারা সুগন্ধি আগর বাতি বানান হয়। আর এটা খুবই মূল্যবান জিনিস, যা তরল করে ছোট ছোট কাঠিতে মিশিয়ে বাতি জ্বালান হয়। বেহেশতে কোন বস্তুর ঘাটতি থাকবে না। তাই সেখানে সুঘ্রাণের জন্য উদের জ্বলন্ত কাঠ দ্বারা আগরবাতি বানানোর কোন প্রয়োজন হবে না। এ উদকাঠ দুনিয়ার উদকাঠের মত নয়, আর এ আংটি যে আগুন দ্বারা জ্বলতে থাকবে, অন্য কোন জিনিস দ্বারা সে সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

সহীহ বোখারী শরীফে আছে, আল্লাহ তাআ'লা যখন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি ছিলেন লম্বায় ষাট হাত। আর বেহেশতে যারাই প্রবেশ করবে, তারা সকলেই লম্বায় আদম (আ)-এর অনুরূপ ষাট হাত হবেন। —বোখারী।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়া যে, এত বড় লম্বা লম্বা মানুষ দেখতে কি ভাল দেখাবে?

এর উত্তর হল, সমস্ত মানুষ যখন একই আকারেই হবে, তখন কারো আকারই কারো কাছে বেমানান মনে হবে না। বরং সকলের কাছেই তা হবে পছন্দনীয়।

উপরোক্ত হাদীসের বক্তব্য "সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ" সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারকগণ লিখেছেন, এর দ্বারা আসল সকাল সন্ধ্যাকে বুঝান হয়নি। কেননা বেহেশতে কোন উদয়-অস্ত থাকবে না। বরং সব সময় একই অবস্থা বিরাজমান থাকবে। সেখানে দিবা-রাতের আগমন হবে না, ফাতহুল বারী গ্রন্থে একটি দুর্বল সনদের হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লার আরশের নিচে একটি পর্দা ঝুলন্ত আছে। সে পর্দাটি আবৃত করায় সন্ধ্যা বুঝা যাবে, আর সরিয়ে ফেললে ভোর হওয়া বুঝা যাবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিরতি অতিবাহিত হওয়া দ্বারা সকাল-সন্ধ্যার নিদর্শন প্রকাশ পাবে। আর এ সময়টি হবে আল্লাহ তাআ'লার তাসবীহ তাহলীলে মাশগুল হওয়ার সময়। যদিও বেহেশতে শ্বাস-প্রশ্বাস চলার ন্যায় সর্বদা স্বাভাবিকভাবেই তাসবীহ তাহলীল জারি থাকবে, কিন্তু বেহেশতীগণ নিজের ইচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ তাহলীল পাঠে মশগুল থাকাকে পছন্দ করবে। —তিরমিযী, দারেমী।

বেহেশতীদের দাড়ি থাকবে না, তাদের চোখ হবে সুরমা মাখানো

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীদের দাড়ি থাকবে না। তাদের নয়নযুগল এমন সুন্দর হবে যে, সুরমা লাগান ছাড়াই তা সুরমা বিশিষ্ট হবে। তাদের যৌবন কখনো বিনষ্ট হবে না এবং তাদের কাপড়ও কখনো পুরান হবে না। —তিরমিযী, দারেমী।

উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, বেহেশতীগণ আজরদ ও আমরদ হবেন। এর অর্থ হচ্ছে তাদের দেহে কোন পশম থাকবে না এবং নারী পুরুষ সকলেই দাড়িহীন হবেন। দেহে পশম না থাকার দু'টি অর্থ হয়, একটি হচ্ছে– মাথার চুল ছাড়া দেহের কোন স্থানেই চুল বা পশম থাকবে না। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– দেহের যেসব স্থানের চুল কাটতে হয়, যেমন বগল ও নাভীর নীচের চুল। সেসব স্থানে আদৌ কোন চুল থাকবে না। আর বুক ও রানে যে পশম হবে, তা হবে খুবই অল্প ও ছোট ছোট। আর চামড়ার সৌন্দর্য নষ্ট করে এমন ঘন হয়েও তা হবে না। মাথার চুলের কথা কোন হাদীসেই স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বোখারী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণ নির্মিত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের মাথায় চুল থাকবে।

মুখমণ্ডলে দাড়ি না হওয়ার আশাটি বেহেশতে পূরণ করা হবে। আমাদের এক বুযুর্গ আলেম ব্যক্তির কাছে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, বেহেশতে পুরুষের দাড়ি না হওয়ার মধ্যে কি ফায়দা নিহিত আছে? প্রত্যুত্তর তিনি বললেন, এর উত্তর তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত, যারা দাড়ি কামায়। মোট কথা বেহেশতের প্রতিটি বস্তুই হবে সুন্দর। দাড়ি না থাকলেও পুরুষের সৌন্দর্য সর্বদাই দ্বিগুণ আকারে বলবৎ থাকবে। দেহের অভ্যন্তর হতে এমন কোন পশম গজাবে না, যা কামানোর প্রয়োজন পরে এবং তাতে চামড়ার সৌন্দর্য ব্যাহত হয়।

বেহেশতীদের দৈহিক সুস্থতা ও যৌন ক্ষমতা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক এ ঘোষণা করবেন, হে বেহেশতীগণ! তোমাদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, তোমরা চির সুস্থ থাকবে। কখনই কোন রোগ-ব্যাধি হবে না। আর এ সিদ্ধান্তও হয়েছে যে, তোমরা চিরঞ্জীব থাকবে। কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না। তোমরা সর্বদাই জওয়ান থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমরা সর্বদা আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নেয়ামত ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিমগ্ন থাকবে। কখনো কোন জিনিসের জন্য অভাব বোধ করবে না এবং কারো মুখাপেক্ষীও হবে না।
—মুসলিম, মেশকাত।

বেহেশতীদের বয়স

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীদের কেউ যখন এ পার্থিব জীবন থেকে চিরবিদায় নেন, সে ছোট হোক কিংবা বড়, যুবক কিংবা বৃদ্ধ, বেহেশতে প্রবেশের সময় সবাকেই ত্রিশ বছর বয়সের ভরা যৌবনের যুবকে পরিণত করা হবে।[১] এ বয়সের সীমা কখনোই বাড়বে না। —মেশকাত, তিরমিযী।

ত্রিশ বছর বয়সটি হচ্ছে মধ্যম মানের বয়স। এ বয়সে যেমন শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতা থাকে না, তেমনি যুবকসুলভ পাগলামীপনা ও বৃদ্ধপনার কোন ছাপও থাকে না। এ বয়সে পূর্ণ যৌবন এবং বুদ্ধির পরিপক্কতা দু'ই অর্জিত হয় পরিপূর্ণরূপে। সতর্কতা, চেতনা, অনুভূতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা থাকে পুরোপুরিভাবে বিরাজমান। এ কারণেই বেহেশতীদের জন্য এ বয়সকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। ছোট হোক কিংবা বড় প্রত্যেককেই ত্রিশ বছর বয়সী করে দেয়া হবে। অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত ত্রিশ বছর বয়সের যে বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও অবস্থা হয়, তা সবই বেহেশতীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। তারা সর্বদাই বেহেশতে অবস্থান করবে। কিন্তু কখনো তারা বৃদ্ধ হবে না এবং তাদের যৌবনেও ভাটা পড়বে না। তাদের চেতনা অনুভূতিতেও কখনো জড়তা দেখা দেবে না। কখনো দাঁত পরবে না এবং দৃষ্টি শক্তিতেও কোন বৈপরিত্য দেখা দেবে না। কোন কোন হাদীসে বেহেশতীদের বয়স তেত্রিশ বছরও উল্লেখ করা হয়েছে।

বেহেশতের বাগবাগিচা ও বৃক্ষরাজি

কোরআন মজীদের সূরা নাবাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا لاحَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا وَّكَاْسًا دِهَاقًا *

"নিঃসন্দেহে মোত্তাকীদের জন্য রয়েছে বিরাট সাফল্য। তাদের জন্য রয়েছে বেহেশতে অনেক রকমারী বাগবাগিচা; আঙ্গুর ফল, ভরাযৌবনা সমবয়স্কা সোহাগিনী মহিলা এবং পবিত্র পানীয় পূর্ণ পানপাত্র।" —সূরা নাবা।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ বাগবাগিচা ও প্রবাহমান ঝরণার পরশে বসবাস করবে। তাদের প্রতিপালক তাদের যা কিছু দান করবেন, তা তারা গ্রহণ করবে। কেননা এ জীবনের পূর্বে (পার্থিব জীবনে) তারা সৎ কর্মশীল ছিল। —সূরা যারিয়াত।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় সর্বোত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একশত বছর পর্যন্ত দৌড়াতে থাকলেও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। —বোখারী, মুসলিম, আততারগীব অততারহীব।

অতঃপর তিনি (সঃ) সূরা ওয়াকিয়ার। এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَذَالِكَ الظِّلُّ الْمَمْدُوْدُ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٌ *

(সে ছায়া হবে বিরাটকায় লম্বা।) পাঠ করে বললেন, সে ছায়া হবে এ বৃক্ষেরই ছায়া। —তিরমিযী।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে এমন কোন বৃক্ষ থাকবে না, যার মূল কাণ্ডটি স্বর্ণের হবে না।

—তিরমিযী, আততারগীব, অততারহীব।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি সালমান (রা) এর কাছে গেলাম। তিনি কথা বলতে বলতে এমন একখানা ছোট কাঠ বের করলেন যা তার আঙ্গুলের মধ্যে দিয়ে ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল না। তা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, হে জারীর! তুমি যদি বেহেশতে এতটুকু পরিমাণ কাঠও তালাশ কর, তবে তা-ও পাবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, খেজুর গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষ কোথায় থাকবে (যার বর্ণনা কোরআন ও হাদীসে বিদ্যমান) তিনি বললেন, সেখানে খেজুর ও অন্যান্য গাছ থাকবে ঠিকই কিন্তু কাঠ পাওয়া যাবে না। সে গাছগুলোর কাণ্ড হবে স্বর্ণ ও মোতি নির্মিত। তার উপরে খেজুর ফল ঝুলতে থাকবে। —বায়হাকী; আত্তারগীব অত্তারহীব।

কোরআন মজীদের সূরা আররহমানের তৃতীয় রুকুর প্রথম অংশে দু'টি বাগানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে বাগান হবে আল্লাহ তাআ'লার বিশিষ্ট নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য। অর্থাৎ প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি বেহেশতে দু'টি বাগান লাভ করবে। অতঃপর প্রথম রুকুর দ্বিতীয়াংশে অন্য দু'টি বাগানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা হবে সাধারণ মুমিন ব্যক্তিদের জন্য। প্রত্যেক ব্যক্তিই দু' দু'টি বাগান লাভ করবে কিন্তু সে বাগান হবে নৈকট্যপ্রাপ্তগণের বাগানের তুলনায় নিম্নমানের। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছিল, তাদের জন্য থাকবে দু'টি বাগান। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সে বাগান দু'টি হবে অনেক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? এ বাগান দু'টিতে দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে। সে বাগান দু'টিতে প্রত্যেক ফলফলারি রয়েছে দু'প্রকার। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সেখানে বেহেশতীরা নিজেদের বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। আর সে বিছানার আস্তর হবে পুরু রেশমের। আর দু' উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেসব বেহেশতে রয়েছে অনেক আয়তনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সে মহিলারা প্রবাল ও পদ্মরাগের মত। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?" —সূরা আর-রাহমান– ৩য় রুকু।

এই যে, বলা হয়েছে, বেহেশতী বাগানের প্রতিটি ফল দু' দু'প্রকারে হবে। এ সম্পর্কে তাফসীরে মুয়ালিমুত তানযীল গ্রন্থকার কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেমের অভিমত উল্লেখ করে লিখেছেন, এক প্রকার ফল হবে রসালো, আর এক প্রকার হবে শুকনো।

এরপর উল্লেখ্য করা হয়েছে সাধারণ মুমিনদের জন্য নির্ধারিত বাগানের কথা। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"এ দু'টি বাগান ছাড়া (নিম্নমানের) আরো দু'টি বাগান থাকবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ঐ বাগান দু'টি হবে ঘন সবুজ। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতেকে অস্বীকার করবে? এ দু'টি বাগানে থাকবে দু'টি খরস্রোতা ঝরণাধারা। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? এ দু'টি বাগানে ফলমূল, খেজুর ও আনার থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সে বাগানে থাকবে খুব সুন্দরী ও পবিত্র চরিত্রের নারীগণ। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? তাতে শিবিরে সুরক্ষিত হুরগণ থাকবে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সেসব মহিলাদেরকে পূর্বে কখনো কোন মানুষ ও জিন স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ ও বিস্ময়কর সুন্দর গালিচায়। সুতরাং তোমারা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।" —সূরা আর-রহমান।

বেহেশতের ফল-ফলারি ঃ

বেহেশতীদের ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনের জন্য সেখানে নানা প্রকার ফলমূল ও আহার্য থাকবে। এ বিষয়ে কোরআন মজীদের বহু স্থানে আল্লাহ তাআ'লা আলোচনা করেছেন। সূরা ছোয়াদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ *

"বেহেশতী লোকেরা সেখানে হেলান দিয়ে থাকবে এবং তারা বহুবীধ ফলমূল ও পানীয় দ্রব্য পাবে।" —সূরা ছোয়াদ -৪র্থ রুকু।

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ *

"তাদের জন্য সেখানে রয়েছে ফলমূল আর তারা যা কিছু চাইবে তা সবই। —সূরা ইয়াসীন– ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ সেখানে তাদের জন্য থাকবে সর্বপ্রকার ফলফলারি। মজাদার এবং মনের বাসনা অনুযায়ী তারা যা কিছু চাইবে, তাদের জন্য তাই উপস্থিত করা হবে। সূরা ওয়াকিয়ায় ফলফলারির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ *

"ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তগণ বিপুল ফলফলারির মধ্যে থাকবে। তা কখনো শেষ হবে না এবং বন্ধ করাও হবে না।" —সূরা ওয়াকিয়া- ১ম রুকু।

সূরা দাহারে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا *

"সেখানকার অবস্থা এমন হবে যে, তাদের উপর বৃক্ষের ছায়া অবনমিত থাকবে। আর বেহেশতের ফলফলারি তাদের ইখতিয়ারধীন করা হবে।"

—সূরা দাহার- ২ রুকু।

হযরত বারায়া ইবনে আযিব (রা) وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا আয়াতের মর্মার্থ বর্ণনায় বলেন, বেহেশতীগণ দাড়ান, বসা এবং শোয়া অবস্থায় বেহেশতের ফলফলারি আহার করবে। —বায়হাকী, আত্তারগীব অত্তারহীব।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) লিখেছেন, বেহেশতীদের কেউ যখন কোন ফল পেতে চাইবে তখন সে ফল তার কাছে চলে আসবে। গাছের শাখা নোয়ায়ে তার সম্মুখে ধরা হবে। মনে হবে যেন শ্রোতা খুবই আনুগত। তাঁরা দণ্ডায়মান হলে ফলটিও শাখাসহ উর্দ্ধে উঠে যাবে। আর সে যদি বসে বা শয়ন করে, তখন ফলটিও শাখা নোয়ায়ে তার হাতের নাগালের মধ্যেই থাকবে।

—তাফসীরে ইবনে কাছীর- ৪র্থ খণ্ড।

তাফসীরে 'মুয়ালিমুত তানযীল' গ্রন্থকার وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ -এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, বেহেশতের ফলবান বৃক্ষগুলো নিজে নিজেই আল্লাহ তাআ'লার বন্ধুদের হাতের নাগালে চলে আসবে। ইচ্ছা করলেই তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফল পাড়তে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে বসে বসেও হাতে নিতে পারবেন।

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেছেন, ফল দূরে থাকা এবং গাছে কাঁটা থাকার কারণে বেহেশতীগণ কখনও তা থেকে বঞ্চিত হবেন না। কেননা গাছগুলো নিজে নিজেই তাদের নিকটবর্তী হবে। আর তাতে কোন কাঁটাও থাকবে না।"
—তাফসীর ইবনে কাছীর।

কোরআন মজীদে বেহেশতী খেজুর, আঙ্গুর, আনার কুল ও বড়ই ফলের কথা নাম ধরেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সেখানে আরো অগণিত বিভিন্ন প্রকার ফলফলারির সমাহার থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন মিষ্টি বা টক ফল নেই, যা বেহেশতে পাওয়া যাবে না। এমনকি সেখানে অতিশয় তিক্ত মাকাল (হানযাল) ফলও পাওয়া যাবে, তা হবে মিষ্টি। —তাফসীরে বাগবী।

সূরা মুহাম্মদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ *

অর্থাৎ সেখানে তাদের জন্য থাকবে সর্বপ্রকার ফলফলারি আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমা।" —সূরা মুহাম্মদ- ২য় রুকু।

সূরা বাকারায় বলেছেন ঃ "যারা ঈমান এনেছে, এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে এ সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন বেহেশত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। তারা যখন বেহেশতের কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখন প্রত্যেক বারই তারা বলবে, এ তো সেই ফল যা আমরা পূর্বেও খেয়েছি। তাদেরকে এরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ অনেক ফলফলারি দেয়া হবে। আর তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ। তাঁরা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

—সূরা বাকারা- ৩ রুকু।

বয়ানুল কোরআন গ্রন্থকার লিখেছেন, অধিক সৌন্দর্যের কারণে উভয় বারের ফলফলারির রূপ ও আকার একই ধরনের মনে হবে। যার কারণে তারা মনে করবে যে, এগুলো পূর্ববর্তী ফল। খেতে কিন্তু ভিন্ন স্বাদের। ফলে তারা আরো অধিক পরিতৃপ্তি ও প্রফুল্লাতা লাভ করবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা)সহ অন্যান্য হযরতদের এ মতামত বর্ণনা করেছেন যে, বেহেশতীগণ ফলের রূপাকৃতি দেখে বলবে, তো আমরা দুনিয়াতেও দেখেছি। কিন্তু যখন তা খাবে তখন বুঝতে পারবে যে, রূপ ও আকৃতিতে মিল থাকলেও এর স্বাদ আলাদা।

মেশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের সূর্য গ্রহণের নামাযের অধ্যায়ে বোখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হলে নবী করীম (সঃ) সূর্য গ্রহণের নামায পড়ালেন। সে নামায ছিল খুবই দির্ঘ। তিনি যখন নামাযের সালাম ফেরালেন, তখন সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। কারো জীবন বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সুর্যের গ্রহণ হয় না। সুতরাং তোমরা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ দেখলে আল্লাহ তাআ'লার যিকিরে মশগুল হবে। সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল!" আমরা দেখলাম, আপনি নামাযরত অবস্থায় নিজ স্থান হতে কিছু নিতে চেয়েছেন, এরপর দেখলাম, আপনি পিছনে চলে এলেন (এটা কি জন্য)? প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় বেহেশত দেখছিলাম। প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় বেহেশত দেখছিলাম। তখন বেহেশতের ফলের একটি ছড়া নেয়ার ইচ্ছে

করলাম। আর আমি যদি তার একটি ছড়াও নিয়ে আসতাম, তা হলে দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্তও তোমরা সে ছড়া থেকে ফল খেতে পারতে (এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশতের ফলের ছড়াগুলো কত বড় হবে)। —মেশকাত।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার সম্মুখে বেহেশত তুলে ধরা হলে আমি তোমাদেরকে দেখাবার জন্য আঙ্গুরের একটি ছড়া তুলে আনার ইচ্ছে করলাম। কিন্তু এ সময় আমার ও আঙ্গুরের ছড়ার মধ্যে পর্দা সৃষ্টি হয়ে গেল, তাই আমি আর তা আনতে সক্ষম হলাম না। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! একটি আঙ্গুরে কি পরিমাণ রস হবে? তিনি বললেন, তোমার পিতা চামড়া কেটে সবচেয়ে বড় যে বালতি বানিয়েছে। (তা স্মরণ করে চিন্তা কর। অর্থাৎ তার এক দানার রসে বড় বড় বালতিও ভরে যাবে।) —আবু ইয়ালা, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু হোযায়েল (রা) বলেন, আমরা একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে সিরিয়ায় অথবা ওমানে অবস্থান করতে ছিলাম। এ সময় আমাদের পরস্পরের মাঝে বেহেশত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বললেন, বেহেশতের আঙ্গুরগুলোর মধ্যে এমন একটি বড় আঙ্গুর রয়েছে, যার আকার হবে এখান থেকে সানাআ শহর পর্যন্ত।

—ইবনে আবু দুনিয়া, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বেহেশতের খেজুর হবে লম্বায় বার হাত পরিমাণ। তাতে এর চেয়ে ছোট কোন খেজুর নেই।"

—ইবনে আবি দুনিয়া, আত্তারগীব অত্তারহীব।

এক বেদুঈন সাহাবী রাসূল (সঃ)-এর খেদমতে হাযীর হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা একটি কষ্টদায়ক বৃক্ষ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, সে বৃক্ষটিও বেহেশতে থাকবে। নবী করীম (সঃ) বললেন, সে বৃক্ষটি কি? সে বলল, বড়ই বৃক্ষ। (যার সম্পর্কে সূরা ওয়াকিয়ায় আলোচনা বিদ্যমান।) কেননা বড়ই গাছে কাঁটা থাকে, এ কারণে সে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট দেয়, আর বড়ই পাড়তেও যখম হতে হয়। একথা শুনে নবী করীম (সঃ) বললেন, আল্লাহ তাআ'লা কি فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ (কাঁটা মুক্ত বড়ই গাছ) বলেননি? অবশ্যই এ বড়ই গাছে এমন ফল হয়, যা পেকে ফেটে গেলে তা থেকে বাহাত্তর প্রকার রংয়ের খাদ্য পাওয়া যায়। যার একটার সাথে অপটার কোন মিল নেই। —তাফসীরে ইবনে কাছীর– ৪র্থ খণ্ড।

আল্লামা ইবনে কাছীর সূরা রাআ'দের اُكُلُهَا دَائِمٌ وَّظِلُّهَا আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, বেহেশতে সর্বদা ফলমূল এবং অন্যান্য খাদ্য ও পানীয়ের সমাহার থাকবে। তার কোন ঘাটতি হবে না এবং নিঃশেষ ও বিনষ্টও হবে না। অতঃপর তিনি তাবারানীর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে লিখেছেন, বেহেশতীদের কেউ যখন বেহেশত থেকে কোন ফল গ্রহণ করবে, তখন আর একটি ফল এসে সে স্থান পুরণ করে ফেলবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর– ২য় খণ্ড।

বেহেশতে চাষাবাদ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, গ্রামে বসবাসকারী এক সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে বসা ছিলেন। এ সময় তিনি এরশাদ করছিলেন যে, বেহেশতীদের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহ তাআ'লার কাছে চাষাবাদ করার অনুমতি প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তাআ'লা তাকে বলবেন, তুমি কি এমন অফুরন্ত নেয়ামতের মাঝে বিরাজ করছ না, যাতে তোমার যাবতীয় চাহিদাই মিটে যাচ্ছে? সে বলবে, হ্যাঁ সবই পাচ্ছি, কিন্তু তার পরও আমার মন চায় যে, আমি একটু চাষবাস করি। অনন্তর তাকে ক্ষেত-খামার করার অনুমতি দেয়া হলে সে মাটিতে বীজ ফেলবে। সাথে সাথে পলক ফেলার পূর্বেই চারা গজিয়ে তা বড় হবে, ফসল ফলে তা পেকে আপনা থেকে কাটা হয়ে যাবে। অতঃপর তা পাহাড়সম স্তুপ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে আদম সন্তান! এ নাও তোমার ফসল, তোমার লোভাতুর পেট কোন কিছুতেই ভরবে না। এ কথা শুনে গ্রাম্য সাহাবী (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি হয়ত কুরায়শী হবে, অথবা আনসারী। কেননা তাদেরই পেশা হচ্ছে কৃষিকাজ করা। আমরা তো কৃষিজীবি নই। সুতরাং সেখানে আমরা এমন প্রার্থনা করব না। একথা শুনে নবী করীম (সঃ) হেসে উঠলেন। —বোখারী, মেশকাত।

বেহেশতের নহর বা নদ-নদী

বেহেশতে নয়নাভিরাম নহর ও ঝরণাধারা কুলকুল রবে প্রবাহমান থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"মোত্তাকীদের কাছে যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার প্রকৃতি এমন হবে যে, তাতে এমন সব নহর প্রবাহিত থাকবে, যার পানি কখনো পরিবর্তন হবে না। আর বহু নহর থাকবে দুধের, যার স্বাদ ও মজা কখনো সামান্য পরিমানেও পরিবর্তন হবে না। আর বহু নহর রয়েছে শরাবের; যা হবে পানকারীদের জন্য খুব স্বাদ ও তৃপ্তিদায়ক। আর বহু নহর হবে মধুর; যা হবে সম্পূর্ণ নির্মল-বিশুদ্ধ। সেখানে তাদের জন্য থাকবে সর্বপ্রকার ফলফলারি, আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের জন্য মাগফিরাত।"—সূরা মুহাম্মদ – ২য় রুকু।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে একশ'টি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দু'দরজার মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে– আকাশ ও পৃথিবির মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। ফেরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম বেহেশত। এখান থেকে বেহেশতের চারটি নহর প্রবাহিত হবে। আর এর উপরেই হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার আরশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআ'লার কাছে বেহেশতের প্রার্থনা করলে ফেরদাউসই প্রার্থনা করবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতুল ফেরদাউস হতে চারটি নহর প্রবাহিত হবে। আর সেসব নহরের প্রত্যেকটি হতে অনেক শাখা-প্রশাখাও প্রবাহিত হবে। যে বিষয়ে সূরা মুহাম্মদে আলোকপাত করা হয়েছে। আর এক

হাদীসে এ চারটি নহরকে চারটি দরিয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে বেহেশতে পানির দরিয়া রয়েছে। মধুর, দুধের এবং শরাবের দারিয়াও বিদ্যমান। আর এসব দরিয়া হতে অনেক নহরও প্রবাহিত হবে। —তিরমিয়যী, মেশকাত।

কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বেহেশত ও বেহেশতীদের আলোচনায় تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ বলা হয়েছে। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বেহেশতে বহু নদী-নালা থাকবে, যা বেহেশতীদের বাগ-বাগিচা বালাখানার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতের নহরসমূহ মেশক পর্বতের তলদেশ থেকে নির্গত এবং উৎসারিত। অর্থাৎ নহরের উৎসস্থল হচ্ছে মেশকের পাহাড়ের মূলদেশ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের শিষ্য সামাক (রা) বলেন, আমি মদীনায় হযরত ইবনে আব্বাসের, সাথে সাক্ষাৎ করে আরজ করলাম, বেহেশতের ভূমি কেমন হবে? তিনি বললেন, বেহেশতের ভূমি হবে রৌপ্যের, যা খুবই ধবধবে সাদা মনে হবে, যেন তা আয়না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার আলো কেমন হবে? তিনি বললেন, তুমি কি সূর্যোদয় অবলোকন করনি? ঠিক সূর্য উদয়কালীন আলোর মতই বেহেশতের আলো। কিন্তু সে আলোতে নেই কোন রৌদ্রতাপ, নেই কোন শীতলতা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার নহরগুলোর অবস্থা কেমন হবে? তা কি খাদ ও নালায় প্রবাহমান হবে? তিনি বললেন ঃ না, তা খাদ ও নালায় প্রবাহিত নয়, বরং সমতল ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। তা খাদ-নালা ও নিম্নভূমি ছাড়াই নিজ স্থান হতে এমনভাবে প্রবাহিত হবে যে, তা কখনো এদিক সেদিকে উছলিয়ে পড়ে না। আল্লাহ তাআ'লা এ নহরগুলোকে বলেছেন, তোমরা প্রবাহিত হও। অতঃপর তারা প্রবাহিত হয়। আমি আরো জিজ্ঞেস করলাম, বেহেশতের কাপড়ের জোড়াগুলো কেমন হবে? তিনি বললেন, বেহেশতে একটি বৃক্ষ আছে, যাতে আনারের ন্যায় ফল রয়েছে। যখন আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় বান্দাগণ পোশাক পরিধানের ইচ্ছা করবেন, তখন সে বৃক্ষের শাখা তাদের কাছে এসে ফেটে যাবে এবং তা থেকে বিভিন্ন রংয়ের সত্তর জোড়া কাপড় বের হবে। অতঃপর সে শাখা তার পূর্ব অবস্থা এবং স্থানে ফিরে যাবে। —ইবনে আবী দুনিয়া, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

হাউজে কাওছার

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মেরাজ রাতে আমি বেহেশত পরিভ্রমণ করছিলাম। এ সময় এমন একটি নহর আমার চোখে পড়ল, যার দু তীরে রয়েছে মোতির মিনার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এটা কি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে হাউজে কাওছার, যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন। এরপর ফেরেশতা হাউজে কাওছারের মাটিতে হাত চালিয়ে অতিশয় সুগন্ধিযুক্ত মেশক বের করে আনলেন। —বোখারী।

তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীসে বাড়তি এ কথাগুলোও উল্লেখ রয়েছে যে, অন্তর আমার সম্মুখে সিদরাতুল মুনতাহা পেশ করা হল। আমি তার কাছে খুবই বিরাট এক নূর দেখতে পেলাম। —তিরমিযী।

হযরত আনাস (রা) থেকে এও বর্ণিত আছে যে,, নবী করীম (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, কাওছার কি জিনিস? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, কাওছার হচ্ছে একটি নহর, মহান আল্লাহ পাক যা আমাকে দান করেছেন। তার পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও অতিশয় মিষ্ট। —তিরমিযী।

বেহেশতের ঝর্ণাধারা

বেহেশতের ঝর্ণার বর্ণনায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ (বেহেশতের) ছায়া ও ঝর্ণাধারায় এবং নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ফলফলারির মধ্যে বসবাস করবে।" —সূরা মুরছিলাত– ২য় রুকু।

সূরা গাশিয়ায় আল্লাহ বলেন– "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল। নিজেদের আমলের কারণে তারা উচ্চতর বেহেশতে খুব খুশী ও আনন্দময় জীবন যাপন করবে। সেখানে তারা কোন অশালীন কথা শুনবে না, আর সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা।"

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) عَيْنٌ جَارِيَةٌ (প্রবাহমান ঝর্নাধার)-এর ব্যাখ্যায় লিখেন, সেখানে বহু প্রকার প্রস্রবণ প্রবাহমান থাকবে। عَيْنٌ শব্দটি যদিও একবচনে কিন্তু এর দ্বারা বহু ঝর্ণা বুঝান হয়েছে। এ শব্দটি কম-বেশী সবার প্রতিই প্রযোজ্য হয়। বেহেশতের ঝর্না, বাগান এবং পার্থিব পানীয় বস্তুর আলোচনায়ও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

সূরা গাশিয়ার আয়াতে বলা হয়েছে যে, "বেহেশতে কোন অর্থহীন কথা শোনা যাবে না। বিষয়টি অন্য আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা নাবায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, ঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّبًا*

"সেখানে থাকবে না কোন অর্থহীন কথা, থাকবে না কোন মিথ্যা।"

সূরা ওয়াকেয়ায় বলেছেন ঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا*

"বেহেশতীগণ সেখানে কোন অতিরিক্ত কথা এবং বকবকানি শুনবেন না।"

মোটকথা বেহেশতীদের মন মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা এবং সমস্ত অঙ্গ

প্রতঙ্গ সব দিক দিয়েই সুস্থ থাকবে। অপছন্দনীয় কোন জিনিসই তাদের চোখে পড়বেনা এবং কানেও আসবেনা। আর সেখানে বকবক করার মতও কোন কাজ থাকবে না। লড়াই, ঝগড়া-বিবাদ, পরনিন্দা-অপবাদ ইত্যাদি কোন কর্মই সেখানে থাকবে না।

বেহেশতের পানীয় দ্রব্য

বেহেশতীদের পানীয় সামগ্রীর বর্ণনার আল্লাহ তাআ'লা বলেন- "নেক্কার লোকেরা এমন পেয়ালায় পবিত্র পানীয় পান করবে, যাতে থাকবে কর্পূরের সংমিশ্রণ। এমন ঝর্ণা হতে আল্লাহর খাস বান্দাগণ পান করবে, যে ঝর্ণাকে তারা যেকোন স্থানে প্রবাহিত করে নিতে সক্ষম হবে।" —সূরা দাহার- ১ম রুকু।

তাফসীরে দূররে মানছুরে ইবনে শাওযাব থেকে বর্ণিত আছে যে, বেহেশতীদের হাতে থাকবে সোনার ছড়ি। সে ছড়ি দ্বারা তাঁরা যেদিকে ইঙ্গিত করবে সেদিকেই নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। —বয়ানুল কোরআন।

তাফসীরে মুয়ালিমুত তানযীলে يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বেহেশতীগণ নিজেদের অবস্থানস্থল ও মহল্লায় যেখানে ইচ্ছে তা নিয়ে যেতে পারবেন।

শরাবের পেয়ালায় কাফুর সংমিশ্রণ থাকবে এর মর্মার্থ হল, এর দ্বারা দুনিয়ার কর্পূর বুঝান হয়নি। বরং তা হবে এমন কর্পূর, যা দ্বারা বেহেশতীদের মন-প্রাণ খুব প্রফুল্ল ও শক্তিশালী করা এবং বিশেষ ধরনের স্বাদ আনয়নের জন্য তা সংমিশ্রণ করা হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন- "আর সেখানে তাদেরকে শরবতের এমন পেয়ালায় পান করান হবে, যাতে থাকবে সুঠের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ এমন ঝর্না হতে তাদেরকে পান করান হবে, যার নাম হচ্ছে সালসাবীল।"

—সূরা দাহার- রুকু ১।

এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতীদের পানীয়ে থাকবে সুঠের সংমিশ্রণ। কিন্তু এর দ্বারা পার্থিব সুঠ বুঝা উচিত নয়, বরং তা হবে ব্যতিক্রমধর্মী বেহেশতের সুঠ, যা পানীয়ের স্বাদকে খুব আকর্ষণীয় করে তুলবে। এ জাতীয় পানীয় পানে মনে সজীবতা ও প্রফুল্লতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

উপরোক্ত আয়াতে একটি ঝর্ণার নাম উল্লেখ করা হয়েছে "সালসাবীল"। কাতাদাহ (রা)-এর মতে এ ঝর্ণাকে সালসাবীল নামকরণের কারণ হচ্ছে- বেহেশতীগণ নিজেদের ইচ্ছেমত যেকোন স্থানে একে প্রবাহিত করে নিতে পারবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, এ ঝর্ণাটি খুব দ্রুতবেগে প্রবাহিত হওয়ার কারণেই এর নাম হয়েছে সালসাবীল। যুজাজ (র)-এর মতে, এ কারণে সালসাবীল নাম করণ করা হয়েছে যে, এর পানীয় কোন বাধা বিপত্তি ছাড়া খুব সহজ ও নিরাপদে গলকরণ হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) লেখেছেন, যানযাবীল হচ্ছে বেহেশতের এমন একটি ঝর্ণা; যাকে সালসাবীল নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা তাতফীফে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "নিঃসন্দেহে পুণ্যবানগণ নেয়ামতরাজির মধ্যে থাকবে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করতে থাকবে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন। তাদেরকে মেশক দ্বারা মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করান হবে। এমন বস্তু পাওয়ার জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগীতা করা প্রয়োজন। আর সে পানীয়ের মিশ্রণ হবে তাসনীমের। এটা এমন একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করবে।" —সূরা মুতাফ্‌ফিফীন।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বিশুদ্ধ পানীয়ের সাথে থাকবে তাসনীমের সংমিশ্রণ। আর এটা হবে বেহেশতীদের জন্য সর্বোত্তম পানীয়। এ প্রস্রবণটি হবে প্রবাহমান। আর তা একমাত্র নৈকট্যপ্রাপ্তগণই পান করতে পারবেন। ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের পানীয়ে এ প্রস্রবণ হতে সংমিশ্রণ দেয়া হবে। —মুয়ালিমুত তানযীল।

বেহেশতের পাখ-পাখালী

বেহেশতীদের খাবার হিসেবে পাখীর গোশতও দেয়া হবে। যেমন সূরা ওয়াকিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ وَلَحْمُ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ *

"তাদের বাসনা অনুযায়ী পাখীর গোশতও থাকবে।"

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে উটের ন্যায় বিরাট বিরাট লম্বা গর্দান বিশিষ্ট পাখী থাকবে, যারা বেহেশতের বৃক্ষের শাখায় শাখায় বিচরণ করবে। হযরত আবু বকর (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পাখীগুলো তো খুব আনন্দঘন জীবন যাপন করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাদের তুলনায় যারা তাদের গোশত আহার করবে, তারা থাকবে অধিকতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে। নবী করীম (সঃ) একথা তিনবার বললেন। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে এ মর্মে সুসংবাদ দেয়া হল যে, আমি আশা করি, তুমিও তাদের মধ্যে থাকবে, যারা এ পাখীগুলো আহার করবে।

—আহমদ, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, বেহেশতীদের কারো পাখীর গোশ্‌ত আহার করার বাসনা জাগলে, পাখীরা নিজে নিজেই তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে। —আবি দুনিয়া, আত্‌তারগী অত্‌তারহীব।

আর এক হাদীসে আছে, পাখীগুলো নিজে নিজে বিনা আগুনে ভুনা হয়ে বেহেশতীদের দস্তরখানায় এসে উপস্থিত হবে। বেহেশতী ব্যক্তি তা থেকে পেট ভরে খাওয়ার পর পাখীগুলো উড়ে যাবে। —আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

বেহেশতীগণ খুব সম্মানের সাথে পানাহার করবে এবং তাদের আহার্যদ্রব্য পায়খানা-প্রশ্রাবে পরিণত হবেনা

এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের সূরা সফ্ফাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তাদের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট জীবিকা, ও ফলফলারি। তারা খুব সম্মানের সাথে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেশতে পরস্পর মুখোমুখী আসনে বসবে।" —সূরা সাফ্ফাত।

সূরা তুরে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ বেহেশতের বাগ-বাগিচা ও অফুরন্ত নেয়ামতের পরিবেশে বসবাস করবে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা কিছু দান করবেন, তাতে তারা খুশি হবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। তাদেরকে বলা হবে, পার্থিব জীবনে তোমরা যে নেক আমল করতে, তার প্রতিদান স্বরূপ পরিতৃপ্তি সহকারে পানাহার কর। —সূরা তুর।

হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীগণ অবশ্যই বেহেশতে পানাহার করবে। কিন্তু তারা থুথু ফেলবে না এবং পেশাব পায়খানা করবে না। আর নাসিকা পরিষ্কার করারও প্রয়োজন হবে না। হযরতগণ জিজ্ঞেস করলেন, পানাহার করলে যদি পায়খানা পেশাব না হয় তবে বর্জ্য কিভাবে নির্গত হবে। নবী করীম (সঃ) বললেন, বেহেশতীদের ঢেকুর আসবে এবং মেশকের সুগন্ধের ন্যায় ঘাম হবে, ফলে পেট খালি হয়ে যাবে। (পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন হবে না।) তাদের মুখে সর্বদা আল্লাহ তাআ'লার তাসবীহ-তাহলীল এমনভাবে জারি থাকবে, যেমন তোমাদের বিনা ইচ্ছায় শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে। —মুসলিম, মেশকাত।

কোন কোন হাদীসে তাসবীর সাথে তাকবীরের কথাও উল্লেখ রয়েছে। —জামউল ফাওয়ায়েদ।

অর্থাৎ দুনিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে যেমন কোন কষ্ট করতে হয় না, শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা করতে হয় না এবং অন্য কাজে নিমগ্ন থাকার কারণে শ্বাস গ্রহণে বাধারও সৃষ্টি হয় না, তেমনিভাবে বেহেশতীগণ সর্বদা তাসবীহ তাহলীলের মধ্যে নিমগ্ন থাকবেন। নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমগ্নতায় তারা আল্লাহর গুনগান থেকে গাফেল হবেন না। বিনা ইচ্ছায় তাদের মুখে আল্লাহর গুণগান জারি থাকবে। আল্লাহর গুণগান ও তাসবীহ তাহলীল পাঠে তারা অবসাদ এবং কষ্টবোধও করবে না।

ফাতহুল বারী গ্রন্থকার লিখেছেন, বেহেশতীদের জীবন ধারণের জন্য আল্লাহ তাআ'লার তাসবীহ তাহলীলকে একটি মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে। দুনিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা মানুষ যেমন জীবিত থাকে, অনুরূপ বেহেশতীগণও সেখানে তাসবীহ তাহলীল পাঠেই জীবিত থাকবেন। তাসবীহ-তাহলীলের আরও কারণ হল, বেহেশতীদের অন্তকরণ আল্লাহর মারেফতের নূরে আলোকিত হবে এবং তাঁর মহব্বতে পরিপূর্ণ থাকবে। এ মহব্বত মাহবুবের স্মরণে এমন নেশায় পরিণত হবে যে, বিনা ইচ্ছাতেই তারা আল্লাহর গুণগানে মশগুল থাকবেন। যে

যা বেশী ভালবাসে, সে তাই বেশি বেশি স্মরণ করে। সহীহ বোখারীর এক হাদীসে আছে, বেহেশতীগণ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআ'লার তাসবীহ পাঠে মশগুল থাকবেন। আর এখানে বলা হয়েছে যে, শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তাদের মুখে সর্বদা তাসবীহ জারি থাকবে। এ উভয় কথার মধ্যে বৈপরিত্য পরিদৃষ্ট হয়।

এ প্রসঙ্গে কোন কোন হাদীসবিশারদ উল্লেখ করেছেন যে, সকাল সন্ধ্যায় যিকির দ্বারা সারাক্ষণ যিকিরের কথা বুঝান হয়েছে। সুতরাং উভয় বর্ণনার মর্মার্থ একই। কিন্তু হাদীসের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশতীগণ নিজেদের ইচ্ছাতেই সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে মশগুল হবেন। আর বিনা ইচ্ছায় মশগুল থাকবে সারাক্ষণ। এ ব্যাখ্যার সত্যায়নে বলা যায় যে, যেখানে সকাল সন্ধ্যা তাসবীতে মাশগুল থাকার কথা বলা হয়েছে, সেখানে يُسَبِّحُوْنَ ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। আর সে ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে বেহেশতীগণ। আর যেখানে বিনা ইচ্ছায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় তাসবীহ পাঠের কথা বলা হয়েছে সেখানে يلهمون ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

মনে করুন, বিনা ইচ্ছাতেই সারাক্ষণ তাসবীহ পাঠ হতে থাকবে। কিন্তু নিজেদের ইচ্ছায় তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে মশগুল হবেন, যাতে তারা ইচ্ছাপূর্বক তাসবীহ পাঠের স্বাদ হতে বঞ্চিত না হন। যদিও বেহেশতীগণ ইবাদাত-বন্দেগী করার জন্য দায়িত্বশীল নয়, তবুও তাদের স্বভাবগত মর্যাদা এবং চির সৌভাগ্য এটা কোনক্রমেই পছন্দ করতে পারে না যে, নিজেদের আসল মাহবুবের স্মরণের জন্য নিয়মিতভাবে স্বইচ্ছায় সময় নির্ধারণ করে নেবেন না।

বেহেশতীদের আহার্য পাত্র ঃ

এ প্রসঙ্গে সূরা যুখরফে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তাদের সমক্ষে স্বর্ণের পেয়ালা ও গ্লাস নিয়ে যাওয়া হবে। যার মধ্যে পানাহারের দ্রব্য থাকবে। সেখানে তারা সেসব বস্তু লাভ করবে, যা তাদের মনে চায় এবং যা দ্বারা তাদের নয়ন জুড়িয়ে যায়। আর তাঁদের বলা হবে– তোমরা এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। —সূরা যুখরাফ– ৭ম রুকু।

সূরা দাহরে আল্লাহ বলেন– "তাদের কাছে (পানাহারের বস্তু পৌছাবার জন্য) রৌপ্যের বরতন নিয়ে যাওয়া হবে। আর সিসার অনেক গ্লাসও নেয়া হবে। সে সিসা হবে রৌপ্যের। পরিপূর্ণকারীগণ সেগুলো যথাযথভাবে পরিপূর্ণ করবে।

—সূরা দাহার– ১ম রুকু।

অর্থাৎ ঐ সব গ্লাসে এ পরিমাণে পানীয় ভরে তাদের কাছে পেশ করা হবে, যা হবে সে সময়কার তাদের মনের চাহিদা অনুযায়ী। তার চেয়ে কিছু কম বেশি হবে না। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বেহেশতীদের আহার্য পাত্র হবে সোনা ও রূপার।

সূরা যুখরাফের আয়াত থেকে জানা যায় যে, বেহেশতে যা কিছু থাকবে, তা হবে, ভেতর-বাইরে সমান পরিষ্কার ও সুন্দর। যা হবে মনমুগ্ধকর ও নয়ন জুড়ানো। এমন কোন রূপাকৃতি সেখানে থাকবে না, যা দেখতে ভাল লাগবে না।

বেহেশতী পানীয়ে নেশা এবং মাথা ব্যথ্যা হবে না ঃ

বেহেশতীগণ পিপাসা নিবারণ ও স্বাদ উপভোগের জন্য শরাব পান করবেন, কিন্তু সে শরাব হবে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। তা পান করায় জ্ঞান-বুদ্ধির বিলোপ ঘটবে না এবং মাদকতাও আসবেনা। আর তাতে পেটে কোন ব্যাথ্যা বেদনাও সৃষ্টি হবে না। তা পানে তারা অসংলগ্ন কোন কথাও বলবেন না।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "তাদের কাছে পেয়ালাপূর্ণ শরাব নিয়ে (বালকেরা) ঘোরাফেরা করবে। তা হবে সাদা এবং পানকারীদের জন্য মজাদার। তা পানে মাথা ধরবেনা এবং জ্ঞান-বুদ্ধিও হ্রাস পাবেনা। —সূরা সাফ্‌ফাত- ২য় রুকু।

সূরা তুরে বলেন, لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ "এ শরাব পান করার কারণে তারা অশংলগ্ন কোন প্রলাপ বকবে না এবং কোন গুনাহের কাজেও লিপ্ত হবে না।

সূরা দাহারে বলেন- وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا "তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পূতঃপবিত্র শরাব পান করাবেন।"

তাফসীরে মুয়ালামুত তানযীলের লেখক طَهُورًا 'তাহুরানা' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, উক্ত শরাব হবে সব ধরণের অপবিত্রতা মুক্ত। দুনিয়ার পানীয়ে হাত লাগলেই যেমন তা ময়লা হয়ে যায়, বেহেশতের শরাব হবে তেমন ময়লা হতে সুরক্ষিত।

অতঃপর তিনি আবু কেলাবা ও ইবরাহীমের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন যে, বেহেশতের শরাবকে "তাহুরা" এজন্য বলা হয়েছে যে, তা পানে পেশাব হবে না। বরং তা মেশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত ঘামে পরিণত হবে। আর তা এভাবে হবে যে, বেহেশতীগণ আহার করার পর তাদের কাছে শরাবান তাহুরা উপস্থিত করা হবে। এ শরবত পানে তাদের পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন তাদের খাদ্যের বর্জ্য ঘাম হয়ে দেহের চামড়ার মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে। যা হবে মেশকের চেয়েও বেশি সুঘ্রাণ যুক্ত। এতে তাদের পেট খালি হয়ে যাবে এবং পুনরায় তাদের খাবার স্পৃহা জাগবে।

মাকাতিল (রা) বলেন, শরাবান তাহুরা হচ্ছে বেহেশতের দরজার বাইরের একটি পানির প্রস্রবণ। এ প্রস্রবণ থেকে যে ব্যক্তি পান করবে, আল্লাহ তাআ'লা তার অন্তকরণকে ঘৃণা-বিদ্বেষ, হিংসা ও অপবিত্রতা হতে পবিত্র করে দেবেন।

বেহেশতীদের যানবাহন

হযরত বুরায়দাহ (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতে কি ঘোড়া থাকবে? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ তাআ'লা যদি তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান এবং তুমি যদি কালো ইয়াকুত রংয়ের ঘোড়ায় চড়তে চাও, তাহলে তোমাকে তাও দান করা হবে। আর সে ঘোড়া তোমাকে নিয়ে বেহেশতে উড়ে বেড়াবে। তুমি যেখানেই যেতে চাইবে, সেখানেই নিয়ে যাবে।

অতঃপর আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বেহেশতে কি উট থাকবে? নবী করীম (সঃ) তাকেও অনুরূপ জওয়াবই দিলেন, যা প্রথম ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে আরও বললেন, আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করালে তোমার মনে যা চাইবে তাই তোমাকে দান করা হবে। যা দেখে তোমার নয়ন জুড়িয়ে যাবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

এক বেদুঈন সাহাবী এসে নবী করীম (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়া আমার খুব পছন্দনীয় প্রাণী। বেহেশতে কি ঘোড়া পাওয়া যাবে? নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমাকে যদি বেহেশতে প্রবেশ করান হয়, তাহলে তোমাকে ইয়াকুত রংয়ের ঘোড়া দেয়া হবে। সে ঘোড়ার দু'খানা ডানা থাকবে। অতঃপর তোমাকে তাতে চড়ান হবে এবং তুমি যেখানে যেতে চাইবে, তোমাকে নিয়ে তা সেখানে উড়ে যাবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

বেহেশতীদের পারস্পরিক ভালবাসা

কোরআন মজীদের সূরা হুজরাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আমি বেহেশতীদের অন্তর হতে (পার্থিব জীবনের) হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেবে। তখন তারা ভাই ভাই হয়ে থাকবে এবং সুসজ্জিত আসনে সামনা-সামনি আসন গ্রহণ করবে। —সূরা হিজর- ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ দুনিয়ার জীবনে যদি কারো প্রতি কারোর ঘৃণা বিদ্বেষ থেকে থাকে, তাহলে বেহেশতে প্রবেশের পূর্বেই আমি তা তাঁর অন্তর থেকে পৃথক করে ফেলব। ফলে সমস্ত বেহেশতীরা সেখানে পরস্পর ভাই ভাইয়ের মত বসবাস করবে। কারো মনে তখন আর কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দোষ থাকবে না।

সহীহ বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে,

قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اِخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ *

বেহেশতীদের অন্তরসমূহ একই ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় রূপ পরিগ্রহণ করবে। তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকবে না এবং থাকবে না কোন ঘৃণা বিদ্বেষ।" ক্বলব বিভিন্ন থাকলেও মন মানসিকতা হবে অভিন্ন। সবাই পারস্পরিক ভালবাসা ও মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন।

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, আল্লাহ তাআ'লা অন্তরে ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর না করা পর্যন্ত কোন মুমিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আক্রমণকারী জন্তু-জানোয়ারকে যেভাবে প্রতিহত করে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়, অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআ'লা মুমিনদের অন্তর হতে ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করে দেবেন।

—তাফসীরে ইবনে কাছীর- ২য় খণ্ড।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিন বান্দারা যখন পুলসেরাত পার হয়ে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করবেন, তখন

বেহেশত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। আর পার্থিব জীবনে একে অপরের প্রতি যে জুলুম অত্যাচার করেছিল, তার বিচার করে মজলুমের হক প্রদান করা হবে। তাঁরা যখন জুলুম-অত্যাচার হতে সম্পূর্ণ পবিত্র হবে, তখনই তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। অতএব যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, তার শপথ! তাদের প্রত্যেকেই তখন বেহেশতের আপন আপন স্থানের প্রতি এমন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে থাকবে, যেমন পার্থিব রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে তারা পরিজ্ঞাত ছিল। —বোখারী, মুসলিম।

বেহেশতে প্রবেশ করার পূর্বেই যখন পারস্পরিক জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচারের ফয়সালা হয়ে যাবে এবং মনের ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করা হবে, তখন আর ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণের কোন কারণ থাকবে না। আর একজন ক্ষুদ্র ও সাধারণ বেহেশতীও যখন মনে করবে যে, আমি যা লাভ করেছি, তা আর কেউ লাভ করেনি। তখন বিনা কারণে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হওয়ার কোন কারণই থাকবে না। —মুসলিম।

বেহেশতীদের আমোদ-প্রমোদ

বেহেশতীগণ পরস্পর পানীয় ছিটিয়ে আমোদ ফুর্তি করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "সেখানে তারা শরাবের পেয়ালা নিয়ে পরস্পরে টানাটানি ও ছিটাছিটি করবে। আর সে শরাব পানে তাদের কোন নেশা হবে না। তাই তারা প্রলাপও বকবে না। আর নির্বোধের ন্যায় কোন অসংলগণ কথাও বলবেনা।

—সূরা তুর- ১ রুকু।

তাদের এ টানা-টানি হবে আন্দ ও ফুর্তির বহিঃপ্রকাশ। কারণ সেখানে কোন কিছুরই কমতি থাকবেনা, যার দরুন তা লাভ করার জন্য কাড়া-কাড়ি করতে হবে। বরং বন্ধু বান্ধবদের পরস্পরের কাড়া-কাড়ি করে খাওয়ার স্বাদ ও সৌন্দর্য্যই আলাদা।

বেহেশতীদের পোশাক ও অলংকার

বেহেশতীদের পোশাক হবে সবুজ রংয়ের রেশমের এবং তাদের অলংকার হবে স্বর্ণ ও মনিমুক্তা দ্বারা তৈরি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করে, আমি তাদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করব না। যারা উত্তম পথে চলে, তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী বেহেশত। যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন পরিধান করান হবে। তারা সবুজ রংয়ের পোশাক পরিধান করবে, যা হবে শুকনো ও পুরু রেশম দ্বারা তৈরি। আর সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। কত সুন্দর প্রতিদান এবং কত সুন্দর আরামের স্থান বেহেশত।"

—সূরা কাহাফ- ৪র্থ রুকু।

উপরোক্ত আয়াতে প্রথমতঃ বেহেশতীদের স্বর্ণের কাঁকন (অলংকারের) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা দাহারে বলা হয়েছে وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ "আর তাদেরকে রূপার কাকন পড়ান হবে।" উভয় আয়াত একত্র করলে এ অর্থই দাড়ায় যে, বেহেশতীদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকার ধাতুর অলংকার পরিধান করান হবে। অতঃপর বেহেশতীদের পোশাকের কথা বলা হয়েছে যে, তারা মিহিন ও পুরু রেশমের তৈরি সবুজ রংয়ের পোশাক পরিধান করবে। অর্থাৎ উভয় কাপড়ই হবে রেশম বস্ত্র। যার ইচ্ছে হয় সে পাতলা কাপড় পরিধান করবে, আর যার ইচ্ছে হয় সে পুরু কাপড় পরিধান করবে।

তাফসীরে বায়যাবীর লেখক লিখেছেন- দু'প্রকার কাপড়ের কথা এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বুঝতে পারা যায় যে, সেখানে মনের চাহিদা এবং দৃষ্টি নন্দন সবকিছুই পাওয়া যাবে।

বেহেশতীদের জন্য সবুজ রং এজন্য নির্বাচন করা হয়েছে যে, সমস্ত রংয়ের মধ্যে এ রংটিই হচ্ছে সর্বোত্তম। আর অন্যান্য রংয়ের তুলনায় এটি সর্বাপেক্ষা সজীবতার ধারক ও বাহক।

এখানে লক্ষণীয় যে, একটি রংয়ের কথা উল্লেখ করে অন্যান্য রং সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্ত অন্যান্য রংয়ের পোশাক দেয়া হবে না, এমন কথা বলা হয়নি। বেহেশতীদের মনে চাইলে আল্লাহ পাক অন্যান্য রংয়ের কাপড়ও তাদেরকে দান করবেন। আল্লাহ তাআ'লা সূরা হজ্বে ঘোষণা করেন ঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা সেসব লোকদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে। সে বেহেশতের তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদেরকে সেথায় স্বর্ণের কাংকন ও মোতি পরিধান করান হবে। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী পোশাক।" —সূরা হজ্ব- ৩য় রুকু।

এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতীগণ সোনার কাংকনসহ মোতির অলংকারও পরিধান করবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ওযুর পানি যেসব স্থানে ব্যবহার হয়, বেহেশতে মুমিনগণ সেসব স্থানে অলংকার ব্যবহার করবে।"

—মুসলিম।

হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে যদি এতটুকু পরিমাণ জিনিসও এ জগতে প্রকাশ পেয়ে যায়, যা একটি নখ দ্বারা উঠান সম্ভব- তাহলে আসমান ও জমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই আলোকিত হয়ে উঠবে। বেহেশতীদের মধ্যে থেকে একজন পুরুষও যদি দুনিয়ায় উঁকি মারে, যার ফলে তার হাতের কংকন প্রকাশ পায়, তাহলে তা সূর্যের কিরণকে এমনভাবে আলোহীন করে ফেলবে, যেমন সূর্য তারকারাজির আলোকে ম্লান করে দেয়। —তিরমিযী, মেশকাত।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কাকন তো মহিলাদের হাতে শোভা পায়, পুরুষগণ তা পরিধান করলে কেমন লাগবে?

এর উত্তর হচ্ছে, কোন পোশাক বা অলংকারাদি শোভাময় রুচিশীল হওয়াটা প্রত্যেক দেশ ও অঞ্চলের সাধারণ মানুষের চাহিদা ও প্রথার উপর নির্ভরশীল। দুনিয়ায় যদিও পুরুষগণ কংকন পরিধান করে না, কিন্তু বেহেশতে তারা আগ্রহ সহকারে তা পরিধান করবে। আর সকলের কাছে দেখতে তা ভাল লাগবে। মনে করুন ঘড়ির চেইন। এটা নানা প্রকারে হয় এবং সবাই নিজ নিজ রুচি মাফিক তা ব্যবহার করে। মানুষ বিভিন্ন প্রকার অলংকার পরিধান করে। আর সে অলংকার পুরুষের হাতে ভালই মানায়। কোন কোন সম্প্রদ্রায় বিবাহ অনুষ্ঠানে দুলাকে কংকন পরিধান করায় এবং সমবয়সী সকল লোকে তা অবলোকন করে খুশী হয়। যেহেতু সেখানকার প্রথা হচ্ছে এই, তাই সকলের দৃষ্টিতেই তা হবে দৃষ্টি নন্দন। তারা এ প্রথা পালনে এতটা দৃঢ় হয় যে, শরীয়তের বাধা নিষেধও তারা মানে না।

আর একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হাতের পাঞ্জা হতে কনুই পর্যন্ত অলংকার আচ্ছাদিত হওয়া তো ভাল মানায় না এবং দেখতেও দৃষ্টিকটু মনে হয়। তবে তা কেন?

এর উত্তর হচ্ছে, এটাও দুনিয়ার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খারাপ মনে হয়, কিন্তু বেহেশতে সকলের কাছেই তা পছন্দনীয় মনে হবে এবং আগ্রহ সহকারে পরিধান করবে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এ প্রচলনও আছে যে, তাদের মহিলারা কনুই পর্যন্ত অলংকার পরিধান করে। আর সেটা সকলের কাছেই পছন্দনীয় ও শোভাময় মনে হয়।

ফায়দা ঃ কোরআন মজীদে নেককারদের অলংকারের আলোচনায় বলা হয়েছে, তাদেরকে অলংকার পরিধান করান হবে। আর পোশাক সম্পর্কে বর্তমানকালের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ পোশাক তারা নিজেরাই পরিধান করবে। এটা একথা বুঝাবার জন্য বলা হয়েছে যে, অলংকার তো বেহেশতের সেবক-সেবিকাগণ তাদেরকে পরিধান করাবে। যেমন দুনিয়ার রাজা-বাদশাদেরকে তাদের সেবকগণ মুকুট পরিধান করিয়ে থাকে। কিন্তু পোশাক বেহেশতীগণ নিজেরাই পরিধান করবে। কেননা নিজ হাতে পোশাক পরিধান করাই হচ্ছে যথার্থ। বিশেষ করে যে পোশাক লজ্জা নিবারণের জন্য পরা হয়, তা নিজ হাতে পরাই উত্তম। —তাফসীরে রুহুল মায়ানী।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে যারাই প্রবেশ করবে, তারা সর্বদা আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে থাকবে। কখনো পরমুখাপেক্ষী হবে না, কোন কিছুর অভাব থাকবে না। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ কখনো পুরান হবে না এবং তাদের যৌবনও লোপ পাবে না। —মুসলিম, মেশকাত।

বেহেশতীদের পোশাক কখনো ময়লা এবং পুরানা হবে না। হ্যাঁ তারাপোশাক পরিবর্তন করতে চাইলে পরিবর্তন করে নেবে। কিন্তু পোশাক ময়লা কিংবা ছিঁড়াফাটা হওয়ার কারণে তারা তা পরিবর্তন করবে না।

বেহেশতীদের মাথার তাজ ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীদের মাথায় তাজ পরান হবে। সে তাজের ক্ষুদ্রতম মোতিটির উজ্জ্বলতা এত হবে যে, তার উজ্জ্বলতায় পূর্ব পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত করে ফেলবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

অর্থাৎ সে তাজের ক্ষুদ্রতম মোতিটিও যদি দুনিয়ায় এসে পরে, তা হলে পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত এর মধ্যেবর্তী সমস্ত স্থানকে আলোকিত করে তুলবে।

বেহেশতীদের বিছানা ঃ

সূরা আররহমানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তারা এমন শয্যায় হেলান দিয়ে বসবে, যার খোল বা আস্তর পুরু রেশম দ্বারা তৈরি। আর উভয় বেহেশতের ফলফলারি তাদের নিকটবর্তী হবে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে।" —সূরা আর-রাহমান– ৩য় রুকু।

আরবী ভাষায় মোটা রেশমকে ইস্তেবরাক বলা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুললাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এখানে তো তোমাদেরকে শয্যার নীচের কাপড় সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর সেটা হবে ইস্তেবরাক বা মোটা রেশম দ্বারা তৈরি। সুতরাং এর দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, গায় দেয়ার বা উপরের কাপড়টি কত সুন্দর ও উন্নতমানের হবে।

এ সূরারই শেষ দিকে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তারা সবুজ রংয়ের চাদরের উপর উপবিষ্ট থাকবে। আর আশ্চর্য রকমের সুন্দর বিছানায় হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? তোমার প্রতিপালকের নাম তো বরকতময়, যিনি প্রতিপত্তি ও উচ্চ সম্মানের অধিকারী।" —সূরা আর-রাহমান– শেষ রুকু।

প্রথম আয়াতে উচু শ্রেণীর বেহেশতীদের বিছানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা বলা হয়েছে যে, শয্যার আস্তরণ অর্থাৎ নীচের কাপড়টি হবে পুরু রেশমের। কিন্তু শয্যার উপরের আবরণ বা গারচাদরের কথা আলোচনা করা হয়নি। কারণ, আস্তরের উপর কিয়াস করেই উপরের চাদরের কথা বুঝা যাবে। কিন্তু এ আয়াতে তুলনামূক নিম্ন স্তরের বেহেশতীদের শয্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যাতে শয্যার আস্তরের কথা উল্লেখ নেই। শুধু উপরের চাঁদরের কথা বলা হয়েছে। —ইবনে কাছীর।

সূরা গাশিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "সেখানে রয়েছে উন্নততর শয্যা। আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, সারি সারি বালিশ এবং বিছানা ও গালিচা।" —সূরা গাশিয়াহ

সূরা ওয়াকিয়ায় ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের নেয়ামতের আলোচনায় বলা হয়েছে, وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ "বেহেশতে তারা উঁচু উঁচু বিছানায় অবস্থান করবে।"

এর ব্যাখ্যায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এ বিছানাগুলো এতটা পুরু হবে, যেমন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানের দূরত্ব। যার ব্যবধান হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ। —তিরমিযী, মেশকাত।

বেহেশতীদের আসন ঃ

বেহেশতীদের আসনের আলোচনায় সূরা ওয়াকেয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী হবে। তারাই হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত, নেয়ামতপূর্ণ বাগ-বাগিচায় তাদের বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে। আর অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য। তারা স্বর্ণ খচিত আসনে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে বসবে।" —সূরা ওয়াকিয়া –আয়াত ১০-১৬।

সূরা তুরে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ

অর্থাৎ তারা পাশাপাশি সাজানো আসনে হেলান দিয়ে বসবে। আর সে আসনগুলো মুখোমুখি করে সাজান থাকবে। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় সুরুরুন শব্দের অর্থ হচ্ছে আসন। আর মাউদুনাতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে তৈরি আসন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আসনগুলো সোনার তার দ্বারা সুসজ্জিত করে নির্মাণ করা হবে। (দুনিয়ায় যেমন বাশ ও বেত দ্বারা চেয়ার ও বিভিন্ন আসন সুক্ষ্মভাবে বুনানো হয়ে থাকে।) মোফাসসীর আল্লামা সুদ্দি (র) বলেন, সে আসনগুলো হবে স্বর্ণ ও মোতি খঁচিত। —ইবনে কাছীর।

সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "নিশ্চয় বেহেশতীগণ সেদিন নিজেদের (নেয়ামতে) নিমগ্নতায় সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁরা এবং তাদের স্ত্রীগণ পর্দা বিছানো সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।" —সূরা ইয়াসীন– ৪র্থ রুকু।

তাফসীরে মাযহারীর লেখক اَرَائِكُ শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, নব দুলাকে বসাবার জন্য যে, পর্দা ঝুলিয়ে বিশেষ কামরা সুসজ্জিত করা হয় এবং সেখানে যে সুসজ্জিত আসন পাতা হয়, তাকেই اَرِيْكَه বলা হয়। উপরোল্লেখিত উভয় আয়াতের সারাংশ থেকে জানা যায় যে, বেহেশতীদের বসার জন্য সাধারণ আসন এবং বিশেষ আসনও থাকবে।

এখানে এ সূক্ষ্ম বিষয়টি লক্ষণীয় যে, কোরআন মজীদের সূরা আ'রাফ ও সাফ্‌ফাতে سُرُرٌ مُّتَقَابِلِيْنَ (মুখোমুখী আসনও) বলা হয়েছে। যাতে আরো বলা হয়েছে عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَه। সাধারণ আসনের কথা। এখানে سُرُرٌ এর বিশেষণ বা গুণ বর্ণনা করা হয়েছে مَوْضُوْنَه দ্বারা। হতে পারে سُرُرٌ مَّوْضُوْنَةٌ হচ্ছে, খাছ খাছ ও বিশিষ্ট লোকদের আসন। এ ছাড়া অন্যান্য আসন হবে সাধারণ বেহেশতীদের জন্য। আর সকলের জন্যই سُرُرٍ مَوْضُوْنَه হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান।

মোটকথা, বেহেশতে যেসব আসন থাকবে, তা হবে অদ্ভুত বিস্ময়কর শোভাময় ও পছন্দনীয় আসন। তার রূপমাধুরী সৌন্দর্য ও মনোরম অবস্থা এ দুনিয়ায় বসে অনুমান করা সম্ভব নয়। عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ (মুখোমুখী আসনে বসবে) প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাছীর (র) লিখেছেন, মুজাহিদ (র) বলেন, বেহেশতীগণ একেঅপরকে পিছনের দিক দিয়ে দেখবে না। অর্থাৎ উঠা-বসা ও বৈঠকে কেউ কারো পিছনে বসার সুযোগ নেই। সেখানকার অবস্থা এমন হবে যে, কারো পৃষ্ঠদেশ দেখা যাবে না। তাদের পরস্পরের মাঝে যখন দেখা সাক্ষাত হবে, তখন পরস্পরের মুখমণ্ডলেই দৃষ্টি পড়বে। মজলিসে বসলে দুনিয়ার মানুষের ন্যায় আগে পিছনে বসবে না। দুনিয়ায় স্থানের ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু সেখানে স্থানের কোন ঘাটতি বা কমতি নেই। আর দূরে ও কাছে এ কথা সেখানকার জন্য প্রযোজ্য নয়। প্রত্যেকেই যে কোন স্থান থেকে অপরের বক্তব্য শুনতে পাবে।

তাফসীরে মাজহারীর লেখক مُتَقٰبِلِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীদের সুন্দরতম জীবন, আন্তরিকতা-মহব্বত, শিষ্টাচারিতা এবং উন্নত চরিত্রের আলোচনায় বলেছেন যে, তাদের পারস্পরিক ভালবাসা ও মেলামেশার আন্তরিকতার দরুন একজন অপরজনের পিছনে বসাকে গ্রহণ করবে না।

বেহেশতের গিলমান বা কিশোর বালক

বেহেশতীগণের সেবার জন্য আল্লাহ তাআ'লা চিরকিশোর বালক সৃষ্টি করে রেখেছেন, যারা সর্বদা বেহেশতীগণের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের সূরা তূরে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ *

"তাদের সেবার জন্য এমন সব চিরকিশোর বালক তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে, যাদেরকে মনে হবে যেন সুরক্ষিত মোতি বিশেষ। —সূরা তুর– ১ম রুকু।

সূরা দাহারে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– " তাদের সেবার জন্য তাদের কাছে এমন সব বালক ঘোরাফেরা করবে, যারা হবে চির কিশোর। যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, তখন আপনার মনে হবে যেন তারা বিচ্ছুরিত মোতি।"

—সূরা দাহার– ১ম রুকু।

আরবী ভাষায় وِلْدَانٌ হচ্ছে, وَلَدٌ -এর বহুবচন। আর غِلْمَانٌ হচ্ছে, غُلَامٌ-এর বহুবচন। উভয়ের অর্থই প্রায় এক। অর্থাৎ, বেহেশতীদের জন্য আল্লাহ তাআ'লা স্ত্রীরূপে বহু হুর সৃষ্টি করে রেখেছেন। তারা মহিলা হলেও মানুষের ন্যায় তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি বরং আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে নিজ কুদরতে সৃষ্টি

করেছেন। এমনিভাবে বেহেশতীদের সেবার জন্য আল্লাহ গিলমান ও বিলদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, যারা সর্বদাই চির কিশোর থাকবে। এরাও সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি, যাদের জন্ম মানুষের সৃষ্টির ন্যায় হয়নি বরং তাদেরকেও আল্লাহ তাআ'লা নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। কোরআন মজীদে مُخَلَّدُوْنَ বা চির কিশোর বলে এসব বালকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীর লেখক এর ব্যাখ্যায় লেখেছেন, এসব বালকের কখনো মৃত্যু হবে না এবং বয়বৃদ্ধও হবে না। তাদের কৈশোরেও ঘটবে না কোন পরিবর্তন, তারা সর্বদা বালক রূপেই থাকবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) লেখেছেন, তাদের বয়স কখনো বাল্যকালের বয়স হতে বর্ধিত হবে না।

সূরা দাহারের ব্যাখ্যায় وِلْدَانٌ শব্দের আলোচনায় তাফসীরে মাযহারীর লেখক লিখেছেন, এসব বালককে আল্লাহ তাআ'লা মুমিনদের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথবা এরা হচ্ছে কাফেরদের নাবালক সন্তান, যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীদের সেবায় নিযুক্ত করবেন।

এর দ্বারা জানা যায় যে, বিলদান প্রসঙ্গে দু'টি ব্যাখ্যা বিদ্যমান। একটি হচ্ছে এরা আল্লাহ তাআ'লার নতুন সৃষ্টি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কাফেরদের সেসব নাবালক সন্তান, যাদেরকে বেহেশতীদের সেবায় নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করেননি। বয়ানুল কুরআনের গ্রন্থকার লিখেছেন, বিলদান সম্পর্কে সেটাই গ্রহণযোগ্য মত যা তাফসীরে খাযেনের লেখক উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, বিলদান হচ্ছে হুরের অনুরূপ আল্লাহ তাআ'লার স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এদেরকে সেবক বানাবার মূলে রয়েছে তাদের দ্বারা বেহেশতীদের যৌনস্পৃহা ছাড়া অন্যান আনন্দ দান করা।

সূরা তূরে গিলমানদের সুরক্ষিত মোতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সব বালক সৌন্দর্য ও উজ্জলতায়, রূপে, রংয়ে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এমন মোতির ন্যায় হবে যা ঝিনুকের মাঝে সুরক্ষিত থাকে, ধুলো ময়লা তাকে স্পর্শ করো না।

আর এসব বালককে সূরা দাহারে বিচ্ছুরিত মোতির সাথে সাদৃশ্যতা দেখান হয়েছে। অর্থাৎ এরা হবে ছড়ান-ছিটান মোতির ন্যায়। কেননা তারা সেবার এ কাজে সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে থাকবে।

হযরত হাসান ও কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণিত, কোন এক সাহাবী (রা) হযরত নবী করীম (সঃ)-এর কাছে আরয করলেন, সেবকগণের রূপ-সৌন্দর্য যখন এত, তখন মাখদুম বা যাদের সেবা করা হবে, তাদের অবস্থা কেমন হবে? নবী করীম (সঃ) বললেন, যাদের সেবা করা হবে, তারা সেবকদের তুলনায় এতটা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান হবে যেমন তারকামণ্ডলীর উপর চতুর্দশীর (পূর্ণিমার) চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। —তাফসীর মাযহারী।

বেহেশতের পবিত্র স্ত্রীগণ

কোরআন মজীদের সূরা আল এমরানে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "যারা আল্লাহ তাআ'লাকে ভয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এমন বেহেশত, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আর সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্রতম স্ত্রীগণ, ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাআ'লা আপন বান্দাগণকে দেখছেন।"—সূরা আলে ইমরান- ২য় রুকু।

"পবিত্র স্ত্রী" তারা হবে বাহ্যিক ময়লা-নোংরা হতে মুক্ত। অভ্যন্তরীণ দিক দিয়েও তারা চরিত্রহীনা, যৌন কেলেংকারী এবং দুঃখ-কষ্টদায়ক আচরণ ও কথা মুক্ত। আর প্রকৃতিগতভাবে মহিলাদের যে হায়েজ-নেফাস হয়, তা হতেও তারা থাকবে পবিত্র। অর্থাৎ তাদের হায়েজ-নেফাস হবে না।—তাফসীরে ইবনে কাছীর।

বিশিষ্ট তাবেঈ মুজাহিদ (র) "পবিত্রতম স্ত্রীর" ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা হায়েজ-নেফাস, পায়খানা-পেশাব, সর্দি-কাশি, থুথু ও মনি নির্গত হওয়া এবং সন্তান জন্ম দেয়া হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র থাকবে। কাতাদাহ (র) বলেন, বেহেশতের পবিত্রতম স্ত্রীগণ সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক বিষয় এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়া হতে মুক্ত ও পবিত্র থাকবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর- ১ম খণ্ড।

সারকথা হচ্ছে বেহেশতের স্ত্রীগণ জাহেরী ও বাতেনী সর্বপ্রকার দোষ হতে মুক্ত ও পবিত্র থাকবে। তাদের থুথু আসবে না। তাদের পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন দেখা দেবে না। তাদের মনি, হায়েজ, ও নেফাছও নির্গত হবে না। তাদের দেহ ও কাপড় কখনো ময়লা হবে না। বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি তাদের অভ্যাস, চরিত্র ও আচার-আচরণও হবে অত্যন্ত শালীন-মার্যিত। তারা মনে-প্রাণে স্বামীদের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবে। তাদের মধ্যে লেশমাত্র অবাধ্যতাও থাকবে না। তাদের মধ্যে কটুবাক্য নিক্ষেপ, ধোঁকা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতার লেশমাত্র থাকবে না। দুনিয়ার যেসব মহিলা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে, তারা হবে বেহেশতের মুমিন পুরুষদের স্ত্রী। তাদের ছাড়াও পুরুষগণকে পরমা সুন্দরী হুরগণকে দেয়া হবে। উভয় শ্রেণীর স্ত্রীগণই সৌন্দর্য, রূপমাধুরী, মনভুলানো ও জাহিরী-বাতেনী সর্বপ্রকার গুণে হবে গুণান্বিত। প্রেম-ভালবাসার তরঙ্গমালা থাকবে তাদের মধ্যে উত্থিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এবং পুরুষের মন ভুলাতে তারা হবে অদ্বিতীয়।

বেহেশতী স্ত্রীদের সৌন্দর্য ও রূপমাধুরী ঃ

কোরআন মজীদের সূরা ওয়াকেয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ *

"ঐসব মহিলাকে আমি বিশেষ নিয়মে সৃষ্টি করেছি। তাদেরকে সৃষ্টি করেছি চিরকুমারী সোহাগিনী করে, আমলনামা ডান হাতে প্রাপ্ত লোকদের জন্য।"
—সূরা ওয়াকিয়া- ১ম রুকু।

দুনিয়ার মুমিন নারীগণ যে অবস্থায় ও যে বয়সেই মৃত্যুবরণ করুক না কেন, বেহেশতে তাদেরকে নয়নাভিরাম যুবতী ও কুমারী নারীতে পরিণত করা হবে। আর বেহেশতের সৌন্দর্য ও রূপমাধুরী দ্বারা তাদেরকে করা হবে সুভোভিত।

হাদীসে আছে, জনৈক বৃদ্ধা মহিলা এসে নবী করীম (সঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তাআ'লা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, হে অমুকের মাতা! বেহেশতে কোন বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করবে না। এ কথা শুনে মহিলাটি কাঁদতে লাগলেন। তখন নবী করীম (সঃ) উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ঐ মহিলাকে বলে দাও যে, বেহেশতে প্রবেশ করার সময় কেউ বৃদ্ধ থাকবে না। কেননা তখন সকলকেই যৌবন দান করা হবে। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "আমি তাদেরকে বিশেষ নিয়মে সৃষ্টি করেছি। আর তাদেরকে করেছি কুমারী"। —শামায়েলে তিরমিযী।

নবী করীম (সঃ) এ কথাটি কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন। কিন্তু মহিলাটি অন্য অর্থ ভেবেছিল। মাঝে মাঝে নবী করীম (সঃ) কৌতুকও করতেন। এ ঘটনাটি সে শ্রেণীরই ঘটনা। তবে কৌতুকে কখনো তিনি মিথ্যা বলতেন না। যা কিছু বলতেন তা সঠিক ও সত্য কথা বলতেন।

اَبْكَار শব্দটি بِكْرٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ হচ্ছে কুমারী; তাদের স্বামীগণ যখনই তাদের সাহচর্যে আসবে ও মধুমিলনে প্রবৃত্ত হবে, তখনই তাদেরকে তারা নবযৌবনা কুমারীরূপে পাবে। —মিরকাত শরহে মেশকাত।

বয়ানুল কোরআন গ্রন্থকার লেখেছেন, যৌন মিলনের পর তারা পুনরায় কুমারীতে পরিণত হবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে মারফু সনদ সূত্রে এ মর্মে একটি হাদীস দূররে মানছুরে উল্লেখ রয়েছে।

عُرُبًا শব্দটি বহুবচন, এর এক বচন হচ্ছে, عَرُوْبٌ অর্থ- স্বামীসোহাগিনী ও প্রেমময়। আল্লামা ইবনে কাছীর (র) লিখেছেন, এসব মহিলাদের বৈশিষ্ট্য হল তারা স্বামীর প্রতি হবে ভালবাসায় নিবেদিত প্রাণ। মিষ্ট-ভাষিণী, আমোদী ও কমিনী।

উপরোক্ত আয়াতে اَتْرَابًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ- সমবয়সী ও তরঙ্গময় যৌবনের অধিকারী মহিলা। বেহেশতে সমস্ত পুরুষের বয়স হবে। ত্রিশ কি বত্রিশ বছর। অনুরূপভাবে তাদের স্ত্রীগণও হবে তাদের সমবয়সী। গঠন প্রকৃতি ও বয়সে হবে তারা পুরুষের সমতুল্য। উভয়ের মন থাকবে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট। দুনিয়ায় পুরুষরা নিজেদের বয়সের চেয়ে কম বয়সী মহিলাদেরকে পছন্দ করে। কেননা কম বয়সী মহিলাদের মধ্যে রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেম-প্রীতির আকর্ষণ থাকে বেশি। বেহেশতের মহিলাগণ দুনিয়ার মুমিন মহিলাহোক বা বেহেশতের

হুর হোক, তাদের মধ্যে থাকবে রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেম-প্রীতির মাধুরিমা ষোল কলায় পরিপূর্ণ। এ কারণে সমবয়স হওয়া প্রেম-প্রীতি নিবেদনের পথে বাধা নয় বরং সমবয়সী হওয়াটা অধিক ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হওয়ার কারণ। স্বামী স্ত্রী উভয়ে থাকবে সন্তানশূন্য, আর বৃদ্ধাপনা হতেও তারা থাকবে নিরাপদ। সর্বদাই তারা মধ্য বয়সী থাকবেন।

মুফাস্‌সীর সুদ্দী (রঃ) اَتْرَابًا শব্দের ব্যাখ্যায় লেখেন ঃ তারা উভয়ে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও চরিত্রের দিক দিয়ে সমমানের হবে। ভাই-ভগ্নির মত মিল-মহব্বতে থাকবে। তাদের মধ্যে থাকবে না হিংসা-বিদ্বেষের লেশমাত্র। পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা বলতেও কোন কিছু তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। —ইবনে কাছীর।

কোরআন মজীদে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ *

"আর তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ।"
—সূরা সোয়াদ- ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ তাদের দৃষ্টি থাকবে একমাত্র স্বামীর প্রতি, মনও থাকবে স্বামীর প্রতি নিবিষ্ট। তারা স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি উত্তোলন করে তাকাবে না।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, সমস্ত দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। বেহেশতের মহিলাদের মধ্য থেকে কোন মহিলা যদি দুনিয়ার দিকে উঁকি মারে, তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে যা কিছু আছে সবকিছুকে ঔজ্জ্বল করে তুলবে এবং সুঘ্রাণে ভরে যাবে। তাদের মাথার ওড়নাখানা এত মূল্যবান যে, দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে অনেক মূল্যবান।
—বোখারী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, বেহেশতী মহিলাদের পায়ের নলার ঔজ্জ্বল্য সত্তর পাল্লা পর্দার ভেতর থেকেও পরিদৃষ্ট হবে। এমনকি নলার ভেতরের মাংসপিণ্ডও দেখা যাবে। এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ অর্থাৎ বেহেশতী মহিলাগণ এতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হবে, মনে হবে যেন, তারা ইয়াকুত ও মারজান পাথর। অতঃপর তিনি বলেন, ইয়াকুত এমন এক পাথর তুমি যদি তার ভেতরে একটি মোতি প্রবেশ করাও তাহলে পাথরের বাইর থেকেই তা দেখতে পাবে।
—তিরমিযী।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতী এক পুরুষের কাছে এক মহিলা এসে তাঁর কাঁধে হাত রাখবে। পুরুষ ব্যক্তি তখন তার মুখমণ্ডলের প্রতি তাকাবে। সে তার গণ্ডদেশ আয়নার চেয়েও পরিষ্কার দেখবে। আর বেহেশতী মহিলাদের গলায় যে মোতির কণ্ঠহার থাকবে, তার ক্ষুদ্রতম মোতিটিও পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানকে ঔজ্জ্বল করে তুলতে পারে। তাদের দেহে সত্তর পাল্লা পর্দা হবে, তা সত্ত্বেও তার ভেতর থেকে দেহের ঔজ্জ্বল্য পরিদৃষ্ট হবে। আর বেহেশতী পুরুষেরা কাপড়ের বাইর থেকে তার পায়ের নলা দেখে নেবে। —আহমদ, ইবনে হেব্বান, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

ঢুলু ঢুল নয়ন বিশিষ্ট হুর

'হুর' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে حَوْرَاءُ অর্থাৎ হুর বলা হয় সে সব বেহেশতী নারীকে, যাদের নয়নের শুভ্রতা ও কৃষ্ণতা খুব গভীর। আর عَيْنٌ শব্দটি عَيْنَاءُ এর বহুবচন। অর্থাৎ সেসব মহিলা যাদের আঁখিযুগল বড় বড়। কোরআন-হাদীসের পরিভাষায় সেসব মহিলাকে হুর বলা হয়, যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতী পুরুষদের সাথী করার জন্য স্বীয় কুদরতী ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন। এরা হবে দুনিয়ার মুমিন স্ত্রীদের অতিরিক্ত। সূরা দুখানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ অর্থাৎ আমি ঢুলু ঢুলু নয়নবিশিষ্ট হুরদেরকে তাদের সাথী করব। সূরা আররহমানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"বেহেশতের মহলসমূহে থাকবে সূচারিণী পরমা সুন্দরী মহিলা। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সেখানে আছে তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সে হুরদেরকে পূর্বে কোন মানুষ স্পর্শ করেনি– করেনি কোন জিন স্পর্শ। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?" —সূরা রাহমান– ৩য় রুকু।

সূরা ওয়াকিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ *

"তাদের জন্য রয়েছে ঢুলুঢুলু আঁখিবিশিষ্ট হুর, তারা যেন ঝিনুকে সুরক্ষিত মোতির ন্যায়।" —সূরা ওয়াকিয়া–১ম রুকু।

হুরদের সৌন্দর্য বর্ণনায় অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ *

"তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না আয়তলোচনা হুরীগণ, তারা যেন সুরক্ষিত ডিম।" —সূরা সাফ্‌ফাত– ২য় রুকু।

সূরা ওয়াকিয়ার উপরোক্ত আয়াতে হুরদের সুরক্ষিত মোতির ন্যায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেসব মহিলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় তরতাজা মোতির ন্যায় চকচক করবে। আর সূরা সাফ্‌ফাতের আয়াতে তাদেরকে সুরক্ষিত ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা সর্বপ্রকার ময়লা ও দাগ হতে পবিত্র এবং মুক্ত।

মুফাস্‌সীর ইবনে কাছীর (র) হযরত হাসান (র) থেকে بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ -এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর মর্ম হল– এমন ডিম, যা হাতে স্পর্শ করার পূর্বে সুরক্ষিত থাকবে। আল্লামা বায়জাবী (র) লিখেছেন, হুরদেরকে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এ তুলনা হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এবং সাদার সাথে হলুদ মিশ্রিত করলে যে রং ধারণ করে সেদিকের সাথে। এ রংকে দেহের সর্বোত্তম রংরূপে স্বীকার করা হয়।

হুরদের বিশেষ দোয়া ও স্বামীদের প্রতি আন্তরিকতা ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "রমযান মাসের সম্মানের জন্য বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেহেশতকে সুসজ্জিত করা হয়। সুতরাং রমযানের প্রথম দিন আরশের নীচে আয়তলোচনা হুরদের দেহে বেহেশতের পত্রপল্লবের বাতাস প্রবাহিত হয়। আর এ বাতাসের শিহরণে হুরগণ আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ প্রার্থনা করে, "হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার বান্দাদের মধ্যে আমাদের জন্য এমন স্বামী নির্ধারণ কর; যাদের দেখে আমাদের নয়ন জুড়ায় এবং আমাদের দেখে তাদের প্রাণ শীতল হয়। —বায়হাকী, মেশকাত।

হযরত মুয়ায (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দুনিয়ায় কোন স্ত্রী তার দ্বীনদার স্বামীকে অন্যায়ভাবে দুঃখ-কষ্ট দিলে তখন আয়তলোচনা হুরগণ দুনিয়ার ঐ স্ত্রীকে বলে, তোমার অনিষ্ট হোক, তুমি তাকে কষ্ট দিও না। কেননা সে তো কয়েক দিনের জন্য তোমাদের কাছে মেহমানস্বরূপ। অতি সত্বরই সে তোমাদের থেকে বিদায় হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

এ দু'টি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশত ও তার অন্যান্য নেয়ামতসমূহ যেমন বর্তমান, তেমনি হুরগণও বর্তমান। হাফেজ মুনযারী (র) আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব গ্রন্থে উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে এক দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে উল্লেখ আছে যে, সালমা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতে মুমিন নারীগণ শ্রেষ্ঠ হবে, না আয়তলোচন হুরগণ? নবী করীম (সঃ) বললেন, বেহেশতে মুমিন নারীগণ হুরদের অপেক্ষা এতটা শ্রেষ্ঠ হবে, যেমন নীচের কাপড়ের তুলনায় উপরের কাপড়টি শ্রেষ্ঠ হয়। উম্মে সালমা (রা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি কারণে হবে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, এর কারণ হল দুনিয়ার মুমিন মহিলারা নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং আল্লাহর ইবাদত করে।

উম্মে সালমা (রা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন কোন সময় একজন মহিলাকে পরপর দু'তিন ও চারজন পর্যন্ত স্বামীগ্রহণ করতে দেখা যায়। তারপর তার মৃত্যু হলে সে বেহেশতে প্রবেশ করে আর তার স্বামীগণও মৃত্যুর পর বেহেশতে প্রবেশ করবে। এমতাবস্থায় বেহেশতে কোন্ স্বামী তার সাথী হবেন? নবী করীম (সঃ) বললেন, তখন ঐ মহিলাকে তার স্বামীদের মধ্যে যেকোন একজনকে গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হবে। সুতরাং তখন সে ঐ স্বামীকে গ্রহণ করবে, যে চরিত্রের দিক দিয়ে ছিল সর্বোত্তম। আর সে বলবে, হে আল্লাহ! অমুকে দুনিয়ায় আমার কাছে সর্বোত্তম চরিত্রবান ছিলেন, তাকেই আমার স্বামী মনোনীত করুন। এ কথা বলে নবী (সঃ) বললেন, হে উম্মে সালমা, স্বচ্ছরিত্র দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ডেকে আনে। —আত্তারগীব অত্তারহীব।

এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে শক্তিশালী নয়। কোন কোন হাদিসে পাওয়া যায় যে, দুনিয়ায় যে মহিলা প্রথম স্বামীর পর পুনরায় অন্য স্বামী গ্রহণ করে, সে বেহেশতে সর্বশেষ স্বামীকে লাভ করবে। অবস্থা যা-ই হোক না কেন, বেহেশতে নারী-পুরুষদের এমন অবস্থা হবে না যে, তারা সাথীহীন অবস্থায় থাকবে। কারো কারো জিজ্ঞাসা, দু' স্বামী বিশিষ্ট মহিলার অবস্থা কি হবে ? এ ব্যাপারটি এমন নয় যে, শরীয়তের কোন বিধান এর উপর নির্ভরশীল, বরং বেহেশতে আল্লাহ তাআ'লা যা কিছু স্থির করেন, সকলকে তাই উত্তম বলে মনে করতে হবে।

বেহেশতে আয়তলোচনা হুরদের গান ঃ

খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে আয়তলোচনা হুরদের সমবেত হওয়ার একটি স্থান রয়েছে। সেখানে তারা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলে, আমরা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী, কখনো আমরা ধ্বংস হব না। আমরা সর্বদাই সুখ-শান্তিতে থাকব। কখনো অভাবী ও মুখাপেক্ষী হব না। আমরা আমাদের স্বামীদের প্রতি সর্বদা খুশী থাকব। তাদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হব না। যারা আমাদের জন্য এবং আমরা যাদের জন্য, তাদের ব্যাপারে আমাদের বলার কিছু থাকতে পারে না। (তারা এ গানটি এমন চিত্তাকর্ষক সুরলহড়ীতে গায় যে) এমন সুর সৃষ্টিকুলের মধ্যে কেউ কখনো শুনেনি। —তিরমিযী, মেশকাত।

বেহেশতী পুরুষদের জন্য একাধিক স্ত্রী

বেহেশতে একজন পুরুষ কতজন স্ত্রী লাভ করবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের হাদীস বিদ্যমান। সহীহুল বোখারীতে উল্লিখিত এক হাদীসে আছে, বেহেশতের প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রীরূপে দু'জন করে আয়তলোচনা হুর লাভ করবেন।

ইবনে হাজার আসকালানী (র) ফাতহুল বারী গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থ থেকে এক হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, একজন সাধারণ বেহেশতী ব্যক্তি দুনিয়ার স্ত্রী ছাড়াও বাহাত্তর জন স্ত্রী লাভ করবেন (তারা হবে আয়তলোচনা হুর)।

আবু ইয়ালা সংকলিত এক হাদীসে আছে, একজন বেহেশতী ব্যক্তি মানুষের মধ্য থেকে দু'জন স্ত্রী লাভ করবেন। আর বাহাত্তর জন স্ত্রী লাভ করবে (বনী আদমের বাইরে থেকে) যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা পরজগতে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

সুনানে ইবনে মাজা গ্রন্থে এক হাদীসে উল্লেখ আছে, প্রত্যেক বেহেশতী পুরুষ স্ত্রীরূপে আয়তলোচনা হুরদের থেকে বাহাত্তর জন এবং বাহাত্তর জন পার্থিব মহিলাদেরকে লাভ করবে।

ফাতহুল বারী গ্রন্থকার এ ছাড়াও অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীসই সনদের দিক দিয়ে শক্তিশালী ও দুর্বল রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এটাই জানা যায় যে, বেহেশতীদের অন্যান্য নেয়ামতের পাশাপাশি অনেক স্ত্রী লাভেরও সৌভাগ্য হবে। কেউ দু' স্ত্রীর কম পেয়েছেন এমন হবে না।

তবে সংখ্যার যে বিভিন্নতা পাওয়া যায়, তা আমলের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ নিজ নিজ নেক আমলের ভিত্তিতে যে শ্রেণীপার্থক্য হবে সে শ্রেণীপার্থক্যের কারণে স্ত্রীদের সংখ্যায়ও বিভিন্নতা দেখা দেবে।

কেউ কেউ এ প্রশ্নও উত্থাপন করেন যে, বেহেশতে পুরুষগণ অনেক অনেক স্ত্রী লাভ করবে কিন্তু একজন নারী কতজন পুরুষ লাভ করবে ? এ জিজ্ঞাসা অর্থহীন জিজ্ঞাসা। কেননা একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী লাভ হওয়া এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু একজন মহিলার জন্য একাধিক স্বামী হওয়া ভদ্র, লজ্জাশীল ও সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছে খুবই দোষণীয় বিবেচিত হয়। এহেন নির্লজ্জজনক কাজ যখন দুনিয়াতেই পছন্দ করা হয় না। তখন তা বেহেশতে কিভাবে পছন্দনীয় হতে পারে? বেহেশতী মহিলাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, অর্থাৎ তারা হবে আনতনয়না, তাদের দৃষ্টি থাকবে নিম্নগামী, নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি তাকাবে না। বলা যায় তারা একজন স্বামীতেই থাকবে সন্তুষ্ট। স্বামীর জন্য থাকবে তাদের মন-প্রাণ উৎসর্গিত। দুনিয়ার মানুষ অনর্থক তাদের বেশি স্বামী লাভের জন্য বিনা বেতনে ওকালতি করে। একজন স্বামী দ্বারাই যখন প্রাণ ভরে ও প্রয়োজন মেটে, তখন একাধিক স্বামীর প্রয়োজন কোথায়? দুঃখ হয় সেসব লোকের জন্য, যারা বেহেশতী মহিলাদেরকে অশালীন, দুষ্ট ও পাশ্চাত্যের অসভ্য মহিলাদের উপর কিয়াস করে। তাদের উচিত ছিল জাহান্নামী মহিলাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে দুনিয়ার মহিলাদেরকে মাকসুরাতুম ফিল খিয়াম অর্থাৎ পর্দার অন্তরালে রাখা। কিন্তু নির্বোধেরা হুরদের পর্দার ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে বেহেশতী মহিলাদের জন্য অশালীন ও নির্লজ্জতার পক্ষে ওকালতি করছে।

বেহেশতীদের যৌনক্ষমতা

বেহেশতীদের যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক অনেক স্ত্রী হবে, সেহেতু তাদের যৌনক্ষমতা ও রতিক্রিয়ার শক্তিও বাড়িয়ে দেয়া হবে অনেক অনেক গুণ।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, জনৈক ইহুদী রাসূলে করীম (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আবুল কাসেম! বেহেশতীগণ কি পানাহার করবে? নবী করীম (সঃ) বললেন, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তার কসম! একজন বেহেশতী লোককে পানাহার এবং স্ত্রীদের সাথে রতিক্রিয়া করণের জন্য একশজনের যৌনক্ষমতা প্রদান করা হবে। একথা শুনে ইহুদী লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, যারা পানাহার করে তাদের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হয়। অথচ বেহেশত হচ্ছে এমন স্থান যেখানে কষ্টদায়ক কোন কাজ থাকবে না। সুতরাং সেখানে পেশাব-পায়খানার মত কষ্টদায়ক বস্তু কেন হবে ? প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, পানাহার করার পরও তাদের পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না, বরং ভরা পেট ঘাম নির্গত হয়ে খালি হবে। তাদের দেহ হতে মেশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত ঘাম নির্গত হবে। ফলে তাদের পেট খালি হয়ে যাবে। —আহমদ, নাসাঈ, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতের একজন পুরুষকে একশ' পুরুষের যৌনক্ষমতা দেয়া হবে। সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটি হাদীস রয়েছে। সে হাদীসকে ইমাম তিরমিযী (রঃ) সহীহ হাদীস নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর সাথে সাথে হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের হাদীসের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। বেহেশত হচ্ছে একটি পবিত্রময় স্থান। সেখানকার নারী-পুরুষগণও পবিত্র। এ কারণে সর্বপ্রকার খারাপ ও অপবিত্র বস্তু হতে সেস্থান ও সেখানকার বাসিন্দারা পবিত্র ও মুক্ত থাকবে। সেখান পেশাব-পায়খানার যেরূপ প্রয়োজন দেখা দিবে না; অনুরূপ সেখানে বীর্যপাতও ঘটবে না। জামউল ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে মুহাদ্দিস তাবারানী লিখিত 'আল মুয়াজামুল কাবীর, গ্রন্থ হতে উল্লেখ করেছেন যে, বেহেশতের লোকেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হবে বটে কিন্তু বিশেষ স্থান দুর্বল হবে না, যৌন খাহেশও বিনষ্ট হবে না এবং নারী ও পুরুষ কারোই বীর্যপাত ঘটবে না। —জমউল ফাওয়ায়েদ।

এ দুনিয়ার স্বাদময় জিনিসে ময়লা জড়িত থাকে। কিন্তু বেহেশতের স্বাদময় বস্তুতে কোন প্রকার ময়লা থাকবে না। এ কারণে বিছানা ও দেহ ময়লা ও অপবিত্র হয় এমন কোন বস্তু নির্গত হবে না। দুনিয়ার জীবনে বীর্যপাতকালে যে পুলকতা-শিহরণ ও আমোদ অনুভূত হয়, বেহেশতে বীর্যপাত ব্যতিরেকেই শতগুণ বেশি পুলক, শিহরণ ও আমোদ অনুভূত হবে। বেহেশতের প্রতিটি বস্তু হবে সেখানকার লোকদের চাহিদা অনুযায়ী। এ কারণে যত সময় ইচ্ছে তত সময় পর্যন্ত রতিক্রিয়ায় লিপ্ত থাকতে পারবে। আর যখন ইচ্ছে হয় তখন তা থেকে বিরত থাকতে পারবে।

ফায়দা ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিন লোকেরা বেহেশতে সন্তান লাভের ইচ্ছা করলে তখন স্ত্রীর গর্ভধারণ, গর্ভ খালাস এবং সে সন্তানের বয়স ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর হওয়া সব কিছু তাদের ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী এক ঘন্টার মধ্যে সুসম্পন্ন হবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদের মতে বেহেশতে স্ত্রীর সাথে রতিক্রিয়া হবে বটে, কিন্তু কোন সন্তান জন্ম হবে না। চিন্তাবিদ তাউস, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে এরূপ অভিমতই বিদ্যমান। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র) উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন যে, বেহেশতী লোকেরা সন্তান লাভের ইচ্ছা পোষণ করবে না। —তিরমিযী।

সার কথা হচ্ছে বেহেশত হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা-বাসনা ও আকাঙ্খা পূরণের স্থান। বেহেশতবাসীদের কারো মনে যদি সন্তান লাভের বাসনা জাগে তাহলে সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী ইচ্ছা ও বাসনা পূরণ হওয়া অনিবার্য। যেহেতু বেহেশতে সন্তান জন্মদান এবং বংশ বিস্তার করা যুক্তিযুক্ত নয়, এ কারণে বেহেশতীদের মনে আল্লাহ তাআ'লা সন্তান লাভের ইচ্ছা জাগরিত করবেন না। তবে বেহেশতে সন্তান জন্মদান কেন শোভনীয় নয় তা সেখানেই অবহিত হওয়া যাবে।

বেহেশতের বাজার

যেখানে আল্লাহর দীদার লাভ এবং রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে

বেহেশতের মধ্যে একটি বাজার থাকবে। সেখানে সমস্ত বেহেশতীগণ জমায়েত হবে এবং আল্লাহ তাআ'লার দীদার লাভ করবে। আর তাদের রূপ সৌন্দর্যও বহুগুণে বেড়ে যাবে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (র) বলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাকে এবং তোমাকে বেহেশতের বাজারে একত্রিত করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বেহেশতে কি কোন বাজার আছে? আবু হোরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে প্রবেশ করার পর নিজ নিজ আমল অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে যাবে। তারপর দুনিয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমআ'র দিনের সময় তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া হবে। তখন তারা নিজেদের প্রতিপালকের সাথে যিয়ারত করবে। আল্লাহ তাআ'লা তখন তাঁর আরশকে প্রকাশ করবেন। আর তাঁর সাথে দীদার হওয়ার জন্য বেহেশতের বিরাট একটি বাগানে প্রকাশ হবেন। যারা আল্লাহর দীদার পাওয়ার জন্য জমায়েত হবে, তাদের জন্য নূরের তৈরি মোতির তৈরি ইয়াকুত পাথরের তৈরি যবরজদ পাথর, সোনা ও রৌপ্যের তৈরি মিম্বর পাতা হবে। বেহেশতীগণ নিজেদের শ্রেণী ও পদমর্যাদা অনুযায়ী তাতে উপবিষ্ট হবে। কিন্তু মান ও মর্যাদায় যারা সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর হবে, তারা বসবে মেশক ও জাফরানের টিলার উপর। কিন্তু টিলার উপর উপবিষ্টকারী লোকেরা মিম্বরের উপর

বসা লোকদেরকে নিজেদের তুলনায় খুব মর্যাদাবান ও উত্তম মনে করবে না। কেননা এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হলে তারা মনে মনে দুঃখ পাবে। (কিন্তু বেহেশতে দুঃখের কোন নাম গন্ধও নেই।)

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তখন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? নবী করীম (সঃ) বললেন, হ্যাঁ পাবে। তোমাদের কি সূর্য এবং পূর্ণিমার চন্দ্র দেখার ব্যাপারে কোন সন্দেহ হয়? আমি বললাম, না কোনই সন্দেহ নেই। তিনি বললেন, এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করবে না। আর সে মজলিসে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে না, যার সাথে সামনাসামনি আল্লাহ তাআ'লার কথাবার্তা না হবে। এমনকি উপস্থিত লোকদের মধ্যে কিছু লোককে আল্লাহ তাআ'লা সম্বোধন করে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমার কি স্মরণ আছে যে, অমুক দিন তুমি এই এই কাজ করেছিলে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআ'লা তার কোন কোন চুক্তি ভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, যা সে দুনিয়ার জীবনে করেছিল। তখন সে ব্যক্তি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেননি ? উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি এবং আমার ক্ষমার কারণেই আজ তুমি এ পদমর্যাদায় উপনীত হতে পেরেছ। তখন সমস্ত লোক এ অবস্থায় থাকবে যে, এক খণ্ড মেঘ এসে তাদের উপর ছায়া হয়ে দাঁড়াবে। আর সে মেঘ এমন অভিনব সুগন্ধি বর্ষণ করবে, যা কেউ কখনো পায়নি। তখন আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হবে, তোমরা উঠ এবং সেই বস্তুর পানে চল, যা তোমাদের সম্মানের জন্য আমি তৈরি করে রেখেছি। আর তা থেকে তোমাদের যা পছন্দ হয় তা গ্রহণ কর। অতঃপর আমরা একটি বাজারে সমবেত হব, যে বাজার ফেরেশতাগণ আবেষ্টন করে রেখেছে। সে বাজারে ঐ জিনিসটিই পাওয়া যাবে, যা কখনো কোন নয়ন দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কারো অন্তকরণে তার চিন্তাও জাগেনি। সুতরাং যে জিনিসটি আমাদের মনে চাইবে সে জিনিসটি আমাদের জন্য উঠিয়ে নেয়া হবে। সেখানে কোন ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন থাকবে না।

নবী করীম (সঃ) কথা বলতে বলতে আরো বললেন, এ বাজারে বেহেশতীগণ একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবে। উচ্চ মর্যাদাবান এক বেহেশতী নিম্ন মর্যাদাবান এক বেহেশতীর সাথে সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু নিজেদের অনুভূতিতে তারা কেউ ছোট হবে না। উচ্চ মর্যাদাবান লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ নিম্ন মর্যাদাবান লোকটির কাছে খুব পছন্দনীয় হবে। ইত্যাবসরে সেই উচ্চ মর্যাদাবান লোকটির পোশাকের তুলনায় তার নিজের পোশাক খুব ভাল মনে হবে। এটা এ কারণে হবে যে, বেহেশতে কোন লোক বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবারও অবকাশ পাবে না। এরপর আমরা (বেহেশতীরা) সবাই নিজ নিজ স্থানে রওয়ানা হব। সেখানে পৌছলেই আমাদের স্ত্রীগণ খোশআমদেদ জানাবার জন্য উপস্থিত

হবে। আর মারহাবা! আহলান সাহলান! বলার পর তারা বলবে, তোমরা এমন সৌন্দর্য ও রূপমাধুরী নিয়ে এসেছ, যা আমাদের নিকট থেকে যাওয়ার সময় তোমাদের ছিল না। প্রত্যুত্তরে তারা বলবে, আজ আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কিছুক্ষণ অবস্থানের মহা সম্মান লাভ করেছি। তাই আমরা সে মহাসম্মানের সাথে আসারই উপযুক্ত। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে একটি বাজার রয়েছে। যেখানে বেহেশতীগণ প্রতি জুমাআর দিন সমবেত হবে। সেখানে দক্ষিণা মলয় প্রবাহিত হবে। যা বেহেশতীদের চেহারা ও পোশাককে সুঘ্রাণে ভরপুর করে তুলবে এবং তাদের রূপ-সৌন্দর্যকেও অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে। তেমনি তারা যখন অতিশয় সৌন্দর্য ও রূপমাধুরী নিয়ে পরিবারের লোকজনের কাছে ফিরে আসবে, তখন পরিবারের লোকেরা বলবে, আল্লাহর নামের কসম করে বলছি; তোমরা আমাদের থেকে যাবার পর তোমাদের রূপ সৌন্দর্য অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। তখন তারাও বলবে, আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমাদের যাওয়ার পর তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য বেড়েছে অনেকগুণ।

—মুসলিম, আত্‌তারগীব, অত্‌তারহীব।

আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "বেহেশতে এমন একটি বাজার রয়েছে যেখানে ক্রয়-বিক্রয় হয় না। সেখানে নারী ও পুরুষের অনেক ছবি রয়েছে। সে ছবিগুলো দেখে কোন বেহেশতী যখন মনে করবে যে, এ ছবিটির মত যদি আমার রূপাকৃতি হত; ওমনি তার রূপাকৃতি ছবির অনুরূপ হয়ে যাবে। —তিরমিযী।

বেহেশতের বড় নেয়ামত আল্লাহর দীদার লাভ

হযরত সোহায়েব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন বেহেশতী যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তাআ'লা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমরা কি আরো কিছু চাও যে, আমি তোমাদেরকে তা দান করি? তখন তারা বলবে, আমাদের চাওয়ার আর কি আছে (আপনি যা কিছু দিয়েছেন, তাতো অনেক)। আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাননি? আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি? নবী করীম (সঃ) বলেন, তাদের এ জবাবের পর পর্দা উঠান হবে। তখন তারা আল্লাহ তাআ'লার দীদার লাভ করবে। তাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার চেয়ে তাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাকানই হবে অধিকতর প্রিয়। এরপর নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের এ আয়াত পাঠ করেন।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ *

"যারা নেক আমল করেছে তাদের জন্য এ সৌন্দর্য হচ্ছে আরো বেশি।"

—মুসলিম মেশকাত।

হযরত আবু রাযীন ওকায়লী (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কেয়ামতের দিন আমাদের প্রত্যেকেই কি আপন প্রতিপালককে এমনভাবে দেখতে পাবে যে, কারো দেখায় কোন পার্থক্য হবে না? নবী করীম (সঃ) বললেন, হা, প্রত্যেক ব্যক্তিই ভালভাবে দেখতে পাবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, পার্থিব কোন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কি তাঁর কোন উদাহরণ আছে? তখন তিনি বললেন, হে আবু রাযীন! পূর্ণিমার চন্দ্রকে তোমাদের সবাই কি ভালভাবে দেখতে পায় না? আমি বললাম হ্যাঁ, দেখতে পায়। তিনি বললেন, চন্দ্র হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে একটি। (যাকে এক সঙ্গে সবাই দেখতে পায়) আল্লাহ হচ্ছেন বিরাট ও মহান সত্ত্বা। তাকে একই সময় সবাই কেন দেখতে পাবে না?) —আবু দাউদ, মেশকাত।

হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীগণ যখন অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে নিমগ্ন থাকবে এমনি সময় হঠাৎ উপরে একটি নূর উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তখন সকলে মাথা উত্তোলন করে দেখবে। তারা দেখবে, তাদের উপর রয়েছে সৃষ্টিকুলের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লা। তাদের দর্শণকালে আল্লাহ তাআ'লা বলবেন;

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ *

"হে বেহেশতবাসী! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।"

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

(দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বলা হবে তোমাদের জন্য শান্তি) এ আয়াতেই সে কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, সালামের পর আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতবাসীর প্রতি তাকিয়ে থাকবেন এবং বেহেশতবাসীরাও তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা পর্দার অন্তরালে চলে যাবেন। কিন্ত তাঁর নূর থেকে যাবে। নবী করীম (সঃ) আরো বলেন, বেহেশতীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লার প্রতি তাকিয়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতের কোন নেয়ামতের প্রতি তাদের লক্ষ্য থাকবে না।—ইবনে মাজা, আত্তারগী অত্তারহীব।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে মান-মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি হবে সে লোক, যে ব্যক্তি তার বাগবাগিচা, আসন, স্ত্রী সেবকগণসহ অন্যান্য নেয়ামতসমূহকে এক হাজার বছরের পথ চলা পরিমাণ স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত দেখতে পাবে। (অর্থাৎ এ জিনিসগুলো এতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে যে, এসব জিনিস দেখার জন্য দুনিয়ার কোন ব্যক্তি যদি বের হয়। তাহলে তার হাজার বছর চলতে হবে।) আর আল্লাহ

তাআ'লার কাছে সবচেয়ে বড় মর্যাদাবান বেহেশতী হবে সেই ব্যক্তি যে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর দীদার লাভ করে ধন্য হবেন। অতঃপর নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ *

"সেদিন স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অনেক মুখমণ্ডল খুশীতে বাগবাগ হবে।"—তিরমিযী, আবু ইয়ালা, তাবারানী, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হাদীসে বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা ও নিম্ন মর্যাদার কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তার মধ্যবর্তীদের মর্যাদার কি হবে এবং তারা কি কি নেয়ামত ভোগ করবে, তা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। আল্লাহর দীদার সব বেহেশতীরাই লাভ করবে বটে, কিন্তু যারা সবচেয়ে উচ্চমর্যাদা লাভ করবে, তারাই হবে সকাল সন্ধ্যায় দীদার লাভের সৌভাগ্যের অধিকারী।

ফায়দা ঃ (১) দুনিয়ায় আল্লাহ তাআ'লাকে দেখা যাবে না। কিন্তু মু'মিন লোকেরা বেহেশতে তাকে দেখতে পাবেন। কিন্তু কাফের মুনাফেকরা এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। এ নেয়ামত হচ্ছে বেহেশতের সব নেয়ামতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআ'লা দেহ অবয়ব, আকৃতি ও দিক ইত্যাদি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ তাআ'লাকে বেহেশতী লোকেরা দেখবে এটা অবিসংবাদিত সত্য বিষয়। এ বিষয়ে ঈমান রাখা ফরয। কিন্তু দেখার ধরন সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নই।

পাপী মুসলমানদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশতে প্রবেশ

কবিরা গুনাহগার লোকদের বিপুল সংখ্যক লোক ক্ষমা না পেয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে কবিরা গুনাহগার লোক প্রত্যেকেই যে জাহান্নামে যাতে তা নয়। কেননা অনেক কবিরা গুনাহগারকেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন এবং জাহান্নাম হতে রক্ষা করবেন। আর সকলকেই যে ক্ষমা করা হবে তা-ও নয়। কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অনেক গুনাহগার মুসলমান জাহান্নামে যাবে।

শাস্তি ভোগ শেষে তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করান হবে। কিন্তু বেহেশত থেকে কেউ কখনো বের হবে না এবং তাদেরকে বের করাও হবে না। অবশেষে জাহান্নামে কেবল মাত্র কাফের মুশরেক ও মুনাফেকরাই চিরন্তনভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

"যারা কুফরী করে ও আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা হবে আগুনের অধিবাসী। যাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে।"

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশে পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। নবী-রাসূলদের মধ্যে নিজ নিজ উম্মতসহ সর্বাগ্রে আমিই পুলসেরাত পার হব। সেদিন নবী-রাসূল ছাড়া কারো মুখে কথা ফুটবে না। সেদিন নবী-রাসূলদের মুখে থাকবে শুধু এ কথা اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন! নিরাপদে রাখুন! জাহান্নামে সুউদান কাঁটার ন্যায় বড় বড় সাড়াশী থাকবে। এগুলো যে কত বড় তা আল্লাহই জানেন। সে সাড়াশীগুলো আগুন ধরার চিমটায় মোড়ানো থাকবে। সেগুলো জাহান্নাম হতে বের হয়ে মানুষকে তাদের বদ আমলের কারণে আঁকড়িয়ে ধরবে। তার ধরার কারণে তারা গড়িয়ে জাহান্নামে পড়ে ধ্বংস হবে, কেউ কেউ কেটে জাহান্নামে পড়বে। এদের মধ্যে গুনাহগার মুসলমানদের শাস্তি ভোগ শেষে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয়া হবে। আল্লাহ তাআ'লা মানুষের বিচার-ফয়সালা করার পর যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমার প্রতি ঈমান পোষণকারীদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেবেন– যারা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করত তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের কর। সুতরাং ফেরেশতারা এ ধরনের লোকদেরকে জাহান্নাম হতে বের করবেন। তারা তাদেরকে কাপালের সেজদা করার নিদর্শন দ্বারা চিনতে পারবেন। কেননা আল্লাহ তাআ'লা জাহান্নামের আগুনের জন্য সেজদার নিদর্শনের স্থান জ্বালান নিষিদ্ধ করেছেন।

সুতরাং জাহান্নামের আগুনে জ্বলে-পুড়ে যারা ভুনা হয়েছে (ঈমানের কল্যাণে) তাদেরকে জাহান্নাম হতে নাজাত দেয়া হবে। তারপর তাদের দেহে আবে হায়াতের পানি ঢালা হবে। অতঃপর তারা এমনভাবে নতুনরূপ ধারণ করবে, যেন, প্রবাহিত পানির উপর আবর্জনা স্তূপে নতুন চারাগাছ জন্মায়। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তাদের রূপের পরিবর্তন হবে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুন্দর রূপ ধারণ করবে। —মেশকাত।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে এবং জাহান্নামীগণ জাহান্নামে প্রবেশের পর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, যার অন্তকরণে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। সুতরাং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তাদের দেহ আগুনে জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে নহরুল হায়াতে (আবে হায়াতের নহরে) ফেলা হবে।

—বোখারী, মুসলিম।

আর এক হাদীসে আছে, এরা সবাই আবে হায়াত হতে বের হয়ে মোতির ন্যায় উজ্জল রূপ ধারণ পূর্বক বেহেশতে প্রবেশ করবে। —বোখারী মুসলিম।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গুনাহের শাস্তিভোগের কারণে অনেকের দেহে আগুনে পোড়ার নিদর্শন থাকবে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় দয়া ও করুণায় তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর তাদেরকে বেহেশতে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হবে। —বোখারী, মেশকাত।

এদেরকে হীন-তুচ্ছ ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে জাহান্নামী বলা হবে না, বরং আল্লাহ তাআ'লা যে, তাদের প্রতি দয়া ও করুণা করেছেন, তা স্মরণ করবার জন্যই বলা হবে। যাতে তারা জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করে বেহেশতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তিকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "জাহান্নামীদের দু'ব্যক্তি খুবই হৈ চৈ ও শোরগোল শুরু করবে। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার হুকুম দেবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা এত হৈ চৈ করছ কেন? তারা বলবে, আমরা হৈ চৈ করছি এজন্য যে, আপনি যেন আমাদের প্রতি দয়া করেন। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমাদের প্রতি আমার দয়া ও করুনা হচ্ছে, জাহান্নামে তোমরা যে স্থানে ছিলে, সে স্থানে ফিরে যাও। অনন্তর তাদের একজন নিজেকে জাহান্নামের সে স্থানে সমর্পণ করবে। আল্লাহ তাআ'লা তার জন্য জাহান্নামের আগুন শীতল করে দেবেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়েই থাকবে, নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না। আল্লাহ তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কেন নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে না? সে বলবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমি আশা করি, আপনি যখন আমাকে জাহান্নামে থেকে বের করে এনেছেন, তখন পুনরায় সেখানে ফেরত পাঠাবেন না। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন যাও, তোমার আশা পূরণ করা হল। অতঃপর তাদের উভয়কে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

—তিরমিযী, মেশকাত।

সবশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী ও সবচেয়ে নিচু স্তরের বেহেশতী ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি তাকে ভালভাবেই চিনি ও জানি, যে সবশেষে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সবার শেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে। সে পেটের উপর ভর করে ঘষতে ঘষতে জাহান্নাম হতে বের হবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর। সে বেহেশতের দরজায় এলে তার কাছে মনে হবে, বেহেশত লোকে পূর্ণ হয়ে গেছে, একটুও খালি নেই। তখন সে আরয করবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমি তো বেহেশত পরিপূর্ণ দেখছি, কোথাও তো খালি নেই, ভেতরে যাব কিভাবে? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, প্রবেশ কর, বেহেশতে

তোমায় দুনিয়ার সমান এবং অনুরূপ আরো দশগুণ জায়গা দেয়া হয়েছে। একথা শুনে সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমার সাথে কৌতুক করছেন? অথচ আপনি তো রাজাধিরাজ।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখলাম, নবী করীম (সঃ) একথা বলে হাসছেন, যার ফলে তাঁর দাড়ি মোবারকের তলদেশ পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সাহাবীদের মধ্যে একথা বলাবলি হতে লাগল যে, এ হবে সবচেয়ে নিম্নমানের বেহেশতী এবং সবশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী, তারপরও দুনিয়া এবং দুনিয়ার ন্যায় দশগুণ স্থান সে লাভ করবে। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে সবশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে সবার শেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম হতে বের হওয়ার সাহস নিয়ে চলতে থাকবে। চলতে চলতে কখনো পড়ে যাবে, কখনো আগুনের শিখা তাকে দহন করবে। এভাবে চলা ও পড়ার প্রক্রিয়ায় সে যখন জাহান্নাম থেকে বের হয়ে সামনে চলে আসবে, তখন জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে বলবে, সে মহান আল্লাহ তাআ'লা খুবই বরকতময়, যিনি আমাকে তোমার থেকে নাজাত দিয়েছেন। বাস্তবিকই আল্লাহ তাআ'লা আমাকে এমন নেয়ামত দান করেছেন যা পূর্বের ও পরের কাউকে দেননি। এরপর এক বিরাট বৃক্ষ তার দৃষ্টিগোচর করা হবে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করুন, যাতে আমি তার ছায়া গ্রহণ এবং নিম্নদেশে প্রবাহিত পানি পান করতে পারি। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমি যদি তোমাকে এ নেয়ামত দান করি, তবে বিচিত্র নয় যে, তুমি আরো পাওয়ার আবেদন করতে থাকবে। তখন সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! এমনটি হবে না। সে অঙ্গীকার করে বলবে, এরপর আমি আর কিছু চাইব না। আল্লাহ তাআ'লা তখন তাকে নিরূপায় নিরূপণ করবেন যে, সে মুহূর্তে তার এ নিয়ত থাকলেও পরবর্তীতে সে তা ঠিক রাখতে পারবে না। কেননা তখন তার সেই বস্তু পরিদৃষ্ট হবে, যা ছাড়া সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। সুতরাং তাকে বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হবে এবং সে তার ছায়ায় গিয়ে বসবে ও সুশীতল পানি পান করবে।

এরপর তার দৃষ্টির সম্মুখে আর একটি গাছ তুলে ধরা হবে, যা প্রথমটি অপেক্ষা আরো সুন্দর ও মনোরম। তা দেখামাত্র সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে এ গাছের কাছে পৌঁছে দিন, যাতে আমি তার তলদেশে প্রবাহিত পানি করতে পারি, এ ছাড়া আমি আর কিছু চাই না। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে আদম সন্তান! তুমি কি অঙ্গীকার করনি যে, আর কিছু চাইবে না? আমি যদি তোমাকে উক্ত গাছের নিকটবর্তী করি তবে বিচিত্র নয় যে, পুনরায় তুমি অন্য কিছু চাওয়া শুরু করবে। সে অঙ্গীকার করে বলবে, এছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। এ

অবস্থায় আল্লাহ তাকে নিরূপায় নিরূপণ করবেন। কেননা এরপরও সে এমন জিনিস দেখবে, যা না পাওয়া পর্যন্ত সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। অতঃপর তাকে ঐ বৃক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে এবং সে তার সুশীতল ছায়ায় বসে পানি পান করবে।

এরপর বেহেশতের দরজার সন্নিকটে আর একটি বৃক্ষ তার দৃষ্টিগোচর করা হবে, যা পূর্বের বৃক্ষ দু'টির তুলনায় খুবই চমৎকার ও সুন্দর হবে। এবারো সে আরয করবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমাকে এ বৃক্ষের কাছে পৌঁছে দিন, যাতে তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তার তলদেশে প্রবাহিত পানি পান করতে পারি। এছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, হে আদম সন্তান তুমি কি অঙ্গীকার করনি যে, আর কিছু চাইবে না? সে বলবে, হে আল্লাহ! অঙ্গীকার তো করেছিলাম ঠিকই। (কিন্তু এবারের জন্য আমার আবেদন মঞ্জুর করুন) এছাড়া আর কিছু চাইব না। আল্লাহ তাআ'লা তাকে নিরূপায় নিরূপণ করবেন। কেননা এরপরও সে এমন বিষয় দেখবে, যা না পাওয়া পর্যন্ত সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। অনন্তর তাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হলে সে বেহেশতীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে। (এতে তার লোভ হবে) তাই সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে বেহেশতের অভ্যন্তরে পৌঁছে দিন। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, হে আদম সন্তান! কি পেলে তোমার চাহিদা মেটবে? সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমান আরো (বেহেশত) দিলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমার সাথে কৌতুক করছেন? অথচ আপনি হচ্ছেন জগৎ আলমের পালনকর্তা। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এ পর্যন্ত বর্ণনা করে হাসলেন। আর সমবেতদেরকে বললেন, তোমরা কেন জিজ্ঞেস করছ না আমি কেন হাসছি? সমবেতগণ বললেন, বলুন কেন হাসছেন? তিনি বললেন, কেননা নবী করীম (সঃ) এ হাদীস বর্ণনা করে এভাবে হাসতেন, (তাই আমি হাসছি।) সাহাবা (রা)গণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? নবী করীম (সঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের হাসিতে আমার হাসি এসেছে। বান্দা যখন বলে, হে প্রতিপালক! আপনি কি আমার সাথে কৌতুক করছেন? আল্লাহ তখন বলেন, আমি তোমার সাথে কৌতুক করছি না বরং বাস্তবিকই আমি তোমাকে এ পরিমাণই দিয়েছি। আমার যা ইচ্ছা তাতেই আমি পুরাপুরি সক্ষম। —মুসলিম, মেশকাত।

হযরত আবু হোরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকেও এ ঘটনার খুইই কাছাকাছি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু হোরায়ারা (রা) বর্ণিত হাদীসের শেষে উল্লেখ হয়েছে, (ঐ ব্যক্তি বারংবার প্রতিশ্রুতি লজ্ঘন করে যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে।) তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমরা মনে যা চায় তাই নিয়ে নাও। (সে যা-ই চাইবে তা-ই পেতে থাকবে।) অবশেষে তার কোন ইচ্ছাই আর বাকী থাকবে না, তার সব আকাংক্ষা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা তখন বলবেন,

তুমি কামনা কর এখনো তো অমুক নেয়ামত বাকী রয়েছে, মনে মনে বসনা কর এখনো তো অমুক নেয়ামত বাকী রয়েছে, মনে মনে বাসনা কর, অমুক জিনিস তো রয়ে গেছে। এভাবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে একের পর এক কামনা বাসনার কথা বলবেন, আর তা পূরণ হতে থাকবে। কামনা বাসনা সব শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি যা কিছু কামনা করেছিলে, তা সবই দেয়া হয়েছে এবং তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি দেয়া হয়েছে। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তুমি যা চেয়েছিলে তা সবই এবং তার চেয়ে আরো দশগুণ বেশি দেয়া হয়েছে। এরপর সে বেহেশতী গৃহে প্রবেশ করলে আয়তলোচনা দু'জন হুর তার কাছে আসবে। তারা বলবে সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআ'লার জন্য, যিনি তোমাকে জীবিত রেখেছেন এবং তোমার জন্য আমাদেরকে জীবিত রেখেছেন। তখন সে বলবে, আমি যে নেয়ামত লাভ করেছি, এরূপ আর কেউ লাভ করেনি। —মুসলিম, মেশকাত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সবশেষে যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে বলবেন, দাঁড়াও এবং বেহেশতে প্রবেশ কর। এ কথা শুনে সে মুখ বেজার করে বলবে, সেখানে জায়গা কোথায় যে, প্রবেশ করব? আমার জন্য কি কিছু অবশিষ্ট রেখেছেন?' আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, হাঁ, (তোমার জন্য অনেক কিছুই আছে।) তোমার জন্য এত বিশাল স্থান রয়েছে, যতদূর বিস্তৃত স্থানে সূর্য উদয় ও অস্ত যায়।—তাবারানী, আততারগীব অততারহীব।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, সে-ই হবে নিম্নতম বেহেশতী, যার আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে। তার জন্য মোতি এবং যবরজদ্ ও ইয়াকুত পাথরে নির্মিত এমন এক অট্টালিকা থাকবে, যা দৈর্ঘ্য প্রস্থে জবীয়া (নামক স্থান) হতে সানায়া পর্যন্ত পথের সমান বিস্তৃত। —তিরমিযী, আততারগীব অততারহীব।

হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি তাকে ভালভাবেই জানি ও চিনি, যে সবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং সবশেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। হাশর ময়দানে তাকে উপস্থিত করে বলা হবে– তার ক্ষুদ্রতম গুনাহগুলো তার সামনে পেশ কর.এবং কবীরাগুনাহ গুলো গোপন রাখ। অনন্তর তার সামনে ক্ষুদ্র গুনাহগুলো পেশ করে বলা হবে, তুমি অমুক দিন অমুক অমুক আমল করেছিলে, অমুক দিন এই এই কাজ করেছিলে। তখন সে তা স্বীকার করবে, অস্বীকার করতে পারবে না। সে তখন মনে মনে ভয় পেতে থাকবে যে, না জানি আমার কবীরা গুনাহগুলোও উপস্থাপন করা হয়। তাকে বলা হবে, তোমার প্রতিটি গুনাহের পরিবর্তে এক একটি পূণ্য দেয়া হল। এ আশাতীত সৌভাগ্য দেখে সে বলবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমি তো আরো

অনেক গুনাহ করেছি, যা এ আমলানামায় দেখছিনা। (সেগুলোর পরিবর্তেও তো এক একটি পুণ্য পাব) বর্ণনাকারী বলেন, আমি নবী করীম (সঃ)-কে দেখলাম, একথা বলে তিনি হাসলেন। যার ফলে তাঁর দাড়ি মোবারকের তলদেশ প্রকাশ পেয়েছিল। —মুসলিম, মেশকাত।

উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা একজন নিম্নস্তরের বেহেশতীর মান- মর্যাদা ও মাহাত্ম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। তার অবস্থাই যখন এত ব্যাপক, তখন ক্ষুদ্র হতে সর্বোচ্চ এবং তাদের মধ্যবর্তীদের মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান ও নেয়ামত সমূহ যে কত উচ্চ মানের ও বিপুল পরিমাণে হবে, তা এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারাই অনুমান করা যায়। ক্ষুদ্রমানের বেহেশতী যা লাভ করবে, তার আলোচনায় কোন কোন হাদীসে আছে যে, এক হাজার বছর পথ চলার দূরত্বসম স্থানে সে তার নেয়ামতসমূহ দেখতে পাবে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ক্ষুদ্রমানের বেহেশতী বেহেশতে যে স্থান লাভ করবে, তা হবে সমগ্র দুনিয়া এবং তার দশগুণেরও বেশি। কোন কোন বর্ণনায় অন্যভাবেও নিম্নস্তরের বেহেশতীর নেয়ামতের বিবরণ পাওয়া যায়। এ পার্থক্য নেয়ামতের পার্থক্য নয় বরং সমবেতদের বুঝার উপযোগী ভাষা প্রয়োগে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এটাও হতে পারে যে, ক্ষুদ্র দ্বারা সাধারণ ক্ষুদ্র বুঝান হয়নি, বরং ক্ষুদ্রামানের মধ্যেও বহু প্রকার হবে। এ কারণে পার্থক্য ও ব্যবধান অনুযায়ী স্থানের-বিস্তৃতি এবং নেয়ামতের ব্যাপকতা উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মানুষ যা দেখে ও বুঝে, সে অনুযায়ী বুঝালেই অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তার কিছুটা অনুমান উপলব্ধি আসে। এ জন্যই তাদের কথাবার্তার নিয়ম অনুযায়ী বুঝানো হয়েছে। আসল বাস্তবতা তো সেখানে গিয়েই জানা যাবে। প্রত্যেকেই তখন স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারবে। শুনে শুনে ধারণা ও অনুমান করে তারা যা বুঝেছিল, সেখানে গিয়ে তার চেয়েও বেশি প্রাপ্ত হবে। বিরুদ্ধবাদী ধর্মদ্রোহীরা বেহেশতের প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে প্রশ্ন তোলে, এত বড় বেহেশত কোথায় হবে? আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বেহেশত সে তো এখানো বর্তমান। হযরত আদম (আ) সেখানে অবস্থান করে এসেছেন। সংকীর্ণ দৃষ্টি ও বোধ জ্ঞানের মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধির বাইরে হলেও তা অবাস্তব নয়। বিজ্ঞান, সে তো আজো পর্যন্ত পৃথিবীর সব সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কেই তথ্য-সন্ধান দিতে পারেনি। তা নভোমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহে পৌঁছলেও এমন সব সৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ, যা আকাশ ও যমীনের স্বাভাবিকতার বাইরে। অতএব এটা অজানা থাকা আশ্চার্যের কিছু নয়। কয়েকশ' বছর আগেও আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই ছিলনা। মহান সৃষ্টিকর্তা যখন তা প্রকাশ করেছেন; তখনই মানুষ সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেছে। মহা শক্তিমান সত্তা 'কুন' বা হও শব্দ প্রয়োগেই সব কিছু বানাতে

সক্ষম। আল্লাহ তাআ'লা কেবলমাত্র আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরেই সৃষ্টি করতে সক্ষম, (তার বাইরে নয়) এমন ধারণা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির বিস্তৃতির সাথে কুঁয়ার ব্যাঙের তুলনা করা চলে। ব্যাঙ যেমন নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কুঁয়াকেই সবচেয়ে বড় জলাসয় বলে মনে করে, বিশাল বিশাল অথৈ জলের সমুদ্র সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ। তেমনি সৃষ্টিকুল সম্পর্কে সন্ধানীগণ সে সব বিষয় স্বীকার করতে চায় না, যা তাদের বুঝ জ্ঞানের বাইরে। বেহেশত অস্বীকার কারীরা নিজেদের অহমিকা ও দুর্ভাগ্যের কারণে বেহেশত থেকে বঞ্চিত থাকবে। এবং প্রবেশ করবে জাহান্নামের অতল গহবরে। তাই আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

لَا يَصْلٰهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلّٰى *

"নিতান্ত দুর্ভাগা তারা, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং মুখ ফিরিয়ে থাকে। তারা ছাড়া কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" নিঃসন্দেহে বেহেশত এক বিশাল স্থান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু বেহেশতের নেয়ামতসমূহের তুলনায় খুবই অকিঞ্চিৎকর। সেখানকার প্রশস্ততার কথা কে ভাবতে পারে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا *

"যখন তুমি দেখবে, তখন দেখবে, বিপুল নেয়ামতপূর্ণ বিশাল এক সাম্রাজ্য।"

সুতরাং এ সাম্রাজ্য দৈর্ঘ্য প্রস্থে কতটুকু হবে, তা একজন ক্ষুদ্রমানের বেহেশতীর প্রাপ্ত নেয়ামত ও জায়গা দ্বারাই অনুমেয়।

বেহেশতে চিরকাল অবস্থান করবে, সেখানে মৃত্যু ও ঘুম আসবেনা

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "যারা ঈমান আনে ও অসৎ কাজ করে, তারাই সৃষ্টিকুলের উত্তম সৃষ্টি। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান হচ্ছে এমন বেহেশত, যার তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ সদা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ তাআ'লা তাদের প্রতি, আর তাঁরাও আল্লাহ তাআ'লার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। এ বেহেশত হবে তাঁদের জন্য, যারা তাঁদের প্রতিপালককে ভয় করে।" —সূরা বায়্যেনাহ।

উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাঁরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে' একথার মর্মার্থ– তারা স্বীয় প্রতিপালকের অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে নিমগ্ন থাকবে। তাদের প্রতিটি ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহ দানের জন্য তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ থাকবে।

সূরা দোখানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "তাঁরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে অবস্থান করে সর্বপ্রকার ফল ফলারি প্রার্থনা করবে। জাগতিক মৃত্যু ছাড়া সেখানে তাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিরাপদ রাখবেন। এটা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। আর এ-ই হচ্ছে চূড়ান্ত সাফল্য।" —সূরা দোখান- ৩য় রুকু।

এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা যখন বেহেশতীগণকে বেহেশতে, আর জাহান্নামীগণকে জাহান্নামে প্রবেশ করান শেষ করবেন, পরিশেষে জাহান্নামে এমন কেউ থাকবে না, যাকে শাস্তি ভোগের পর বেহেশতে যেতে হবে। তখন এক ঘোষক উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করবে, ওহে বেহেশতীগণ ! তোমাদের মৃত্যু নেই। ওহে জাহান্নামীগণ! তোমাদেরও মৃত্যু নেই। তোমরা আজ যে যেখানেই আছ, তাকে সেখানেই চিরকাল অবস্থান করতে হবে। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত জাবের (রা) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতীগণ কি নিদ্রা যাবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর ভাই, আর বেহেশতীদের কখনো মৃত্যু হবে না (অতএব তাদের নিদ্রাও হবেনা)।
—বায়হাকী, মেশকাত।

রোগ-ব্যধি, দুর্বলতা ও পরিশ্রম করার কারণেই নিদ্রা আসে। বেহেশতে যেহেতু রোগ-ব্যাধি,অবসাদ -দুর্বলতা ও পরিশ্রম বলতে কিছুই থাকবে না। তাই নিদ্রারও কোন প্রয়োজন থাকবে না এবং তা আসবেও না। দুনিয়াতেও নিদ্রা কারো নিজস্ব স্বভাবজাত পছন্দনীয় উদ্দেশ্য নয়। অবসাদের কারণে ঘুমালে যেহেতু শরীর হালকা হয় ও সুস্থবোধ করে, দেহে সচেতনতা ও চাঙ্গা বোধ করে, একারণেই মানুষ নিদ্রা পছন্দ করে। কোন কারণে ঘুম না এলে ঔষধ সেবন করে ঘুমানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু যেখানে অবসাদ থাকবে না সেখানে কেউ ঘুমাতে পছন্দ করবে না। সেখানে নিদ্রা যাওয়া কেউ পছন্দ করবে না। কেননা তখন নিদ্রায় গেলে যত সময় ব্যয় হবে, ততো সময় আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করা হতে বঞ্চিত হবে।

বেহেশতে সবকিছু ইচ্ছাও বাসনা অনুযায়ী হবে ঃ

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *

"আর মনে যা চাইবে এবং যা দেখে নয়ন জুড়াবে, তা সবই সেখানে (বেহেশতে) থাকবে। আর তাদেরকে বলা হবে তোমরা এখানে চিরকাল অবস্থান করবে।"
—সূরা যুখরাফ -৭ম রুকু।

সব কিছু যখন মনের চাহিদা অনুযায়ী পাওয়া যাবে, কাজেই সেখানে শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার কষ্ট ক্লেশের নাম গন্ধও থাকবে না। দুনিয়ায় কেউ যত বড় লোকই হোক না কেন, তার অপছন্দনীয় অনেক বিষয়ই তাকে সইতে হয়। যত বড় ধনশালী কিংবা রাজা-বাদশাই হোক না কেন, তার সকল কামনা বাসনা কখনো পূরণ হয় না। দুনিয়াতে তা কখনো সম্ভবও নয়। কে-বা পায়াখানায় যেতে চায়? কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাকে সেখানে যেতেই হয়। একমাত্র বেহেশতেরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেখানে ইচ্ছার পরিপন্থি কিছুই হবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ *

"তোমাদের মনে যা চাইবে, তোমাদের জন্য সেখানে তাই রয়েছে। আর তোমরা যা প্রার্থনা করবে, তোমাদের জন্য সেখানে তাও আছে।"

—সূরা হামীম সেজদা -৪র্থ রুকু।

বেহেশতীগণ বেহেশত থেকে বেরুতে চাইবে না এবং বের করা ও হবে না

সূরা হিজর এ আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ *

"সেখানে তাদেরকে দুঃখ কষ্ট বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করবে না এবং সেখান থেকে তাদেরকে কখনো বের করাও হবেনা।" —সূরা হিজর – ৩য় রুকু।

সূরা কাহাফের শেষাংশে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে, তাদের আতিথেয়তার জন্য ফেরদৌস বা বেহেশতী বাগান থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, সেখান থেকে কোথাও যেতে চাইবেনা।" —সূরা কাহাফ -২য় রুকু।

বেহেশতে যেহেতু দুঃখ-কষ্টের নাম গন্ধও নেই এবং মনের সব চাহিদাই পূরণ করা হবে, তাই সেখান থেকে কোথাও যেতে মন চাইবে না। কোথাও যাওয়ার প্রয়োজনও পড়বে না, সব কিছুই সেখানে উপস্থিত থাকবে। সেখানে পারস্পরিক মেলামেশা, ভালবাসা, অন্তরঙ্গতা এবং প্রিয়জন নিকটাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সবই থাকবে। আর আল্লাহ তাআ'লাও থাকবেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং এসব ছেড়ে বাইরে যেতে চাওয়ার কোন অর্থই হয় না।

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির ঘোষণা ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা যখন বেহেশতীদেরকে আহবান করবেন, তখন তারা আরয করবে, হে

আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আদেশ পালনে সমুপস্থিত, সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতেই নিহিত। এরপর আল্লাহ তাআ'লা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আপনি যখন আমাদেরকে এমন এমন নেয়ামন দান করেছেন, যা আপনার সৃষ্টিকুলের আর কাউকে দেননি, তা পেয়েও আমরা সন্তুষ্ট হব না কেন? পুনরায় আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমাদের কি এর চেয়েও উত্তম নেয়ামত দান করবো? তারা বলবে এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ভালভাবে জেনে রাখ! আমি সব সময়ের জন্য তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হচ্ছি। তোমাদের প্রতি আমি কখনো অসন্তুষ্ট হব না। —বোখারী, মুসলিম।

বেহেশতে যা কিছু থাকবে তার চেয়ে সর্বাপেক্ষা বড় পাওয়া হবে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং সব সময়ের জন্য তাঁর সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা দেবেন। একজন ভদ্র ও অনুগত গোলামের জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে যে, তার মনিব তার প্রতি সন্তুষ্ট। সব কিছু পাওয়ার পরও যদি মনিব তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, কিংবা অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন নেয়ামতের ব্যবহারে হৃদয়ে শান্তি আসে না, মন ও স্বভাবে অশান্তি অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীদের প্রতি চির সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা দিয়ে চিরদিনের জন্য তাদেরকে নিশ্চিন্ত করবেন। বেহেশতীগণ আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির ঘোষণা শুনে আন্তরিকভাবে এতটা খুশি হবে, এ জগতে যার কোন উদাহরণ নেই। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর বেহেশতীগণও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। অর্থাৎ সেখানে কোন কিছুরই ঘাটতি নেই। মনে কোন কুণ্ঠা বোধ সৃষ্টি হবে না। যা পাওয়া যাবে, তাতেই মন পরিতৃপ্ত হবে। আল্লাহ পাকের দান-দক্ষিণা, পুরস্কার পেয়ে তারা মনে প্রাণে পরিতুষ্ট থাকবে।

বেহেশতের শ্রেণী স্তর

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং রোযা রাখে, তার জন্য সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। সে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে দেশান্তরি হোক অথবা জন্মভূমিতেই অবস্থান করুক না কেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা কি এ সুসংবাদ মানুষের কাছে পৌছে দেব? নবী করীম (সঃ) বললেন, নিঃসন্দেহে বেহেশতে শত স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তাআ'লা তাঁর পথে জেহাদকারীদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক দু'দরজার ব্যবধান হচ্ছে, আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান। অতএব আল্লাহ পাকের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে, ফেরদাউস প্রার্থনা করবে। কেননা

ফেরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ও উন্নত স্তরের বেহেশত। তার উপরেই মহান আল্লাহ তাআ'লার আরশ স্থাপিত, সেখান থেকেই বেহেশতের চারটি নহর প্রবাহিত।

ফাতহুল বারী গ্রন্থকার লিখেছেন, এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতের শত স্তর হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের জন্য। কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, যারা মুজাহিদ নয় তাদের জন্য এ শত স্তর ভিন্ন দ্বিতীয় কোন স্তর রয়েছে, যা মুজাহিদগণের স্তরের তুলনায় নিম্নমানের।

এ হাদীসটি ইমাম বোখারী (র) কিতাবুতাওহীদে উল্লেখ করেছেন। ফাতহুলবারী লিখেন, এখানে যদিও একশ'র কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বেহেশতে শ্রেণী বা স্তর শুধুমাত্র একশ'তেই সীমাবদ্ধ। কেননা একশ'স্তরের উল্লেখ করায় তার চেয়ে বেশি হওয়া নিষিদ্ধ হয় না। যেমন আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হেব্বানে উদ্ধৃত নিম্নের হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

"কেয়ামতের দিন কোরআন পাঠকারীগণকে বলা হবে, পাঠ করতে করতে ঊর্ধ্বে গমন করতে থাক। দুনিয়াতে যেমন করতে, তেমনিভাবে বিশুদ্ধ ও তারতীলের সাথে কোরআন পাঠ কর। তোমার মনজিল সেখানে, যেখানে তুমি শেষ আয়াত পাঠ করে থামবে।"

এ হাদীসে জানা গেল যে, বেশি বেশি কোরআন পাঠকারী এমন বেহেশতী যত আয়াত পাঠ করবে, সে পরিমাণ ঊর্ধ্বস্থানে সে গমন করতে পারবে। কোরআন মজীদের আয়াত সংখ্যা সর্বসম্মত মতে ছয় হাজার দু'শ'। ওয়াকফ ও আসলের স্থানসমূহ সম্পর্কে এখতেলাফ থাকার কারণে এ সংখ্যার চেয়ে যা কিছু বেশি হয়, সে সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। যা হোক এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশতে স্তর বা শ্রেণীর সংখ্যা হচ্ছে কোরআনে করীমের আয়াতের সংখ্যার সমপরিমাণ। —ফাতহুল বারী।

বেহেশতের সুউচ্চ মহল

মহান আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করেন, " তাদের ধৈর্যধারণের প্রতিদান স্বরূপ জাঁকজমকপূর্ণ মনোরম মহল দেয়া হবে। আর (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) তাঁরা লাভ করবে শান্তিময় শুভেচ্ছা সম্ভাষণ। তাতে তাঁরা চিরকাল অবস্থান করবে। তা কতইনা উত্তম গন্তব্য ও আবাসস্থল।" —সূরা ফেরকান-২য় রুকু।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীগন তাদের উপরিস্থিত মহলগুলোর অধিবাসীদের এমনভাবে অবলোকন করবে, যেমন তোমরা ভোরের আলো প্রকাশের পর পূর্ব কিংবা পশ্চিমাকাশের উজ্জ্বল তারকা দেখতে পাও। আর বেহেশতীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী তাদের এসব

মহলের মধ্যেও শ্রেণী পার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতীগণ এমন সুউচ্চ ও উন্নততর মহলে অবস্থান করবেন, সাধারণ বেহেশতীগণ যা বহু দূরে দৃশ্যমান তারকার ন্যায় দেখতে পাবে। সাহাবী (রা)গণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এসব মহল তো নবী রাসূলদের জন্য, যেখানে তাঁরা ছাড়া আর কেউ পৌছতে পারবে না। নবী করীম (সঃ) বললেন, যার আয়ত্তে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! নবী রাসূলগণ ছাড়াও অনেকেই এসব সুউচ্চ মহলের অধিকারী হবে, যারা আল্লাহ তাআ'লার প্রতি ঈমান আনে এবং নবী রাসূলগণের সত্যারোপ করে।

—বোখারী, মুসলিম।

এসব সুউচ্চ মহলের মধ্যে মানগত অনেক পার্থক্য থাকেব। কেননা মহলের উপরও মহল হবে। নবী রাসূলগণের মহলগুলো হবে সর্বাপেক্ষা উন্নততর। সূরা ফোরকানের প্রথম দিকে সালেহীন ও মোত্তাকীদের বিশেষ গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। আর শেষের দিকে সুউচ্চ মহল লাভের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর সূরা যুমারেও মুত্তাকীগণের সুউচ্চ মহল লাভের কথা আলোচিত হয়েছে। অতএব এর দ্বারাই বুঝা যায় যে, উচু দরজার লোকদেরই এসব মহল লাভের সৌভাগ্য হবে।

হযরত আবু মালেক আশআ'রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে এমন অনেক সুউচ্চ মহল রয়েছে, যেগুলো শিল্পকর্মে এত স্বচ্ছ যে, তার বাইরে থেকে ভেতর এবং ভেতর থেকে বাইরের সবকিছু পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ তাআ'লা এগুলো তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যারা কোমল ভাষায় কথা বলে এবং অতিথি ও অভাবগ্রস্থদেরকে পানাহার করায়। অধিকাংশ সময় রোযা রাখে এবং রাতের শেষ ভাগে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে এরা তখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে। —শোয়াবুল ঈমান, বায়হাকী, মেশকাত।

বেহেশতের শিবির ও গম্বুজ

হযরত আবু মুসা আশআ'রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে মুমিনদের জন্য এমন সব শিবির থাকবে, যা মস্তবড় এক মোতি দ্বারা নির্মিত, মোতিটি ভেতরের দিকে ফাঁকা থাকবে।এ শিবির দৈঘ্যে (আর এক বর্ণনায় প্রস্থে) ষাট মাইল ব্যাপি দীর্ঘ হবে। এর প্রত্যেক প্রান্তে থাকবে মোমীনদের জন্য নির্ধারিত সেবক ও স্ত্রীবৃন্দ। আর প্রান্তগুলোর দীর্ঘ দূরত্বের কারণে এক প্রান্তে দাড়িয়ে অপর প্রান্তের কাউকে পরিদৃষ্ট হবে না। তাঁদের কাছে অপরাপর মোমীনগণ যাতায়াত করবে। অতঃপর রাসূল (সঃ) বলেন, তাঁদের জন্য এমন দু'টি পুষ্পোদ্যান থাকবে, যার সবকিছু হবে রৌপ্য নির্মিত। আরো দু'টি পুষ্পোদ্যান থাকবে স্বর্ণের, যার অভ্যন্তরের সব কিছুই হবে স্বর্ণ নির্মিত।

—বোখারী, মুসলিম।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, নিম্নস্তরের বেহেশতী হবে সে, যার আশি হাজার সেবক এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে। তাঁকে এমন এক গম্বুজ বা মিনার দেয়া হবে, যা বহু মোতি এবং যবরযদ ও ইয়াকুত পাথরে নির্মিত। এসব গম্বুজের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ব্যবধান হবে যাবীয়া হতে সানায়ার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

বেহেশতী মৌসুম

মহান আল্লাহ পাক ঘেষণা করেন, "ঈমানের প্রতি অটলতা এবং ধৈর্য ধারনের প্রতিদান স্বরূপ তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পুষ্পোদ্যান ও রেশমী পোশাক প্রদান করবেন। সেখানে তারা তাকিয়ার সাথে হেলান দিয়ে বসা থাকবে, আর গরম ও শীত বলতে তারা কিছুই অনুভব করবে না।

—সূরা দাহার-২য়রুকু।

তাফসীরে মাযহারীর গ্রন্থকার এর ব্যাখ্যায় লিখেন, বেহেশতে ঠাণ্ডা ও গরম কিছুই থাকবে না। সেখানকার আবহাওয়া হবে নাতিশীতোষ্ণ। এরপর লিখেন, নিঃসন্দেহে বেহেশত নিজেই দীপ্তিময়, স্বীয় প্রতিপালকের নূরের আলোয় আলোকিত। আলোর জন্য সেখানে চাঁদ সুরুযের কোন প্রয়োজন নেই।

অনন্তর তিনি ইমাম বায়হাকীর উদ্ধৃতিতে শোয়ায়েব ইবনে জায়হানের বর্ণনা উল্লেখ করেন, শোয়ায়েব বলেন, আমি এবং আবুল আলিয়াহ (র) ফজর নামাযান্তে সূর্যোদয়ের পূর্বে জনপদ থেকে বের হলাম। তখনকার প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে হযরত আবুল আ'লিয়াহ (র) বললেন, এখনকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে হৃদয়কাড়া নাতিশীতোষ্ণ ও আলোছায়ার যে পরিবেশ বিরাজমান, বেহেশতের ব্যাপারেও এরূপ পরিবেশের কথা বর্ণিত হয়েছে। একথা বলে আবুল আলিয়াহ (র) কোরআন মজীদের وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ আয়াত পাঠ করলেন।

তাফসীরে মাযহারীর গ্রন্থকার লিখেন, আবুল আলিয়া (রঃ) বেহেশতের পরিবেশকে প্রভাতকালীন আলোর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে প্রকৃত আলোর সাথে তুলনা করেননি। কেননা প্রভাতের আলোর সাথে আঁধারেরও সংমিশ্রণ থাকে। সুতরাং তাঁর কথার মর্মার্থ হচ্ছে, প্রভাতকালীন আলো যেভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, অনুরূপভাবে বেহেশতের আলোও চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকবে।

তবে কথা হল, এখানে যে সাদৃশ্য দেখান হয়েছে, তা প্রভাতকালীন সময়ের সাথে দেখান হয়েছে, প্রভাতের আলোর সাথে নয়। সুতরাং আবুল আলিয়ার বক্তব্যর মর্মার্থ হল, প্রভাত কালের পরিবেশ যেরূপ উপভোগ্য থাকে এবং প্রাণ জুড়ান সমিরণ প্রবাহিত হয়ে হৃদয় মনকে প্রফুল্ল করে তোলে, চতুর্দিকে কেবল উজ্জ্বলতর ছায়াই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তার আলো এতটা তীক্ষ্ণ হয় না যে, তাতে

চোখ ঝলসে যায়। তেমনিভাবে বেহেশতেও সর্বদা ছায়া বিরাজ করবে, সেখানকার পরিবেশ সৌন্দর্য সংযত উপভোগ্য, সর্বপরি সেখানে বিস্ময়কর এক মোহাবিষ্টকর সৌম প্রকৃতি বিরাজ করবে। আলোতে কোন গরম উত্তাপ থাকবে না, তা যতই প্রখর হোকনা কেন তাতে ছায়ারও অবসান ঘটবে না, দৃষ্টিকেও ব্যাহত করবে না।

আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করেন, "মুত্তাকী পরহেজগারদের জন্য যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তার প্রকৃতি হচ্ছে, অট্টালিকা ও বৃক্ষরাজীর তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, আর ফলফলারি এবং ছায়াও থাকবে সার্বক্ষণিক।

— সূরা রায়দ-৫ম রুকু।

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হল যে, বেহেশতে সর্বদা ছায়াসম্পন্ন পরিবেশ বিরাজ করবে। পবিত্র কোরআন মজীদের সূরা নেসায় বেহেশতের ছায়াকে ظِلًّا ظَلِيْلًا নিবিড় ছায়াঘন ছায়া বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অতি সত্বর আমি তাদের এমন বেহেশতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে থাকবে স্রোতস্বিনিসমূহ সদা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আর তাদের জন্য থাকবে পুতঃপবিত্র স্ত্রীগণ। আমি তাদেরকে ঘনছায়াঘেরা বেহেশতে প্রবেশ করাব।"

—সূরা নিসা-৮মরুকু।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) ظِلًّا ظَلِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এমন ছায়া, যা হবে প্রগাড় ও শোভাময়।

বেহেশতে রয়েছে কেবল আরাম আর আরাম, সেখানে অবসাদ ও দুর্ভোগের কিছু নেই

আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতকে করেছেন সর্বদিক দিয়ে সুখ ও শান্তিময়। সেখানে নেই পরিশ্রম-ক্লান্তি, শোক, দুঃখ-বেদনা এবং নেই কোন কিছুর অভাব। আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করেছেন ঃ

"বেহেশতীগণ বলবে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার জন্যই, যিনি আমাদের দুশ্চিন্তা ও দুঃখ বেদনা অপসারিত করেছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক মহা প্রদাতা ও যথার্থ নিরুপণকারী। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে এমন এক আবাসালয় দিয়েছেন যেখানে দুঃখ-বেদনা আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না, আর স্পর্শ করতে পারে না কোন অবসাদ।"

—সূরা ফাতির-৪র্থ রুকু।

তাফসীরে ময়ালীমুত তানযীলের গ্রন্থকার লিখেছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে প্রবেশের পর উপরোক্ত কথাগুলো বলবেন। আল্লাহ আমাদের দুঃখ-বেদনা অপসারিত করেছেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্টের যেসব উপসর্গ ও কার্যকারণ থাকে, তার কোনটিই বেহেশতে নেই। কখনো

অসন্তুষ্ট হওয়ার মত কোন কথা এবং দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতায় পতিত হওয়ার মত কোন বিষয় থাকবে না। দুঃখ কষ্টের সম্ভাব্য সবধরনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আজ না আছে ভূসম্পত্তির চিন্তা, না আছে রুজি রোজগারের ধান্দা। না আছে মৃত্যুর ভয়, না আছে বার্ধক্যের আশংকা। না আছে রোগব্যাধি, না আছে অর্থ ব্যয়। সম্মুখে নেই কোন কবর, নেই কোন হাশর ময়দানের ভয়। নেই অশুভ পরিণতির আশংকা, নেই নেয়ামত বিলুপ্তির ভয়। দুনিয়া সুসজ্জিত করার নেই কোন ব্যস্ততা, পরকালের উন্নতির জন্য এবাদত বন্দেগীতে মশগুল হওয়ার নেই কোন নির্দেশ। সুতরাং সবদিক দিয়ে, দুশ্চিন্তা মুক্ত শান্তি আর শান্তি। দুনিয়া ও পরকালের সাথে সংশ্লিষ্ট যে ভয় ভীতি চিন্তা অস্থিরতার উপসর্গ ও কার্যকারণ ছিল, তা সবই পেছনে ফেলে চিরস্থায়ী বাসস্থানে চলে এসেছে। যেখানে নেই কোন বিপদাপদ, নেই কোন সময়, নেই কোন পরিশ্রম ও কষ্ট। এমন স্থানকেই তো দারুল মাকামা বা আবাসালয় বলা চলে। যেখান থেকে তারা কখনো বের হবে না এবং বের হওয়ার ইচ্ছাও জাগবে না, কেউ বের করবেও না। প্রত্যেকেই হবে ইজ্জত ও মহা সম্মানের অধিকারী। সেখানে রয়েছে বিনা পরিশ্রমে পরিপূর্ণ বিলাসিতা ও অফুরন্ত নেয়ামত।

বেহেশতীদের আলোচনা বৈঠক

বেহেশতীগণ পরস্পরে মনের সুখে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "অনন্তর (তারা যখন একত্রিত হবে) তখন একে অপরের প্রতি মনোনিবেশ করে কথোপকথন করবে। একজন বলবে, পার্থিব জীবনে আমার এক সাথী ছিল। সে (বিস্ময় প্রকাশ করে) আমাকে বলত, তুমি তো কেয়ামতে বিশ্বাসীদের একজন, মৃত্যুর পর আমরা যখন মাটিতে পরিণত হব, কেবলমাত্র আমাদের হাড় অবশিষ্ট থাকবে, তখন কি তুমি তোমার কর্মের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে"? —সূরা সাফফাত ২য় রুকু।

এর পর ঘোষণা করেন ঃ

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ *

"অতঃপর সে বেহেশতী স্বীয় সাথীদেরকে বলবে, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? অনন্তর তারা জাহান্নামে উঁকি মেরে জাহান্নামের মধ্যস্থানে তাকে দেখতে পাবে।" —সূরা সাফফাত-২য় রুকু।

বেহেশতী ব্যক্তি তার দুনিয়ার সাথীকে জাহান্নামের ভেতরে দেখে আল্লাহ তাআ'লার প্রতি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সে বলবে ঃ "আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলে, আমার প্রতি বিশ্ব প্রভুর অনুগ্রহ না হলে অবশ্যই আমি তোমার মত জাহান্নামীদের মধ্যে গন্য হতাম।

—সূরা সাফফাত-২য় রুকু।

বেহেশতীদের পারস্পরিক কথাবার্তা সম্পর্কে সূরা তুরে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "তারা একে অপরের দিকে ফিরে কথোপকথন করবে। তারা বলবে, এর পূর্বে আমরা জাগতিক ঘরবাড়িতে বসবাস করতাম এবং পরলৌকিক পরিণতি সম্পর্কে খুব ভয় পেতাম। সুতরাং মহান আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি এহসান করেছেন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। এর পূর্বে আমরা অনুগ্রহ প্রার্থনা করতাম, বাস্তবিকই আল্লাহ তাআ'লা মহা উপকারী ও দয়ালু।"

—সূরা তুর-১ম রুকু।

বেহেশতীদের পারস্পরিক সালাম সম্ভাষণ

বেহেশতীগণ পরস্পর দেখা সাক্ষাতে একে অপরে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানাবেন। আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করেন ঃ "যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করে, তাঁদের প্রতিপালক বিশ্বাস স্থাপনের কারণে তাদেরকে নেয়ামতপূর্ণ বেহেশতে পৌঁছে দেবেন, যার তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ সদা প্রবাহিত। (বেহেশতে প্রবেশ করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে) সে বলবে, سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ "হে আল্লাহ! আপনি পুতঃ পবিত্র।" (বেহেশত কতইনা নেয়ামতপূর্ণ ও সুন্দর স্থান। অতঃপর সেখানে একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাত করবে।) এবং (আস্‌সালামু আ'লাইকুম বলে) সালাম সম্ভাষণ জানাবে আর পার্থিব নানাবিধ মুসীবতের স্মৃতিচারণ করে তার সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনা বিচার শেষে) তাদের বিবৃতি হবে– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লার জন্য, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।"

—সূরা ইউনুস–২য় রুকু।

উপরোক্ত অনুবাদ তাফসীরে বয়ানুল কোরআনের আলোকে করা হয়েছে। তাফসীরে মুয়ালেমুত্ তানযীলে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, বেহেশতীগণ যখন কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন বলবে, সুবহানাকাল্লাহুম্মা। একথা শুনে তাদের সেবকগণ দস্তরখানায় খাবার পরিবেশন করবে, পানাহার শেষে তারা বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

"সমস্ত প্রশংসা পরওয়ার দেগারে আ'লমের জন্য।"

وَتَحِيَّتُهُمْ سَلَامٌ-এর ব্যাখ্যায় লেখেন, বেহেশতীগণ পরস্পর দেখা সাক্ষাতের সময় একে অপরকে সালাম সম্ভাষণ জানাবেন। একথাও লিখেছেন, ফেরেশতাগণ তাদেরকে সালাম জানাবেন। আর এও লেখেন যে, ফেরেশতাগণ তাঁদের কাছে আল্লাহ তাআ'লার সালাম পৌঁছে দেবেন। এ তিন ভাবেই এর ব্যাখ্যা হতে পারে। মোফাসসীর ইবনে কাছীর (র) ইবনে জারীর থেকে বর্ণনা করেন, বেহেশতীদের পাশ দিয়ে যখন কোন পাখী উড়ে যাবে, তাঁরা তখন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলবেন। অমনি ফেরেশতাগণ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী পাখী

নিয়ে সমুপস্থিত হবেন এবং সালাম করবেন। তারাও সালামের প্রত্যুত্তর দেবেন। تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ আয়াতে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আর বেহেশতীগণ আহার শেষে وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলবেন। যা এ ব্যক্ত হয়েছে।

এরপর আল্লামা ইবনে কাছীর লেখেন, সুফিয়ান সওরী (র) বলেছেন, বেহেশতীগণ কোন কিছু পেতে চাইলে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ বলবেন, আর তৎক্ষণাৎ তাদের সামনে তা উপস্থিত বা পরিবেশিত হবে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, ইবনে জারীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে পাখীর কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে উদাহরণ বিশেষ। কেননা বেহেশতীগণ প্রত্যেক বস্তু লাভের ইচ্ছা প্রকাশেই সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলবেন। আর যে বলেছেন– ফেরেশতারা পাখী নিয়ে উপস্থিত হবেন, তা সবসময়ে নয় বরং বিশেষ বিশেষ সময়ে হবে। কেননা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে আছে, পাখী নিজেই বেহেশতীগণের সামনে এসে পরিবেশিত হবে।

বেহেশতের পূর্ণ অবস্থা দুনিয়াতে বসে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়

শুনে ও পাঠ করে বেহেশত সম্পর্কে যা কিছু বোধগম্য হয়, সেখানে প্রবেশের পর তার চেয়ে বহুগুণে বেশি পাওয়া যাবে। প্রথমত এ কারণে যে, কোরআন-হাদীসে বেহেশতের নেয়ামত সমূহের যে আলোচনা বিদ্যামন, তাছাড়াও সেখানে আরো অনেক বেশি থাকবে। দ্বিতীয়ত, কোন জিনিস স্বচক্ষে দেখে এবং ব্যবহারের পর যে বাস্তব উপলব্ধি অর্জিত হয়, শুধু শুনে বা বই পাঠ করে তা হয় না। সুতরাং এ দুনিয়ায় বসে বেহেশতী নেয়ামতসমূহের আসল তত্ত্ব উদঘাটন সম্ভব নয়।

হযরত আবু হোরায়ারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন এমন বিষয় তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি, এমনকি কেউ তা কল্পনাও করেনি।" অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, কোরআন দ্বারা যদি এটা প্রমাণ করতে চাও, তাহলে এ আয়াত পাঠ কর ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ *

"বেহেশতীদের নয়ন জুড়ানোর জন্য যা গোপন রাখা হয়েছে, তা কেউ জানে না।" —বোখারী, মুসলিম।

মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত আর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবৃত করা শেষে বলেন, বেহেশতীদের জন্য এমন কিছু নেয়ামত রয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে অবহিত করেননি। অর্থাৎ কোরআন হাদীসের মাধ্যমে বেহেশতের যে সব নেয়ামতের কথা বিবৃত হয়েছে, তাছাড়াও

যা থাকবে, তা হবে আরো বেশি। ইমাম নব্বী (রঃ) বলেন, এর অর্থ- তোমাদেরকে যা জানান হয়নি তা হবে আরো চমকপ্রদ।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতের এক কোরা সমান স্থান সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে অনেক উত্তম। —বোখারী, মুসলিম।

নবী করীম (সঃ) আরো বলেন, ধনুকের অর্ধাংশ পরিমাণ রাখতে যতটুকু স্থানের প্রয়োজন পড়ে, বেহেশতের ততটুকু স্থান পৃথিবীর সূর্য উদয়াস্তের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। —বোখারী, মুসলিম।

যানবাহন হতে অবতরণের সময় বাহন স্থীর রাখার জন্য সওয়ারী প্রথমে স্বীয় চাবুক মাটিতে ছুড়ে মারে। (অর্থাৎ প্রথমে খুটা গেড়ে নেয়।) আর পাঁয়ে চলা ব্যক্তি যখন বসে তখন প্রথমে তীর ধনুক (স্বীয় আসবাব পত্র) মাটিতে রেখে নেয়, তারপর আসন নেয়। নবী করীম (সঃ) বেহেশতের মর্যাদা ও মহত্ত্ব বুঝাবার জন্য এরশাদ করেন যে, বেহেশতের এতটুকু স্থান যাতে একটি চাবুক কিংবা ধনুকের অর্ধাংশ রাখা যায়, সমস্ত দুনিয়ার দৈর্ঘ্য প্রশস্থতা হতে অনেক উত্তম। যদিও বেহেশতের প্রশস্থতার তুলনায় সহস্র সহস্র দুনিয়া কিছুই নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, পার্থিব দ্রব্যাদির কোনটিই বেহেশতে নেই। কেবলমাত্র নামের সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। —বায়হাকী, আততারগীব।

অর্থাৎ বেহেশতী নেয়ামতসমূহের আলোচনায় যে স্বর্ণ-রৌপ্য, মোতি, রেশম, গাছ-পালা, ফলমূল, আসন, কাপড় ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইহলৌকিক নয় বরং পারলৌকিক বিষয়। সে জগতের মান অনুসারেই তার সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। পার্থিব কোন কিছুই বেহেশতী বস্তুর সাথে তুলনীয় নয়।

বেহেশতের সুঘ্রাণ

বেহেশত সুঘ্রাণে পরিপূর্ণ। সে সুঘ্রাণের প্রকৃত অবস্থা ও গুণাগুণ এ দুনিয়ায় বসে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সেখানকার সুঘ্রাণ অতুলনীয়, প্রকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠতর ও সুতীব্র সুগন্দিময়।

এক হাদীসে আছে, বেহেশতের সুঘ্রাণ শত বছরের দূরত্ব হতেও পাওয়া যাবে। অন্য এক হাদীসে এর চেয়ে কম বেশি দূরত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।

মুফাস্সিরগণ লিখেন, দূরত্বের কম-বেশি হওয়া বেহেশতীদের শ্রেণী ও মর্যাদার ব্যবধান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

বেহেশতের প্রস্তুতি গ্রহণের কেউ আছে কি?

এ যাবত আমরা বেহেশতবাসীও বেহেশতের নেয়ামতসমূহের বিবরণ সম্পর্কে মোটামুটি অবগত হলাম। সেখানে সবারই যেতে ও থাকতে মনে চায়। তার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনাও করে থাকি।

প্রত্যেক মুসলমানেরই তা পাওয়ার প্রত্যাশা ও ব্যাকুলতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু হৃদয়ের কামনা-বাসনা ও ব্যকুলতার সাথে সাথে নেক আমলের পুঁজিও অর্জন করা চাই। বেহেশত প্রত্যাশী কখনো নেক আমলহীন হতে পারে না। যারা বেহেশতের আশা করে, কিন্তু পাপের কাজ থেকে বিরত থাকে না, এবং নেক আমলের পুঁজি সংগ্রহ করে না, তারা নির্বোধ ছাড়া কিছুই নয়। কোরআন মজীদের ঘোষণা দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। সুতরাং মুমিন বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে শরীয়তের দাবী পূরণে জান ও মাল নিয়োজিত করে বেহেশত লাভের উপযুক্ততা অর্জন করা। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ *

"বেহেশত প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আল্লাহ তাআ'লা মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।"

অথচ আমাদের অবস্থা হচ্ছে, মুয়াজ্জিনের আযান হলে আমরা নিদ্রায় পড়ে থাকি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততায় নামায ছেড়ে দেই। যাকাত ফরয হলে নানা অজুহাত এনে দাঁড় করাই। রমযানের রোজা এলে দিনের বেলা পানাহার করি। হজ্জ ফরয হলে সম্পদ ব্যায়ের ভয়ে হজ্জ না করেই কবরে চলে যাই। ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ক্রয়-বিক্রয়ে হারাম হালালের সমান্যতম খেয়ালও করি না। অপরের অর্থ সম্পদ লুটপাট করা ও মেরে দেয়া বড় বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। কোরআন হাদীস পড়া ও পড়ান লজ্জাজনক ও অর্থ হীন মনে করি। দুর্বলদের প্রতি জুলুম জরি। গরীব ও মেহনতী মানুষকে অতিরিক্ত খাটিয়ে যথার্থ পারিশ্রমিক দেই না। সুদের লেন-দেন না করা নির্বোধের কাজ মনে করি। এতিমের সম্পদ অন্যায় ভাবে হরণ করি এবং মিরাসী সম্পদ সঠিক নিয়মে বন্টন করি না। নফল আদায় সময়ের অপচয় মনে করি এবং আল্লাহর স্মরণ হতে দূরে সরে থাকি। এরপরও আমরা বেহেশত লাভের উচ্চাশা পোষণ করি। এটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়, শরীয়তের বিধান পালনে মনের অনিচ্ছা চেঁপে রাখতে হয়। হাদীসে আছে,

حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ *

"প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা দ্বারা জাহান্নাম, আর মনের অপছন্দনীয় বিষয় দ্বারা বেহেশতকে পরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছে।" —মুসলিম, মেশকাত।

এ হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, এবাদতে কষ্ট স্বীকার করা, সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ তাআ'লার বিধানের অনুগত থাকা এবং হারাম বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, এসবই মনের ভাল না লাগা বিষয়। এ ভাল নালাগার পেছনেই রয়েছে বেহেশত। প্রবৃত্তির এ অপছন্দকে মেনে নিতে পারলেই বেহেশত লাভের আশা করা যায়। পক্ষান্তরে যে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়েছে, হালাল-হারামের ব্যাপারে যে বাছ বিচার করে না; তার কামনা-বাসনা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে।

আর এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেন, "সচেতন ব্যক্তি সে-ই, যে তার নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং পারলৌকিক জীবনের জন্য সৎকর্ম করে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে সময় ক্ষেপণ করে এবং নেক আমল না করে আল্লাহ তাআ'লার কাছে কিছু পাওয়ার দুরাশা পোষণ করে।

—তিরমিযী, মেশকাত।

যার মনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং বেহেশত লাভের আশা রয়েছে, সে কখনো পরকালের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে পারে না। সে কখনো বেহেশতের বিপরীতে জান ও মালকে মহব্বত করতে পারে না। সে নেক আমল যতই করুক না কেন তা খুবই স্বল্প মনে করে, আর পরকালের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ফরয ও নফল এবাদতে মশগুল থাকে। আসলে আমাদের পরকালীন জীবনের জন্য আদৌ কোন চিন্তা ভাবনা নেই। বেহেশত এক মহা মূল্যবান বিষয় একথার প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে এবাদত বন্দেগীতে কার্পণ্য করা খুবই নির্বুদ্ধিতার কাজ।

রাসূল (সঃ) বলেন, জাহান্নামের মত এমন কোন জিনিস আমি দেখিনি, যা থেকে পরিত্রাণকামী ঘুমিয়ে থাকে, তেমনিভাবে বেহেশতের মত মহামূল্যবান কোন বস্তুও আমি দেখিনি যার অন্বেষণকারী নিদ্রায় বিভোর থাকে।

—তিরমিযী।

এ হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে– জাহান্নামের দুঃখ-কষ্ট, জালা-যন্ত্রণা সম্পর্কে আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ সত্ত্বেও জাহান্নামে যাওয়ার কাজই করতে থাকে। আর বেহেশতের নেয়ামত প্রত্যাশী অলসতায় বিভোর থাকে এবং সৎ কর্মের চিন্তা-ভাবনা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। এটা বাস্তবিকই দুঃখজনক ও বিস্ময়কর ব্যাপার। এ জগতে এমন বহু লোকও রয়েছে, যারা অলসতার কারণে দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়। নিজের আকাংক্ষিত বিষয়গুলো থেকে হয় বঞ্চিত। কিন্তু জাহান্নাম মুক্তিপ্রার্থী অলসতায় লিপ্ত আর বেহেশতপ্রার্থী হেলায় ফেলায় জীবন অতিবাহিত করা বাস্তবিকই অনুশোচনার ব্যাপার।

এ পার্থিব জগৎ হচ্ছে এক ভ্রমণের স্থান বিশেষ। যার সর্বশেষ গন্তব্যস্থান হচ্ছে মুমিনের জন্য বেহেশত। তবে বেহেশত লাভের জন্য চাই মেহনত ও ত্যাগ স্বীকার। কেননা যা যত মূল্যবান; তা পেতেও প্রয়োজন হয় সেরূপ কঠোর সাধনার।

হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেন, যার ভ্রমণে দূরত্ব ও দূর্গম পথের আশংকা থাকে, সে দিনের শুরুতেই যাত্রা শুরু করে। আর যে সত্বর যাত্রা শুরু করে, সে ঠিকই মনজিলে মকসূদে গিয়ে উপনীত হয়। সাবধান! আল্লাহর পণ্যের মূল্য খুবই চড়া, সাবধান! সে পণ্য হচ্ছে বেহেশত (আর তার ক্রেতা হচ্ছে আল্লাহর বান্দাগণ)। —তিরমিযী, মেশকাত।

কারো যখন প্রয়োজনীয় কোন সফরে যেতে হয়, তখন সে অনেক আগে ভাগেই যাত্রা শুরু করে। আরাম-আয়েশ বর্জন করে হলেও যথা সময়ে এমনকি তারও আগে গন্তব্যস্থলে গিয়ে উপনীত হয়। সুতরাং পরকালের যাত্রীকেও এ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। নফসের আনুগত্য না করে বরং তাকে শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য করে পরকালীন যাত্রাকে সাফল্য মণ্ডিত করা প্রয়োজন। যাতে মহামূল্য বেহেশত হাত ছাড়া না হয়। পার্থিব আসবাবপত্র ও গাড়ী -বাড়ী গড়তে কতইনা অর্থ ব্যয় হয়, কতইনা যৌবন চলে যায়। এ জন্য কত স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ট জীবনের ঘটে দুঃখজনক অবসান। একজন মহিলাকে বিয়ে করতে কত ধরনের আনুষ্ঠানিক কষ্ট স্বীকার এবং কত অর্থ ব্যয় করতে হয়। সুতরাং তুচ্ছ এ দুনিয়ার জন্যই যখন ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য-যৌবন ও মূল্যবান সময় বিনষ্ট করতে হয়, বড় বড় জীবন বিধ্বংসী কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত হতে হয়। অথচ এ পার্থিব জগৎ হচ্ছে ধ্বংসশীল, আর তা ছেড়ে যেতেই হবে। অতএব বেহেশতের ন্যায় উৎকৃষ্টতর চিরস্থায়ী নিবাস এবং সেখানকার নেয়ামতরাজি ও ভোগ-বিলস অর্জনের নিমিত্তে আরো অধিক পরিমাণে দৈহিক ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার এবং দৃঢ় ও কঠোর পরিশ্রম করা অত্যাবশ্যক। মহান আল্লাহ তাআ'লা বেহেশত লাভের জন্য আমাদেরকে সবধরনের প্রতিকুলতা জয় করে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার এবং জান ও মাল ব্যয় করার যোগ্যতা প্রদান করুন।

পবিশেষে আমাদের আরযী, সকল প্রশংসা সারা জাহানের পালন কর্তা মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত। এ গ্রন্থের সমাপ্তিলগ্নে তাঁর সমীপে অধমের আরো আকুতি- তিনি যেন আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতা, উস্তাদ মাশায়েখ এবং সকল মুসলমান নরনারীকে বেহেশত নসীব করেন। আর এ ক্ষুদ্র লেখাকে কবুল করেন। আমিন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত